ভূগোল-বোধ।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসুদেবপুর মডেল স্কুলের
প্রধান শিক্ষক
শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

"The earth, that's nature's mother,—"
SHAKESPEAR.

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

All rights reserved.

শকাব্দাঃ ১৮১০।

উৎসর্গ।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন,

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়

মহনীয় চরিতেষু।

সানুনয় নিবেদনম।

গুরো।

স্বল্পমতি মাদৃশ ক্ষীণ জনের অনুপযুক্ত গুরুদক্ষিণারূপ উপহার, শিষ্য বলিয়া স্নেহবশতঃ আপনকার করকমলে স্থানলাভ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই "ভূগোল—বোধ" নামক পুস্তক শ্রমফল অর্পণ করিলাম।

একান্ত অনুগত শিষ্য,

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

আমার সহযোগী কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষকের পরামর্শানুসারে ও সাধারণ বালক বালিকাগণের পাঠের সুবিধার জন্য এই "ভূগোল বোধ" পুস্তকখানি প্রণীত হইল। ইহাতে পৃথিবীর আকার, গতি, স্থলভাগ ও জলভাগের বিশেষ বিশেষ নাম, পর্ব্বত, রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগরাদি লিখিবার কালে নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। নানা প্রকার ইংরাজী ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তক হইতে নগরাদির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক যাহাতে বাঙ্গালা ও মাইনার পাঠার্থী দিগের ভূগোল শিক্ষার সুবিধা হয় তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

পরে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, মেদিনীপুর জেলার শ্রদ্ধাস্পদ ডেপুটী ইনেস্পেক্টর—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কলিকাতা বেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার—শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ দত্ত মহাশয় ও কলিকাতা পুলীশ হাঁসপাতালের সুযোগ্য রেসিডেণ্ট সার্জ্জন—শ্রীযুক্ত ডাক্তার অক্ষয়কুমার পাইন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুদ্রাঙ্কনের উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। আমি কেবল উক্ত মহোদয়গণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই পুস্তক খানি সাধারণে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইহা দ্বারা যদি বালক বালিকাগণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধিত হয় তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আমি এই পুস্তক প্রণয়ণ করিবার সময়ে যে সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তক হইতে সাহায্য পাইয়াছি সেই সকল পুস্তকের প্রণেতাগণের নিকটে বাধিত রহিলাম।

উপসংহারে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার শুভানুধ্যায়ী—শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসু মহাশয় অনুকম্পা প্রদর্শন পুর্ব্বক এই ভূগোলরূপ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও কাণ্ড প্রকাণ্ডাদি সংস্কার পূর্ব্বক বিস্তারিত ও সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে প্রুফসীট আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি যদি এ প্রকার বান্ধবের সাহায্য না পাইতাম তাহা হইলে এই পুস্তক কখনই সাধারণে প্রকাশিত হইত না।

মেদিনীপুর। শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মা।

বাসুদেবপুর মডেল স্কুল।

৪ঠা শ্রাবণ ১৮১০।

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়।			
উপক্রমণিকা	...	...	...	১
	দ্বিতীয় অধ্যায়।			
স্থল ও জলের বিবরণ	...	...	...	৬
মহাদ্বীপও মহাসাগর	...	...	...	৯
	তৃতীয় অধ্যায়।			
ধর্ম্মপ্রণালী	...	...	...	৯
শাসন প্রণালী	...	...	...	১১
	চতুর্থ অধ্যায়।			
এসিয়া	...	...	..	১৩
	পঞ্চম অধ্যায়।			
ভারতবর্ষ	...	...	...	২৩
	ষষ্ঠ অধ্যায়।			
বাঙ্গালা প্রদেশ	...	...	...	৫৬
আসাম প্রদেশ	...	...	...	৭১
ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশ	..	...	...	৭২
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	...	...	...	৭৪
আউদ বিভাগ	...	...	...	৭৮
মধ্যপ্রদেশ	...	...	...	৮৬

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
বোম্বাই	...	...	...	৯০
মান্দ্রাজ	...	...	...	৯৪

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্বউপদ্বীপ	...	...	...	৯৯
চীন	...	...	...	১০২
রুষিয়া	...	...	...	১০৫
স্বাধীন তাতার	...	...	...	১০৬
আফ্‌গানিস্থান	...	...	...	১০৭
পারস্যদেশ	...	...	...	১০৮
তুরস্কদেশ	...	...	..	১০৯
সীরিয়া	...	...	...	১১০
অ্যাল্‌জিরিয়া	...	...	...	১১১
কুর্দ্দিস্থান	...	...	...	১১২
আর্ম্মেণিয়া	...	...	...	১১২
আরবদেশ	...	...	...	১১২
জাপান	...	...	...	১১৪

অষ্টম অধ্যায়।

ইউরোপ	...	...	...	১১৬

নবম অধ্যায়।

ইংল্যাণ্ড	...	...	...	১২৬
ওয়েল্‌স	...	...	...	১৩৪

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
স্কট্‌ল্যাণ্ড	...	...	...	১৩৫
আয়ারল্যাণ্ড	...	...	...	১৪১
ডেন্‌মার্ক	...	...	..	১৪৭
নরওয়ে	...	...	...	১৪৯
সুইডেন্‌	...	...	...	১৪৯
ইউরোপীয়-রুষিয়া	...	...	...	১৫০
জর্ম্মণি	...	...	...	১৫৬
প্রুষিয়া	...	...	...	১৫৬
ব্যাভেরিয়া	...	...	...	১৬০
উর্টেম্বার্গ	...	...	...	১৬১
স্যাকসনি	...	...	...	১৬২
বেডেন	...	...	...	১৬২
অষ্ট্রীয়া	...	...	...	১৬৩
হঙ্গেরী	...	...	...	১৬৫
হল্যাণ্ড	...	...	...	১৬৬
বেল্‌জীয়ম	...	...	...	১৬৭
ফ্রান্স	...	...	...	১৬৮
সুইজর্ল্যাণ্ড	...	...	...	১৭২
স্পেন	...	...	...	১৭৩
পর্টুগ্যাল	...	...	...	১৭৬
ইটালী	...	...	...	১৭৭
গ্রীস	...	...	..	১৮১
ইউরোপীয় তুরস্ক	...	...	..	১৮২

দশম অধ্যায়।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
আফ্রিকা	...	...	...	১৮৫

একাদশ অধ্যায়।

উত্তর-আফ্রিকা	...	...	...	১৯২
ইজিপ্ত	...	. .	...	১৯৩
নিউবিয়া	...	...	...	১৯৫
অ্যাবিসিনিয়া	...	...	...	১৯৫
বার্ব্বরি রাজ্য	...	...	...	১৯৬
মরকো-বিভাগ	...	...	...	১৯৭
অ্যাল্‌জিরিয়া বিভাগ	...	...	...	১৯৮
টুনিস্	...	...	...	১৯৮
ত্রিপলী	...	...	...	১৯৮
সাহারা	...	...	...	১৯৯
সূদন (মধ্য-আফ্রিকা)	...	...	...	১৯৯
পূর্ব্ব-আফ্রিকা	...	...	...	২০০
দক্ষিণ-আফ্রিকা	...	...	...	২০১
পশ্চিম-আফ্রিকা	...	...	...	২০২
সেনিগ্যাম্বিয়া	...	...	...	২০২
উত্তর-গিনি	...	...	...	২০২
দক্ষিণ-গিনি	...	...	...	২০৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

আমেরিকা	...	...	...	২০৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
উত্তর-আমেরিকা	২০৪
ব্রিটীশ আমেরিকা	২১২
ক্যানেডা	২১৩
ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্	২১৫
মেক্সিকো	২২০
কারিবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ	২২৩
দক্ষিণ-আমেরিকা	২২৬
কলম্বিয়া	২২৯
ইকুয়েডর	২৩০
ভেনিজুলা	২৩১
গায়েনা	২৩২
ব্রেজিল	২৩৩
পেরু	২৩৪
বলিবিয়া	২৩৪
লাপ্লাটা	২৩৫
চিলি	২৩৬
পেটাগোনিয়া	২৩৭
ওশেনিয়া	২৩৮
ম্যালেসিয়া	২৩৯
অষ্ট্রেলেসিয়া	২৪২
অষ্ট্রেলিয়া	২৪২
নবজীল্যাণ্ড	২৪৫

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
নবগিনী	...	...	২৪৬
পলিনেসিয়া	...	..	২৪৭

পরিশিষ্ট।

প্রথম পরিশিষ্ট	...	...	২৪৮—২৫২
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট	...	...	২৫২—২৫৫
তৃতীয় পরিশিষ্ট	...	...	২৫৬—২৬১
চতুর্থ পরিশিষ্ট	...	...	২৬১—২৬৫

ভূগোল-বোধ।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

জলস্থলময় যে প্রকাণ্ড পদার্থের উপরিভাগে আমরা বাস করি, তাহার নাম পৃথিবী; এবং যাহা দ্বারা এই পৃথিবীস্থ দেশ, নদ নদী, মহাসাগর, সাগর এবং পর্ব্বতাদির বৃত্তান্ত জানিতে পারি, তাহার নাম ভূগোল।

পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে অনেক প্রকার বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা নানারূপ প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে; উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে নিম্নে তিনটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

প্রথম প্রমাণ। রাত্রিকালে কোন সুদীর্ঘ ময়দানের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা যে স্থানে দণ্ডায়মান আছি, তাহার মস্তকের উপরিস্থিত নক্ষত্র সকল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, আর চতুষ্পার্শ্বের নক্ষত্র সকল ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া শেষে বোধ হয় ভূমির সহিত সংলগ্ন হইয়াছে; কিন্তু সেই স্থান হইতে যে কোন দিকে

কিছু দূর গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা পূর্ব্বে যে সকল নক্ষত্রকে ভূমি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, তাহারাই এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে। আর যে সকল নক্ষত্রকে অতি উচ্চ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার বিপরীত ভাগের যে সকল নক্ষত্রকে পূর্ব্বে নিম্ন বোধ করিয়াছিলাম, তাহারা একবারেই অদৃশ্য হইয়াছে। দর্শক ও দূরবর্ত্তী প্রদেশের মধ্যভাগ এরূপ উচ্চ যে, তাহা অতিক্রম করিয়া দৃষ্টি চলে না, এইজন্যই এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবী গোলাকার; অন্য আকার হইলে কখনই এ প্রকার হইত না।

দ্বিতীয় প্রমাণ। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইলেই চন্দ্রগ্রহণের উৎপত্তি হয়। গ্রহণ সময়ে পৃথিবীর ছায়া দ্বারা চন্দ্রের যে ভাগ আচ্ছন্ন হয়, সেই ভাগ সর্ব্বদা গোলাকার দেখায়। গোল বস্তুর ছায়া ভিন্ন এইরূপ গোল হইতে পারে না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীর আকার গোল।

তৃতীয় প্রমাণ। কোন মহাসমুদ্রের কোন স্থান হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব বা পশ্চিম মুখে গমন করিলে, দিক্ পরিবর্ত্তন না করিয়াই পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। পৃথিবীর গোলত্বই ইহার কারণ; অন্য প্রকার আকার হইলে, দিক্ পরিবর্ত্তন না করিয়া কখনই নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যাইত না। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবী অন্ততঃ পূর্ব্ব পশ্চিমে গোলাকার।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭,৯১২ মাইল, পরিধি প্রায় ২৪,৮৫৬ মাইল।

গতি—পৃথিবীর গতি সম্বন্ধেও অনেক প্রকার বাদানুবাদ হইয়াছে, পরিশেষে অবধারিত হইয়াছে যে, পৃথিবী স্থির নহে, অনবরতই এক নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকার পথে নিয়ত সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; সেই পথকে কক্ষ বলে।

পৃথিবী চক্রাকারে সেই মণ্ডলাকার পথে ঘূরিতে ঘূরিতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার মধ্যে যে স্থান হইতে ঘূরিতে আরম্ভ করে, পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বলে; এই গতি দ্বারা মাস ও ঋতুভেদ হইয়া থাকে, আর পৃথিবী যে, ৬০ দণ্ড অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনার সমুদয় অবয়ব একবার আবর্ত্তন করে, তাহাতেই এক বার দিন ও একবার রাত্রি হয়; ঐ গতিকে আহ্নিক গতি বলে।

পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অগ্র পশ্চাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্ত প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর অনুকল্পে যে গোলক গঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ৩৬০ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবী ৬ দণ্ডে তাহার এক এক অংশ এবং ১ ঘণ্টায় ১৫ অংশ গমন করিয়া থাকে; অতএব পূর্ব্ব পশ্চিম দূরত্বে প্রত্যেক ১৫ অংশ অন্তরে ১ ঘণ্টা সময়ের প্রভেদ হইয়া থাকে। যথা—যখন এক স্থানে বেলা ১০টা, তাহার ১৫ অংশ পশ্চিমে বেলা ৯টা, আর ১৫ অংশ পূর্ব্বে বেলা ১১টা, এইরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে।

গোলক—ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে দারুময় বর্ত্তুলে যে পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহাকেই গোলক কহে। তাঁহারা পরিমাণ নিরূপণের সুবিধার জন্য তাহাকে ৩৬০ সমান ভাগে বিভক্ত করেন, প্রত্যেক ভাগকে অংশ কহে; তাহার চিহ্ন (°) এইরূপ, ঐ অংশকে আবার ৬০ সমান ভাগে বিভক্ত করেন, তাহাকে কলা কহে; তাহার চিহ্ন (′) এইরূপ, ঐ কলাকে আবার ৬০ সমান ভাগে বিভক্ত করেন, তাহাকে বিকলা কহে; তাহার চিহ্ন (″) এইরূপ; কোন অঙ্কের উপরে যদি এই সব চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে তাহাই বলিতে হয়, যেমন ৮°৭′১২″ আট অংশ, সাত কলা, বার বিকলা, এইরূপ।

ভূগোলবেত্তারা ঐ গোলকের উত্তর প্রান্ত হইতে ঠিক্ মধ্য-স্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত এক রেখা কল্পনা করেন; তাহারই উত্তর প্রান্তকে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু কহে। এই মেরু প্রদেশ অতি আশ্চর্য্য স্থান,এখানে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব, এবং বৎসরের মধ্যে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়। পৃথিবীর অয়নান্ত গতি নামে আর এক প্রকার গতি আছে, তাহাতেই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়; ঐ গতি দ্বারা সূর্য্য যখন বিষুব রেখার দক্ষিণে গমন করেন, তখন অর্থাৎ ১২ই আশ্বিন হইতে ১১ই চৈত্র পর্য্যন্ত উত্তর কেন্দ্রে রাত্রিমান ও দক্ষিণ কেন্দ্রে দিনমান হয়, আর ১২ই চৈত্র হইতে ১১ই আশ্বিন পর্য্যন্ত সূর্য্য বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিতি করেন, তখন উত্তর কেন্দ্রে দিনমান ও দক্ষিণ কেন্দ্রে রাত্রিমান হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমদূরবর্ত্তী স্থানে ঐ গোলকের পূর্ব্ব-

পশ্চিমে বিস্তৃত যে রেখা মণ্ডলাকারে সমস্ত ব্যাপিয়া আছে, তাহাকে বিষুব রেখা, নিরক্ষবৃত্ত ও নাড়ীমণ্ডল কহে। ঐ রেখা দ্বারা গোলক দুই সমান ভাগে বিভক্ত। উত্তরের ভাগকে উত্তর গোলার্দ্ধ ও দক্ষিণের ভাগকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ কহে। ইহা ভিন্ন পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি রেখা গোলকের সমন্তাৎ ব্যাপিয়া আছে, তাহাকে অক্ষ রেখা কহে। গোলকের পূর্ব্বে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আরও কতকগুলি রেখা নিরক্ষের উপর দিয়া উভয় মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তাহাদিগকে দ্রাঘিমা কহে। ঐ অক্ষ রেখা ও দ্রাঘিমা ইচ্ছামত সকল স্থানেই অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

সমুদয় অক্ষ রেখার মধ্যে ৪ চারিটীর বিশেষ বিশেষ নাম আছে, কর্কট-ক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি, উদীচ্য বৃত্ত ও উদীচ্যেতর বৃত্ত। কর্কট-ক্রান্তি নিরক্ষ হইতে ২৩॥০ অংশ উত্তরে, মকর-ক্রান্তি ২৩॥০ অংশ দক্ষিণে, সূর্য্য এই ৪৭ অংশ উপরে সর্ব্বদা ঋজুভাবে কিরণ বিস্তার করেন, এজন্য এই ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম, তজ্জন্য ইহাকে গ্রীষ্মমণ্ডল কহে। উদীচ্যবৃত্ত, কর্কট-ক্রান্তির ২৩॥০ অংশ উত্তর পর্য্যন্ত এবং উদীচ্যেতর বৃত্ত মকর-ক্রান্তির ২৩॥০ অংশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত। এই স্থানে সূর্য্য তীর্য্যক্ ভাবে কিরণ বিকীর্ণ করেন, এইজন্য এই দুই ভাগে গ্রীষ্ম তত প্রবল হয় না, তজ্জন্য ইহাকে সমমণ্ডল কহে। উদীচ্য বৃত্ত হইতে ২৩॥০ অংশ উত্তরে উত্তর মেরু পর্য্যন্ত এবং উদীচ্যেতর বৃত্তের ২৩॥০ অংশ দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত ভূভাগে সূর্য্যকিরণ প্রায় পতিত হয় না বলিলেই হয়, এইজন্য ঐ দুই ভাগে অতিশয় শীত, তজ্জন্য উহাকে হিমমণ্ডল কহে। অয়ন-পরিবর্ত্তনে সূর্য্য কর্কট-ক্রান্তি ও মকর-

ক্রান্তি পর্য্যন্ত গমন করেন। ১১ই চৈত্র ও ১১ই আশ্বিন সূর্য্য ঠিক্ বিষুব রেখার উপর অবস্থিতি করেন; পরে ১১ই আষাঢ় কর্কট-ক্রান্তির উপর এবং ১১ই পৌষ মকরক্রান্তির উপর অবস্থিতি করেন, তজ্জন্য ইহাকে উত্তর অয়ন ও দক্ষিণ অয়ন কহে।

নিরক্ষ বৃত্ত হইতে পৃথিবীর যে কোন স্থানের দূরত্বকে নিরক্ষান্তর কহে। ইহা নিরক্ষের উত্তর দিকে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর এবং দক্ষিণ দিকে হইলে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর কহে। সকল দেশীয় ভূগোলবেত্তারাই আপনাপন ইচ্ছামত একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন, সেই স্থান দিয়া যে দ্রাঘিমা গিয়াছে, তাহাকে প্রাথমিক দ্রাঘিমা কল্পনা করিয়া, তাহা হইতে যে কোন স্থানের দূরত্বকে দ্রাঘিমা কহে। উহা ঐ প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্ব্ব হইলে, পূর্ব্ব-দ্রাঘিমান্তর এবং পশ্চিম হইলে পশ্চিম-দ্রাঘিমান্তর কহে। আমাদিগের দেশের প্রাথমিক দ্রাঘিমা ইংলণ্ডের গ্রীন্‌উইচ নগর হইতে গণনা আরম্ভ হয়। এক্ষণে অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর জানা থাকিলে সকল স্থানেই নিরূপণ করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্থল ও জলের বিবরণ।

স্থল ও জল দ্বারাই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গঠিত হইয়াছে। স্থলের ভাগ অপেক্ষা জলের ভাগ প্রায় তিন গুণ অধিক। আকারের বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্তই ঐ দুই ভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে।

স্থলভাগের নাম, যথা—মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, অন্তরীপ, যোজক, উপকূল, অববাহিকা, বদ্বীপ, মরুভূমি, ওয়েসিস্ বা মারবদ্বীপ।

মহাদেশ—অনেক রাজ্যাদিবিশিষ্ট নানা জাতীয় লোকের বাসস্থান অতি সুবিস্তৃত ভূভাগকে মহাদেশ বলে।

দেশ—মহাদেশের এক এক ভিন্ন ভিন্ন ভাগকে দেশ বলে।

দ্বীপ—চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত যে ভূভাগ, তাহাকে দ্বীপ বলে।

উপদ্বীপ—যে ভূভাগ প্রায় চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত, তাহাকে উপদ্বীপ বলে।

অন্তরীপ—যে স্থলভাগ ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অগ্রভাগকে অন্তরীপ বলে।

যোজক—যে সঙ্কীর্ণ স্থলভাগ দুই বৃহৎ স্থলভাগকে সংযুক্ত করে, তাহাকে যোজক বলে।

উপকূল—সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানকে উপকূল বলে।

অববাহিকা—যে নদীতে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ যত দূরের জল আসিয়া সেই নদীতে পতিত হয়, সেই সমুদয় স্থানকে সেই নদীর অববাহিকা বলে।

বদ্বীপ—যে নদী সাগরসঙ্গমসময়ে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে পতিত হয়, সেই দুই ভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বদ্বীপ বলে।

মরুভূমি—তৃণগুল্মাদিবিহীন বালুকাময় অতি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে মরুভূমি বলে।

ওয়েসিস্—মরুভূমির মধ্যস্থিত উর্ব্বর ভূমিখণ্ডকে ওয়েসিস্ বা মারবদ্বীপ বলে।

জলভাগের নাম, যথা—মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, সাগরশাখা, প্রণালী, হ্রদ, নদী, উপনদী, শাখানদী ও কাণানদী।

মহাসাগর—যে বিস্তীর্ণ লবণময় জলভাগ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে মহাসাগর কহে।

সাগর—মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে সাগর কহে।

উপসাগর—যে সাগরাংশের প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল, তাহাকে উপসাগর কহে।

সাগরশাখা—সঙ্কীর্ণ সাগরাংশ স্থলভাগ মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাকে সাগরশাখা কহে।

প্রণালী—যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযোগ করে, তাহাকে প্রণালী কহে।

হ্রদ—যে স্বাভাবিক জলভাগ চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত, তাহাকে হ্রদ কহে।

নদী—যে জলভাগ পর্ব্বত, হ্রদ ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া স্রোত বহিয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহাকে নদী কহে।

উপনদী—যে সকল নদী নদীতে আসিয়া মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী কহে।

শাখানদী—নদী হইতে উৎপন্না নদীকে শাখানদী কহে।

কাণানদী—যে সকল নদীর গর্ভে মৃত্তিকাদি পড়িয়া পূর্ণ হইয়াছে, ও বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল কিছুমাত্র থাকে না, তাহাকে কাণানদী কহে।

মহাদ্বীপ ও মহাসাগর।

পৃথিবীতে প্রাচীন ও নূতন এই দুইটী মহাদ্বীপ আছে। যে মহাদ্বীপে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা আছে, তাহাকে প্রাচীন মহাদ্বীপ এবং যাহাতে কেবল আমেরিকা আছে, তাহাকে নূতন মহাদ্বীপ * কহে।

পৃথিবীতে একটি মহাসাগর আছে। তাহা পৃথক্ পাঁচ স্থানে পাঁচ নামে প্রসিদ্ধ। যথা—আটলাণ্টিক্ মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর ও উত্তর মহাসাগর।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম-প্রণালী।

পৃথিবীতে যে যে ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান এই ছয়টী প্রধান। ইহা ভিন্ন জৈন, জড়োপাসনা প্রভৃতি আরও কয়েকটী ধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

---

* নূতন এবং পুরাতন মহাদ্বীপ বলিবার কারণ এই যে, ক্রিষ্টাফর্ কলম্বস্ নামক এক ব্যক্তি ১৪৯২ খৃঃ অব্দে স্পেন্‌দেশীয় ইসাবেলা নাম্নী রাজ্ঞীর সাহায্যে অনেক ভ্রমণের পর আমেরিকা আবিষ্কার করেন, পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব অবিদিত ছিল, তজ্জন্য ইহার নাম নূতন মহাদ্বীপ।

হিন্দু ধর্ম্ম।

হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বিগণ চরমে এক মাত্র নিরাকার পরমেশ্বর মানেন। কিন্তু তাঁহারই অংশ জ্ঞানে অনেক সাকার দেব দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম,—বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। দেব দেবীর অর্চ্চনা, গঙ্গাস্নান ও ব্রাহ্মণ-ভোজন এই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও রামোপাসক প্রভৃতি অনেক মতভেদ আছে। ইহাদিগের জাতিভেদপ্রণালী অতিশয় প্রবল। এই ধর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

বৌদ্ধেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন। ইহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারক লামা। দয়ারত্ন, বৃহস্পতিসূত্র, অঙ্গচরিত্র ইহা-দিগের এই কয়েকটী ধর্ম্মশাস্ত্র। পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন, তাতার, তিব্বৎ, জাপান, সিংহল ও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। কেবল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই এই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে জাতিভেদের কিম্বা খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা নাই; এক্ষণে ইহারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা—আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ সম্প্রদায়।

ইহুদি ধর্ম্ম।

ইহারা এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করে। ইহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম বাইবেল। খৃষ্টানেরা ইহাকে পুরাতন বাইবেল বলিয়া মান্য করে।

খৃষ্টান ধর্ম্ম।

খৃষ্টানেরা এক নিরাকার পরমেশ্বর মানিয়া থাকে। ইযু-খৃষ্টই এই ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা। ১৮৮৫ অব্দ হইল, ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁব মাতার নাম মেরি এবং পিতার নাম জোসেফ্। ইহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। রোম্যান্ ক্যাথলিক্, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ এবং গ্রীক ইহাদিগের এই তিন সম্প্রদায় আছে। তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপের তাবৎ দেশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত।

মুসলমান ধর্ম্ম।

মুসলমানেরা এক নিরাকার পরমেশ্বর মানিয়া থাকে। মহম্মদ এই ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা। ১২৯২ বৎসর হইল, এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম কোরাণ। সিয়া ও সুন্নি ইহাদিগের এই দুই মতভেদ আছে। আরব, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, তাতার, রুষিয়া ও ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত।

শাসনপ্রণালী।

পৃথিবীতে চারিটী শাসন-প্রণালী প্রচলিত আছে, যথা—যথেচ্ছাচার, নিয়মতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র।

যথেচ্ছাচার।

যে দেশের রাজা শাসনসম্বন্ধে কোন নিয়ম বা কার্য্যবিধির অধীন না হইয়া আপন ইচ্ছামত শাসন করেন, তাহাকে যথেচ্ছাচার-প্রণালী কহে। এই প্রণালীতে বিনা অপরাধে দণ্ডিত ও অপরাধ থাকিলেও নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

নিয়মতন্ত্র।

রাজ্যমধ্যে এই প্রকার কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা রাজা সেই নিয়মানুসারে শাসন করেন; রাজা আপন ইচ্ছামত কোন কার্য্যই করিতে পারেন না।

সাধারণতন্ত্র।

আধুনিক রাজ্যে এই প্রকার কোন রাজা নাই। সাধারণ লোকে একমত হইয়া এক ব্যক্তির হস্তে কিছু দিনের জন্য রাজ্যভার অর্পণ করেন এবং তাঁহার সময় গত হইলে অন্য ব্যক্তিকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করেন।

প্রজাতন্ত্র।

রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগের এই প্রকার একটী সভা স্থাপিত থাকে। সেই সভা হইতেই সমুদায় রাজ্যের নিয়মাদি প্রস্তুত হয়, রাজা সেই প্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এসিয়া।

এই মহাদেশের উত্তর সীমা—উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্ব সীমা—প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা—দক্ষিণ মহাসাগর এবং পশ্চিম সীমা—লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল, ভূমধ্য সাগর, মর্ম্মর সাগর, কৃষ্ণ সাগর, ককেসাস্ পর্ব্বত, ক্যাস্পিয়ান্ সাগর, ইউর‍্যাল নদী ও ইউর‍্যাল পর্ব্বত।

ইহার পরিমাণ-ফল—৯০,০০,০০০ নব্বই লক্ষ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৮২,৩৫,০০,০০০ বিরাশী কোটি, পঁয়ত্রিশ লক্ষ। এই মহাদেশ অন্যান্য মহাদেশ হইতে আকারে বৃহৎ; সমস্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক অধিবাসী ইহাতে বাস করে, এবং পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় ⅓ এক-তৃতীয়াংশ এই মহাদেশের অন্তর্গত।

এসিয়ায় নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশ আছে।

১। ভারতবর্ষ।
২। পূর্ব্বউপদ্বীপ।
৩। চীন।
৪। তিব্বত।
৫। চীনতাতার।
৬। রুষিয়া।
৭। স্বাধীনতাতার ও তুরান।
৮। আফ্‌গানিস্থান।
৯। পারস্য।
১০। তুরস্ক।
১১। আরব।

এসিয়ার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। ভারত মহাসাগরে—সিংহল, মাল দ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ, আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ, সকট্রা, সিঙ্গাপুর ও পিনাঙ্।

২। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে যে যে দ্বীপ আছে, তাহাদিগকে ভারতসাগরীয় দ্বীপ কহে—বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জ এই কয়েকটি প্রধান।

৩। প্রশান্ত মহাসগরে—হেনান, ফর্‌মোজা, জাপান, এবং সাগেলিয়ান্।

৪। বেরিং প্রণালীতে—ফক্স দ্বীপপুঞ্জ।

৫। ভূমধ্যসাগরে—সাইপ্রস্ এবং রোড্‌স্।

এসিয়ার প্রধান প্রধান উপদ্বীপ।

১। দক্ষিণ উপদ্বীপ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে।

২। কোরিয়া—চীন-তাতারের পূর্ব্বে।

৩। এসিয়া মাইনর—তুরস্কদেশের পশ্চিম ভাগে।

৪। কামশ্‌কট্‌কা—রুষিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে।

পূর্ব্বউপদ্বীপ ও আরবদেশ ইহারাও এক একটি উপদ্বীপ মধ্যে পরিগণিত।

এসিয়ার প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। পূর্ব্ব অন্তরীপ—রুষিয়াদেশের উত্তর পূর্ব্বে।

২। লোপ্‌ট্‌কা—কামশ্‌কট্‌কা উপদ্বীপের দক্ষিণে।

৩। বোজ্যাডর—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ও লুজন দ্বীপের উত্তর।

৪। কুমারিকা—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে।

৫। রাসলহাড্—আরবদেশের পূর্ব্বে।

৬। বেবা—এসিয়া মাইনর উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে।

৭। নিগ্রোস্—পূর্ব্বউপদ্বীপে, পেগুর নৈঋর্ত কোণে।

এসিয়ার প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বত পৃথিবীর অন্য সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ। গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ও ধবলগিরি, ইহার এই তিনটি শৃঙ্গ। তন্মধ্যে ইহার প্রধান শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর সমেত হিমালয় ১৯,৩৩৩ হস্ত উচ্চ।

২। ঘাট পর্ব্বত—দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্ব উপকূলের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ঘাট, এবং পশ্চিম উপকূলের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত পশ্চিম-ঘাট।

৩। বিন্ধ্য—ভারতবর্ষের মধ্যভাগে; ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ, আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

৪। সোলেমান্—ইহার পূর্ব্ব ভাগে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম ভাগে আফ্‌গানিস্থান।

৫। হিন্দুকুশ—ইহার দক্ষিণে আফ্‌গানিস্থান এবং উত্তরে স্বাধীন তাতার।

৬। এল্‌বর্জ্জ্—ক্যাস্পিয়ান্ হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে।

৭। অল্‌টাই—রুষিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে।

৮। টরস্—তুরস্কদেশে, মর্ম্মর সাগর হইতে পারস্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৯। কিয়ান্‌লেন—ইহার দক্ষিণে তিব্বত, উত্তরে চীন-তাতার।

১০। থিয়েন্‌সন্—চীনতাতারের অন্তর্গত।

১১। বেলুরত্যাগ্—তাতার দেশে; হিন্দুকুশ হইতে উত্তরাভিমুখে ধাবিত।

১১। সিনাই ও হোরেব—আরবদেশের উত্তর।

১২। আরারাট ও লিবেনন্—তুরস্কদেশের অন্তর্গত।

১৩। পিনাঙ্, ন্যান্‌লিং ও ইয়ান্‌লিং—যথাক্রমে চীনদেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ।

এসিয়ায় অনেকানেক আগ্নেয়গিরি আছে, তন্মধ্যে কামশ্‌কট্‌কায় ক্লিউসারেশকঞ্জা, থিয়েন্‌সন পর্ব্বতশ্রেণীতে দুইটি, এবং এসিয়ার দক্ষিণে দ্বীপসমূহের মধ্যে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে।

এসিয়ার প্রধান প্রধান সাগর।

১। ওখটস্ক সাগর—চীনতাতার ও কামশ্‌কট্‌কা উপদ্বীপের মধ্যে স্থিত।

২। জাপান সাগর—জাপান দ্বীপ ও চীন-তাতারের মধ্যে স্থিত।

৩। পীত সাগর—চীনদেশ ও কোরিয়া উপদ্বীপের মধ্যে স্থিত।

৪। চীন সাগর—ইহার পূর্ব্ব দিকে ফর্মোজা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও বোর্ণিও এবং পশ্চিমে চীন ও পূর্ব্বউপদ্বীপ।

৫। বঙ্গ সাগর—ইহার পশ্চিমে ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বে পূর্ব্ব-উপদ্বীপ।

৬। আরব সাগর—ইহার পশ্চিমে আরবদেশ ও পূর্ব্বে ভারতবর্ষ।

৭। লোহিত সাগর—ইহার পূর্ব্ব দিকে আরবদেশ এবং পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ।

৮। লিভ্যাণ্ট সাগর—ইহার পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর ও পূর্ব্বে তুরস্ক দেশ।

এসিয়ার প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। ওবি উপসাগর—উত্তর-মহাসাগরে রুষিয়া দেশের উত্তর প্রান্তে।

২। আনেডার উপসাগর—পূর্ব্ব অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী।

৩। টঙ্কিন্ উপসাগর—চীনদেশের দক্ষিণ প্রান্তে।

৪। শ্যাম উপসাগর—পূর্ব্ব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

৭। মান্নার উপসাগর—ভারতবর্ষের দক্ষিণ।

৬। ক্যাম্বে ও কচ্ছ উপসাগর—ভারতবর্ষের পশ্চিম এবং গুজরাটের নিকটবর্ত্তী।

৭। পারস্য উপসাগর—পারস্যদেশ এবং আরবদেশের মধ্যে।

এসিয়ার প্রধান প্রধান প্রণালী।

১। বেরিং প্রণালী—এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী, ইহা দ্বারা প্রশান্ত ও উত্তর মহাসাগর সংযুক্ত আছে।

২। কোরিয়া প্রণালী—কোরিয়া ও জাপান দ্বীপের মধ্যে।

৩। ম্যাকেসার প্রণালী—বোর্ণিও ও সেলিবিশ্ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে।

৪। মান্নার প্রণালী—ভারতবর্ষ এবং সিংহল দ্বীপের মধ্যে।

৫। বাবলমাণ্ডেব প্রণালী—আরবদেশ ও আফ্রিকার মধ্যে। ইহা দ্বারা লোহিত ও আরব সাগর সংযুক্ত হইয়াছে।

৬। অর্মশ্ প্রণালী—পারস্য উপসাগর ও আরবদেশের মধ্যে।

এসিয়ার প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। ক্যাস্পিয়ান সাগর বা ক্যাস্পিয়ান হ্রদ—রুষিয়া, তাতার ও পারস্যদেশে পরিবেষ্টিত।

২। আরাল হ্রদ—তাতারের অন্তর্গত।

৩। বৈকাল—রুষিয়ার অন্তর্গত।

৪। মানস সরোবর, পণ্টি,রাবণ হ্রদ—তিব্বত দেশের অন্তর্গত।

৫। মরু সাগর—তুরস্ক দেশের অন্তর্গত।

এসিয়ার প্রধান প্রধান নদী।

	নাম।	যে দেশ দিয়া বহিতেছে।		যে সাগরে মিলিত হইতেছে।
১।	ওবি	রুষিয়ার সাইবেরিয়া	...	উত্তর সাগরে।
২।	ইনিসি			
৩।	লেনা			
৪।	আমুর বা য়্যাগেলিয়ান্	তাতার	...	ওখটস্ক সাগরে।
৫।	জৈহুন	... ঐ	...	আরাল্ হ্রদে।
৬।	সৈহুন			
৭।	হোয়াংহো	চীন	...	প্রশান্ত মহাসাগরে।
৮।	ইয়াংসিকিয়াং			
৯।	পিহো			
১০।	ক্যাণ্টন্			
১১।	মিনাম্	... পূর্ব্বউপদ্বীপ	..	চীন সাগরে।
১২।	মিকিয়াং			
১৩।	ইরাবতী	... ... ঐ	...	বঙ্গ সাগরে।
১৪।	হেল্মণ্ড	... ... আফ্‌গানিস্থান		হুমায়ুন হ্রদে।

	নাম।	যে দেশ দিয়া বহিতেছে।	যে সাগরে মিলিত হইতেছে।
১৫।	জর্ডন্ ...	... তুরস্ক ...	মরু সাগরে।
১৬।	ব্রহ্মপুত্র	তিব্বত ও ভারতবর্ষ ...	বঙ্গ সাগরে।
১৭।	গঙ্গা ...	... ভারতবর্ষ ...	ঐ
১৮।	সিন্ধু ...	... ঐ ...	আরব সাগরে।
১৯।	টাইগ্রিশ্	তুরস্ক	পারস্য উপসাগরে।
২০।	ইউফ্রেটিশ্		

এসিয়ার প্রধান প্রধান নগর।

১। তুরস্ক—স্মির্ণা,[১] আলেপো, ড্যামেস্কাশ্[২], জেরুজিলাম্[৩], বোগদাদ, মোশুল্,[৪] বসোরা এবং ট্রিবিজাণ্ড্।

২। তুরস্কীয় আরব—মক্কা[৫]—লোহিত সাগরের নিকটবর্ত্তী, জিডা, মদিনা[৬]।

৩। আরব—মস্কট, এডেন্,[৭] মোচা এবং ডারায়া।

১। স্মির্ণা—এসিয়া মাইনরের প্রধান নগর।

২। ড্যামেস্কাশ্—পৃথিবীর একটি প্রাচীন সহর। রেশম, ইস্পাত এবং জহরতের বাণিজ্যস্থান।

৩। জেরুজিলাম্—প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন রাজধানী।

৪। মোশুল্ (মসিল)—ইহা হইতে মস্‌লিন্ নামের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।

৫। মক্কা—এই স্থানে মহম্মদের জন্ম হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহা বিখ্যাত। (খৃঃ পূঃ ৫৭১ সালের ২০এ এপ্রিল জন্ম হইয়াছিল) জিডা অথবা জুডা মক্কার বন্দর-স্থান।

৬। মদিনা—এই স্থানে মহম্মদের কবর আছে, তজ্জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ।

৭। এডেন্—ব্রিটনের বন্দর-স্থান।

৮। মোচা—কাফীর জন্য প্রসিদ্ধ।

৪। পারস্য—টিহারান[১]—ক্যাস্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণ, ইশ্‌পাহান[২], বুশীর[৩], সিরাজ[৪], ওহামেডন্।

৫। আফ্‌গানিস্থান—কাবুল—কাণ্ডাহারের দক্ষিণ। হীরাট্[৫], বাদাক্ষাণ্।

৬। বেলুচিস্তান ... উত্তরাংশে খিলাট[৬]।

৭। ভারতবর্ষ ... কলিকাতা[৭]—গঙ্গার উপরিভাগে স্থিত,ঢাকা,[৮] মুর্শিদাবাদ[৯], পাটনা, বেনারস্ বা কাশী[১০], এলাহাবাদ বা প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ[১১] কানপুর[১২], আগরা, দিল্লী[১৩],

---

১। টিহারান—পারস্যের রাজধানী। কার্পেটের জন্য প্রসিদ্ধ।

২। ইশ্‌পাহান—পারস্যের প্রধান নগর।

৩। বুশীর—বন্দরস্থান।

৪। সিরাজ—এই স্থানে সাদি এবং হাফেজ্ কবিদ্বয়ের জন্ম হয়!

৫। হীরাট—দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত। ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৬। খিলাট্—যাত্রিগণের বিশ্রাম-স্থান।

৭। কলিকাতা—বাঙ্গালা দেশের রাজধানী, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের প্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাণিজ্যস্থানের জন্য প্রসিদ্ধ।

৮। ঢাকা—ধুতি, উড়ানী, মস্‌লিন এবং অলঙ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ।

৯। মুর্শিদাবাদ—এই নগর মুর্শিদ কুলী খাঁর দ্বারা ১৭০৪ অব্দে আবিষ্কৃত হয়, তজ্জন্য ইহাকে মুর্শিদাবাদ কহে।

১০। বেনারস্—হিন্দুদিগের মহাতীর্থ-স্থান, বেনারসী শাটীর জন্য প্রসিদ্ধ।

১১। লক্ষ্ণৌ—এই স্থানে ১৮৫৭ সালে সিপাহি-বিদ্রোহ হইয়াছিল।

১২। কানপুর—এই স্থানে নানা সাহেব ১৮৫৭ সালে ইংরাজ-মহিলা এবং শিশু-সন্তানদিগকে হত্যা করেন।

১৩। দিল্লী—পূর্ব্বকালে এই নগরকে ইন্দ্র-প্রস্থ বা সাহাজানাবাদ বলিত; এক সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

লাহোর, সুরাট[১], বোম্বাই[২] এবং মান্দ্রাজ[৩]।

৮। ব্রিটিশ্ ব্রহ্মদেশ—রেঙ্গুন—ইরাবতী নদীর অভিমুখে, মার্টাবান, মুল্‌মেন, মাণ্ডাই, মালক্কা ও সিঙ্গাপুর[৪]।

৯। স্বাধীন ব্রহ্মদেশ[৫] মাণ্ডেলী, আভা[৬] ও আমারাপুরা।

১০। সায়েম্—ব্যাঙ্কক্—মিনামের উপরিভাগে।

১১। ক্যাম্বোডিয়া—সাইগন্।

১২। লেয়শ্—ল্যাংচ্যাং—মিকিয়াং নদীর অভিমুখে।

১৩। আনাম্—হিউ—হিউ নদীর উপরিভাগে; কেশো।

১৪। চীন—পিকিন্—পিহোর উপরিভাগে; ন্যান্‌কিন্, শ্যাঙ্ঘে, নিঙ্‌পো, অ্যামর, ক্যাণ্টন্; এবং তিব্বতে—লাসা।

১৫। স্বাধীন টর্কিস্থান[৭]—বোখারা—কোহাকের নিকটবর্ত্তী; ক্ষীভা, ক্যাশগার্, ইয়ারকাণ্ড এবং খোটান।

১৬। এসিয়াটিক্ রুষিয়া—টোবলস্ক—ইর্কটস্কের উপরিভাগে

১। সুরাট—এই স্থানে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন।

২। বোম্বাই—বাণিজ্য এবং জাহাজ-নির্ম্মাণের প্রধান স্থান।

৩। মান্দ্রাজ—বাণিজ্যের প্রধান স্থান।

৪। সিঙ্গাপুর—আর্কিপিলেগোতে, ইংরাজদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৫। স্বাধীন ব্রহ্মদেশ—১৮৮৫ অব্দের যুদ্ধে ব্রহ্মরাজ থিব ইংরাজদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করাতে ইহা ইংরাজদিগের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে, তজ্জন্য ইহা আর স্বাধীন ব্রহ্মদেশ নামে অভিহিত হইবে না।

৬। আভা—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহা প্রায় ধ্বংশ হইয়াছিল।

৭। টার্কিস্থান—ইহাকে মাওয়ারান্ নগরও বলিয়া থাকে। ক্যাশগার্, ইয়ারকাণ্ড এবং খোটান আটালিক গাজীর অধিকারভুক্ত।

স্থিত ; সামার্‌কাণ্ড, খোকাণ্ড, বোটুম্‌কার্শ, আর্দাহান (শেষোক্ত তিনটি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কদিগের নিকট হইতে জয় করা হইয়াছিল)।

১৭। জাপান—নিফন দ্বীপে—জেডো,[১] জোকাহ্যাম।

১৮। ফিলিফাইন্ দ্বীপপুঞ্জ—লুজন দ্বীপে—ম্যানিলা[২]।

১৯। জাভা—ব্যাটেভিয়া।

২০। সুমাত্রা—আচিন।

এসিয়াতে ব্রিটিশ অধিকার।

১। ভারতবর্ষের অধিকাংশ।

২। ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ।

৩। পিনাঙ্, মালক্কা, সিঙ্গাপুর।

৪। লঙ্কা, আণ্ডামান এবং নিকোবর দ্বীপত্রয়।

৫। বোর্ণিয়োর উত্তর-পূর্ব্বে—লেবুয়ান্ দ্বীপ।

৬। আরবে—এডেন্ এবং লোহিত সাগরে—পেরিম দ্বীপ।

৭। চীনের তীরোপরি—হংকঙ্ দ্বীপ।

৮। লিভ্যাণ্টে—সাইপ্রস্ দ্বীপ।

ফরাসী অধিকার।

ভারতবর্ষে—সাইগন্ বা দক্ষিণ ক্যাম্বোডিয়া, পণ্ডিচারি, মাহী এবং চন্দ্রনগর।

১। জেডো—এসিয়ার মধ্যে প্রধান নগর, লোকসংখ্যা ২০,৫০,০০০ কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

২। ম্যানিলা—তামাক এবং চুরটের জন্য প্রসিদ্ধ।

ডচ্ অধিকার।

সুমাত্রার দক্ষিণাংশ, জাভার অধিকাংশ, সেলিবিশ্ এবং মালক্কা বা স্পাইশ্ দ্বীপপুঞ্জ।

স্পেনীয় অধিকার।

ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জ।

পর্ত্তুগীশ্ অধিকার।

ভারতবর্ষে—গোয়া এবং পনজীম।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ।

সীমা—উত্তর সীমা—হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা—ভারত মহাসাগর, পূর্ব্ব সীমা—বঙ্গ সাগর ও ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিম সীমা—সোলেমান পর্ব্বত, বেলুচিস্থান ও আরব সাগর।

ভারতবর্ষ উত্তর ও দক্ষিণে ৪৫০ ক্রোশ দীর্ঘ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রায় ৪৫০ ক্রোশ। ইহার পরিমাণ-ফল প্রায় ৭,০২,১০২½ বর্গ ক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা ২৫,৫০,৭৩,৭৫৩।

ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ, ইহার উত্তরে অত্যুচ্চ হিমাচল পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে। মধ্যে বিন্ধ্যগিরি ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। দক্ষিণে দুই ঘাটগিরি জয়কুঞ্জরের ন্যায় দুই উপকূলে বিস্তৃত আছে। পশ্চিমে মুলতান হইতে তাতার

পর্য্যন্ত এবং শতদ্রু হইতে কচ্ছ পর্য্যন্ত দুইটি মৌলমালা শোভা পাইতেছে। দিল্লীপ্রদেশে রুদ্রপুর ও আলমোরার মধ্যে দশ ক্রোশ বিস্তীর্ণ এক মরুভূমি আছে। সিন্ধুপ্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় এক মরুভূমি আছে। সচরাচর নদীর মোহানা ও তটের নিকটবর্ত্তী ভূমি, কৃষিকার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক। ভারতবর্ষের কোন স্থানে অতি উচ্চ শৈলশ্রেণী, কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও নদী, কোথাও ফলভরে অবনত পুষ্পমালা-বিশোভিত, তরুলতাদি দেখিয়া অন্তঃকরণ অপরিসীম আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে থাকে।

ভারতবর্ষের সাগর ও উপসাগর।

সাগর—বঙ্গ সাগর এবং আরব সাগর; ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে।

উপসাগর—ফল্‌স্, মান্নার, ক্যাম্বে ও কচ্ছ যথাক্রমে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্থিত।

উপকূল।

১। পূর্ব্ব উপকূল বা করমণ্ডল উপকূল। } কৃষ্ণা নদীর মুখ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত।

২। পশ্চিম উপকূল বা ম্যালেবার উপকূল। } বোম্বাই হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত।

দ্বীপ।

১। বুট্ দ্বীপ—গুজরাটের উত্তর।

২। পারিম দ্বীপ—নর্ম্মদা নদীর মোহানার বিপরীত দিকে।

৩। সেভারনদুর্গ
৪। সিন্ধিদুর্গ —গোয়ার উত্তর ও দক্ষিণ।

৫। লঙ্কা দ্বীপ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ।

৬। পাইজন—ভিজিগাপটমের নিকটবর্ত্তী।

৭। সাবজেপুর সাগর, হাতিয়া, মনকুর, সন্দ্বীপ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। —মেঘনা নদীর মোহানায় স্থিত।

৮। মাস্কল, খুতব্বি এবং রেড্ ক্রাশ—চট্টগ্রাম উপকূলে।

৯। ওইস্তার, বলঙ্গ এবং প্রশান্ত দ্বীপ —আরাকান নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী।

১০। ডিউহেড্—গুজরাটের দক্ষিণ।

১১। বোম্বাই, সাল্‌সিডি, এলিফ্যাণ্টা এবং কেরিঙ্গা। —বোম্বাই উপকূলে।

১২। আঞ্জি এবং ভৃঙ্গলা দ্বীপ—ম্যালেবার ও ক্যানেড়া উপকূলে।

১৩। মান্নার—মান্নার প্রণালীতে।

১৪। রামেশ্বরম্—ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার মধ্যে স্থিত।

১৫। রামড়ী এবং চেদুবা—আরাকান উপকূলে।

১৬। মালদ্বীপ—কুমারিকা অন্তরীপের পশ্চিম।

১৭। লাক্ষাদ্বীপ—ম্যালেবার উপকূলের পশ্চিম।

১৮। নিকোবর এবং আণ্ডামান*—নিগ্রেশ্ অন্তরীপের দক্ষিণ।

১৯। শিঙ্গাপুর—মালয়ের দক্ষিণ।

---

*গুরুতর অপরাধের অপরাধিগণকে এই স্থানে দ্বীপান্তরিত করা হয়। কৃষি-কার্য্য এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ হইতেছে। ইহার দক্ষিণে পোর্ট ব্লেয়ার, এই

২০। পিন্যাং—ম্যালয়ের পশ্চিম উপকূলে।

ভারতবর্ষের পর্ব্বত।

১। হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তরে।

২। বিন্ধ্য— ” মধ্যে।

৩। সোলেমান— ” পশ্চিমে।

৪। আবাভ্যালি—সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যে।

৫। সাতপুরা—নর্ম্মদা এবং তাপ্তীর মধ্যে স্থিত।

৬। পূর্ব্বঘাট—পূর্ব্ব উপকূলে।

৭। পশ্চিম ঘাট—পশ্চিম উপকূলে।

৮। নীলগিরি—পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের মধ্যে।

ভারতবর্ষের নদী।

নদীর নাম।	যে স্থান হইতে উৎপন্ন।	যে স্থানে পতিত।
১। গঙ্গা	হিমালয়ের পাদ দেশ ও গোমুখীর উত্তর হইতে	—বঙ্গসাগরে।

গঙ্গার উপনদী সকলের মধ্যে রাম গঙ্গা, কালীনদী, ঈশানদী, গার্গা, যমুনা, গোমতী, কর্ম্মনাশা, সরযূ বা ঘর্ঘরা, শোন, গণ্ডকী, ফল্গু, বেগবতী, কৌশিকি ও মহানন্দা এই কয়েকটি প্রধান।

গঙ্গানদীর শাখা সমূহের নাম যথা—ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, গোরাই এবং কীর্ত্তিনাশা এই কয়েকটি প্রধান।

২।	যমুনা	হিমালয় হইতে	এলাহাবাদে গঙ্গার সহিত মিলিত।

নদীর নাম।	যে স্থান হইতে উৎপন্ন।	যে স্থানে পতিত।

যমুনার উপনদীর নাম যথা—চর্ম্মণ্বতী, সিন্ধু, বেতসিনী, বেত্রবতী, দশার্ণা।

৩।	ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতদেশে হিমালয় হইতে	বঙ্গসাগরে।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদীর নাম যথা—দিবং, দিহং, দেবরু, বনাস, চম্পনদী, মানস, তিস্তা, অত্রি ও নীলকুমার এই কয়েকটি প্রধান।

৪।	সাবরমতী	রাজপুতানায়	ক্যাম্বে উপসাগরে।
৫।	লুণী	পুষ্কল হ্রদ হইতে	কচ্ছ উপসাগরে।
৬।	সরস্বতী	উদয়পুরের দক্ষিণ পশ্চিম হইতে	ঐ
৭।	মাহীনদী	ম্যালেবারের নিকট	ক্যাম্বে উপসাগরে।
৮।	নর্ম্মদা	গোণ্ডায়নার চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে	ঐ
৯।	তাপ্তী বা তাপী	সাতপুর বাঝক্ষ পর্ব্বত হইতে	ঐ
১০।	শিরাবতী	সহ্য পর্ব্বত হইতে	আরব সাগরে।
১১।	তাম্রপর্ণী	কর্ণাটের দক্ষিণ	বঙ্গসাগরে।
১২।	ভীগা	শুক্তি পর্ব্বত	ঐ
১৩।	কাবেরী	সহ্য পর্ব্বত	ঐ

কাবেরীর উপনদী যথা—হিনাবতী ভবানী, তারামগীও নয়েল।

১৪।	ভিলর	পূর্ব্ব ঘাট পর্ব্বত হইতে	বঙ্গসাগরে।
১৫।	পুন্নার	মহীশূর প্রদেশ	ঐ

নদীর নাম।	যে স্থান হইতে উৎপন্ন।	যে স্থানে পতিত।
১৬। পলার	কর্ণাট হইতে	বঙ্গ সাগরে।
১৭। পেনার	মহীশূর প্রদেশ	ঐ
১৮। কৃষ্ণা বা কৃষ্ণবেণী	সহ্যপর্ব্বত	ঐ

ইহার উপনদী যথা—ভীমা, ভীমবল্লী, তুঙ্গভদ্রা, মত, অর্ণা, ঘাট পর্ব্বত ও মল পর্ব্বত।

১৯।	গোদাবরী	সহ্যপর্ব্বত হইতে	বঙ্গ সাগরে।

ইহার উপনদী যথা—ওয়েন্‌গঙ্গা, বর্দ্ধা, পেনগঙ্গা, মঞ্জিরা, পরা ও পূর্ণা।

২০।	নাগনন্দী	উড়িষ্যার পশ্চিম হইতে	বঙ্গ সাগরে।
২১।	গঞ্জাম	উড়িষ্যার পর্ব্বত হইতে	ঐ
২২।	মহানদী	চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে	ঐ
২৩।	বীরভদ্র	ব্রাহ্মণী ও সোনক নদীর যোগে	ঐ
২৪।	বৈতরণী	লোহারডাঙ্গা	ঐ
২৫।	সুবর্ণরেখা	ছোটনাগপুর	ঐ
২৬।	সিন্ধু	তিব্বতদেশ	আরব সাগরে।

ইহার উপনদী, যথা—কাবুল, লণ্ডে, কুলার, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। চিল্কাহ্রদ—উড়িষ্যার দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

২। পালিকটহ্রদ—মান্দ্রাজের উত্তর।

৩। র‍্যাণ হ্রদ—কচ্ছদেশে।

৪। সম্বরবিব্যণ্য, ওশির } —রাজপুতানায়।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। কুমারিকা—ভারতবর্ষের দক্ষিণে।
২। কলিমার—কাবেরী নদীর মোহানায়।
৩। ডল্‌ফিন্—ভিজিগাপটমে।
৪। পালমিরা—বীরভদ্র নদীর মোহানায়।
৫। নিগ্রেশ্—পিণ্ডর দক্ষিণে।
৬। মারম্যোম—গোয়ার নিকটা
৭। রামাস্—গোয়ার দক্ষিণ।
৮। মণ্টডিলি—ক্যানেডার দক্ষিণ।
৯। ডিউহেড্—কাথিয়ারের দক্ষিণ।
১০। মন্‌জ্—সিন্ধুদেশে।

ভারতবর্ষের রাজ্যবিভাগ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ হইতে ৪৫০ ক্রোশ উত্তরে বিন্ধ্যনামে এক পর্ব্বত আছে; তদ্দ্বারা ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তরের ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণের ভাগকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ কহে। আর্য্যাবর্ত্ত চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—হিমালয়-প্রদেশ, মধ্যদেশ, প্রাচ্যদেশ ও উদীচ্যদেশ।

হিমালয়প্রদেশ।

রাজ্য।	প্রধান নগর।
১। ভূটান বা ভোটরাজ্য	—তাসিসূদন
২। নেপাল	—কাষ্ঠমণ্ডপ।
৩। কমায়ুন্	—আলমরা ও কেদারনাথ।

রাজ্য।	প্রধান নগর।
৪। গড়োয়াল্—	শিমলা।
৫। সর্ম্মুর—	সর্ম্মুর।
৬। সিকিম—	সিকিম।
৭। কাশ্মীর—	শ্রীনগর।

এই সাতটি হিমালয় পর্ব্বতের গর্ভস্থ বলিয়া ইহাদিগকে হিমালয়প্রদেশ কহে।

মধ্যদেশ।

১। দোয়াব—দিল্লী, মিরাট, আগরা ও এলাহবাদ।

২। অযোধ্যা—লক্ষ্ণৌ।

৩। রাজপুতানা—জয়পুর, যোধপুর, কোটা, বুন্দি, আলবর, বিকেনিয়ার, জশলমিয়ার বান্দপাড়া, প্রতাপগড়, ডুঙ্গরপুর, করৌলী, সিরোহী, উদয়পুর ও কুশগড়।

৪। মালব উজ্জায়নী— ইন্দোর

৫। আজমীর—আজমীর।

৬। বুন্দেলখণ্ড— বান্দা, কলিঞ্জর ও ঝান্সি।

রাজ্য।	প্রধান নগর।
৭। রেওয়া—	রেওয়া।

এই সাতটি হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ইহাদিগকে মধ্যদেশ কহে।

প্রাচ্যদেশ।

১। বেহার— বেহার, গয়া ও পাটনা

২। বাঙ্গালা— কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা।

৩। আসাম— গোয়ালপাড়া।

উদীচ্যদেশ।

১। পঞ্জাব— লাহোর, অমৃতসর এবং মুলতান।

২। সিন্ধু—হাইদ্রাবাদ, তাতা এবং করাচি।

৩। কচ্ছ — ভূজ।

৪। গুজরাট—বরোদা, সুরাট, আহম্মদাবাদ, দ্বারকা।

দাক্ষিণাত্য।

দাক্ষিণাত্য চারি ভাগে বিভক্ত যথা—নর্ম্মদাপ্রদেশ, গোদাবরী প্রদেশ, কৃষ্ণাপ্রদেশ এবং কাবেরীপ্রদেশ।

নর্ম্মদাপ্রদেশ।

রাজ্য।	প্রধান নগর।
১। খান্দেশ—	বুরহানপুর ও ধুলিয়া।
২। গণ্ডোয়ানা—	সম্বলপুর ও দেবঘর।
৩। উড়িষ্যা—	কটক, পুরী ও বালেশ্বর।
৪। বিদার—	নাগপুর ও ইলিচপুর।

এই চারিটি নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া ইহাদিগকে নর্ম্মদা-প্রদেশ কহে।

গোদাবরীপ্রদেশ।

১। আরাঙ্গাবাদ—	আরাঙ্গাবাদ, আহম্মদনগর ও নাসিক।
২। কোকান—	বোম্বাই ও রত্নগিরি।
৩। বিদর—	বিদর ও দৌলতাবাদ।
৪। হায়দ্রাবাদ—	হায়দ্রাবাদ।
৫। উত্তর সরকার—	ভিজাগা,

রাজ্য।	প্রধান নগর।
	পটম্, মস্‌লিপটম ও গণ্ডুর।

এই পাঁচটী গোদাবরী নদীর সন্নিকট বলিয়া ইহাদিগকে গোদাবরী প্রদেশ বলে।

কৃষ্ণাপ্রদেশ।

১। বিজাপুর—	বিজাপুর, পুনা ও সিতারা।
২। বালাঘাট—	বল্লারী ও কডপ।
৩। উত্তর কর্ণাট—	মান্দ্রাজ, আকার্ড, পণ্ডিচেরি, বিলোরু ও চিঙ্গলপটম্।

এইগুলি কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহাদিগকে কৃষ্ণা-প্রদেশ কহে।

কাবেরীপ্রদেশ।

১। মহীশূর—	সেরিঙ্গাপটম্, বাঙ্গালোর ও বিজনোর।
২। কাসাডা—	ম্যাঙ্গালোর ও কর্ণূল।

রাজ্য।	প্রধান নগর।
৩। কূর্গ	—মরকরা।
৪। ম্যালেবার	—ক্যালিকাট, মাহী ও তেল্লীচারি।
৫। দ্রাবিড়	—তাঞ্জোর ও দেবীপটম্।
৬। কোচিন	—কাঞ্চী।
৭। ত্রিবাঙ্কুর	—ত্রিবিণ্ড্রম।
৮। দক্ষিণ কর্ণাট	—ম্যাঙ্গুরা, ত্রাঙ্কুইবার ও ত্রিঞ্চিনপলী।

এইগুলি কাবেরী নদীর দক্ষিণ ও উত্তর তীরবর্ত্তী বলিয়া এই জন্য ইহাদিগকে কাবেরী প্রদেশ বলে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যবিভাগ।

১। ব্রহ্মাবর্ত্ত—দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী ও দৃষদ্বতী (কাগার) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ৫০ ক্রোশ বিস্তৃত ভূভাগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে।

২। ব্রহ্মর্ষি—ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণে যমুনানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। থানেশ্বর, জয়পুর, জয়পুরের পূর্ব্বভাগ ও মথুরা এই রাজ্যগুলি ব্রহ্মর্ষির অন্তর্গত।

৩। কাশ্মীর—কাশীরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখনও বর্ত্তমান আছে।

৪। কোশলরাজ্য বা অযোধ্যা*।—এই নগর সরযূনদীর তীরে অবস্থিত, সূর্য্যবংশীয়দিগের রাজধানী ছিল।

---

* "অযোধ্যা—এক্ষণে ঔধ বলিয়া খ্যাত। এই পুরী দিল্লী নগরী হইতে প্রায় ১৮০ ক্রোশ অন্তর পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সে অযোধ্যা এক্ষণে আর নাই, উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার চিহ্ন অদ্যাপিও লক্ষিত হয়।

৫। ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী—এই রাজ্য দিল্লীর নিকটবর্ত্তী, যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল।

৬। পঞ্জাব—শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা এই পঞ্চ নদীর মধ্যস্থিত বলিয়া ইহাকে পঞ্জাব বলে। মদ্র, কেকয়, সৌবির ও শিবি এই রাজ্যচতুষ্টয় শতদ্রু ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং সিন্ধুনদীর পশ্চিমে গান্ধার রাজ্য ছিল।

৭। মিথিলা—ত্রিহুত, জনক রাজার রাজধানী ছিল।

৮। কান্যকুব্জ*—কনোজ। পূর্ব্বে নেপাল হইতে চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৯। বারাণসী—কাশী। সূর্য্যবংশীয় কাশীরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত।

১০। মগধ বা বেহার—পূর্ব্বে জরাসিন্ধু রাজার রাজ্য ছিল।

১১। অঙ্গদেশ—ভাগলপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান লইয়া পরিগণিত

১২। বঙ্গদেশ—বাঙ্গালার দক্ষিণ ভাগকে বঙ্গদেশ কহে। যযাতির পুত্র অনুর বংশীয় 'বঙ্গ'নামে রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত।

সরযূনদীতীরে অযোধ্যা যে স্থানে ছিল, সে স্থান এখন জঙ্গলাবস্থায় রহিযাছে, তথায জীর্ণ গৃহের ভগ্ন ইষ্টক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পুরাতন অযোধ্যার অনতিদূরে পশ্চিম দিকে এক্ষণে হনূমানগড় নামে এক গ্রাম আছে, তন্মধ্যে হনূমানের এক মন্দির, ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক বৈরাগীর বাস। তথায বৈরাগীদিগের আরো ৩টি আশ্রম আছে।"

* কান্যকুব্জ—বায়ু এই স্থানে কুশনাভের কন্যাদিগকে কুব্জা করিয়াছিলেন, এই স্থান তদবধি কান্যকুব্জ নামে খ্যাত হইয়া আছে।

১৩। সুহ্মদেশ—ত্রিপুরা ও আরকান এই উভয় দেশকে সুহ্ম-দেশ কহে।

১৪। পুণ্ড্রদেশ—রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, বীরভূম, মুর্শিদা-বাদ, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানকে পুণ্ড্রদেশ কহে।

১৫। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—আসামের কিয়দংশ ও কামরূপ লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

১৬। সিন্ধুরাজ্য—সিন্ধুনদীর নিকটবর্ত্তী স্থান।

১৭। কুশস্থলী—(দ্বারকা) সূর্য্যবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত।

১৮। গুর্জ্জর—(গুজরাটদেশ) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত; কনকসেন এই রাজ্যের রাজা ছিলেন।

১৯। উৎকল—(উড়িষ্যা) চন্দ্রবংশীয় 'উৎকল' নামক রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গ সাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২০। কলিঙ্গ—দ্রাবিড় ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী। ইহার রাজধানী ওয়ারঙ্গল।

২১। অন্ধ্রদেশ—হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী ছিল।

২২। মালবদেশ বা অবন্তীনগর—(উজ্জয়িনী) এই রাজ্য বিক্র-মাদিত্যের রাজধানী ছিল।

২৩। পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য—উভয়ই দ্রাবিড়ের অন্তর্গত; পাণ্ড্যের রাজধানী মথুরা, চোল রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চীপুর (কনজিবোরম)। এই রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইয়া 'তাঞ্জৌর' নামে অভিহিত হইয়াছে।

২৪। চেররাজ্য—আরব সাগরের উপকূলে, পাণ্ড্যরাজ্যের পশ্চিম।

২৫। গণ্ডোয়ানা—উড়িষ্যার পশ্চিম ও বিদর্ভের উত্তর-পূর্ব্ব।

২৬। কর্ণাট—বেলালবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

২৭। মূষিক—পাণ্ড্য ও চেররাজ্যের দক্ষিণ হইতে প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

২৮। কেরল—কানাডা ও মলবারকে কেরল রাজ্য কহে।

১৫৮২অব্দে ভুবন-বিখ্যাত আকবর সম্রাট্ ভারতকে একাদশ সুবায় বিভক্ত করেন। যথা—লালোর, মুলতান, আজমীর, দিল্লী, আগরা, এলাহাবাদ, আউদ, বেহার, বাঙ্গালা, মালব ও গুজরাট, সিন্ধুনদীর পশ্চিম ভাগে কাবুল, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগর।

ভারতবর্ষের ভূমি-বিবরণ।

ভারতবর্ষের মৃত্তিকা সকল স্থানে সমান উর্ব্বরা নহে। সচরাচর নদীর তীরবর্ত্তী ভূমিই কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য স্থানের ভূমি যদিও অতি কঠিন, কিন্তু জলপ্লাবিত হইলে সেই সকল ভূভাগ বিশেষ উর্ব্বরা হইয়া উঠে; গঙ্গাতটের ও মোহানার ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা, বাঙ্গালার ভূমি কৃষিকর্ম্মের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, পঞ্জাবের ভূমি বঙ্গদেশের ন্যায়। সিন্ধু ও গুজরাটের ভূমি বালুকাময়, মালবদেশের ভূমি সতেজ ও কৃষ্ণবর্ণ। উড়িষ্যা ও গণ্ডোয়ানার ভূমি অনুর্ব্বরা। মালব ও করমণ্ডল উপকূলের ভূমি বালুকাময়, এ স্থানদ্বয়ে শস্যাদি ভাল জন্মে না।

ভারতবর্ষের জলবায়ু।

ভারতবর্ষ অত্যন্ত বৃহৎ দেশ, ইহার জল বায়ু সর্ব্বত্র সমান নহে। এই দেশ অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান। এই দেশের কোন কোন স্থান তিন মাস ক্রমাগত রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইতে থাকে। শীতকালে ভূমি অত্যন্ত নীরস ও শুষ্ক হয়; বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাই প্রধান ঋতু, কাশ্মীর আদি হিমালয়স্থিত প্রদেশে ষড় ঋতু বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে গ্রীষ্ম অধিক অনুভূত হয় না। এই সকল স্থানে শীত ঋতুতে এত অধিক পরিমাণে নীহার পতিত হয় যে, সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে সূর্য্যদেবকে প্রত্যক্ষ কতির পারা যায়। কর্ণাট এবং উত্তর সরকারের ভূমি নিম্নতল, তথাকায় বায়ু অতিশয় উষ্ণ। এই স্থানে অতিশয় গ্রীষ্ম, এইরূপ গ্রীষ্ম আর কুত্রাপি অনুভূত হয় না। মালবদেশের বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। দিল্লীপ্রদেশ গ্রীষ্ম ঋতুতে যে প্রকার উষ্ণ হয়, শীত ঋতুতে সেই প্রকার শীত অনুভূত হয়। অধিকন্তু ভারতবর্ষে যে বায়ু এইরূপ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাকে মন্‌সুন কহে। ছয় মাস ঐ বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে অপর ছয় মাস উত্তর-পূর্ব্ব হইতে ম্যালেবার উপকূলে চৈত্র মাসের শেষ হইতে আশ্বিনের প্রথম পর্য্যন্ত দক্ষিণ মন্‌সুন্, আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত উত্তর মন্‌সুন্ প্রবাহিত হয়। এইরূপ পশ্চিম উপকূলে ও সিন্ধু-নদীর মোহানায় মন্‌সুন্ বায়ুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে যখন মন্‌সুন্ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন প্রায় ঘূর্ণিতবায়ু বহিতে আরম্ভ হয়। তজ্জন্য ইহাতেই কখন কখন ঝড়ের উৎপত্তি হয়।

ভারতবর্ষের খনিজ দ্রব্য।

ভারতবর্ষের আকরে নানাবিধ খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোলকুণ্ডা, সম্বলপুর, বুন্দেলখণ্ড ও কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী কানুর প্রভৃতি স্থানে হীরকের আকর আছে। কুমায়ুন ও মহীশূরে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। ম্যালেবারের কোন কোন নদীর জলে ও আসামপ্রদেশের সীদাং, কাকুই, সোমদরী, ভৈরবী ও জাজ্ প্রভৃতি নদীর বালিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। সোন্, মহানদী ও গোমতী নদীতে সামান্য পরিমাণে কাঞ্চন পাওয়া গিয়া থাকে। কর্ণাট ও কুমায়ুনে লৌহ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন টীন, তামা ও সীসার খনি অনেক আছে। চুনারের নিকট বহুবিধ মার্ব্বল প্রস্তর পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত ও পদ্মরাগ প্রভৃতি নানাবিধ মণি ও অভ্র নানা স্থানে পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ, রাজমহল, প্যালামৌ, রাজমর, কটক ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত চিরাপুঞ্জী স্থানে পাথুরিয়া কয়লা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পঞ্জাবে কর্কচ লবণ পাওয়া যায়, রাজপুতানা, সম্বলপুর ও সুন্দরবনে লবণ পাওয়া যায়; সোরাও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। লঙ্কাদ্বীপের নিকট সমুদ্রভাগে বড় বড় মুক্তা জন্মে।

ভারতবর্ষের কৃষিজ দ্রব্য।

ভারতবর্ষের ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা, যদি অত্রত্য কৃষকেরা বিশেষরূপে সুশিক্ষিত হইত তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত ফলভাগী হইতে পারিত। তাহারা যাহা কিছু জানে, তাহাতেই যাহা

উৎপন্ন হয়। যদি ইহারা বিশেষরূপে অবগত থাকিত, তাহা হইলে এক্ষণকার অপেক্ষা চতুর্গুণ লাভ করিতে পারিত।

এক্ষণে ভারতবর্ষে নানাবিধ শস্য জন্মে, তন্মধ্যে তণ্ডুল, যব ও গোধুম ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান খাদ্য। ঐ সকল দ্রব্য এত অধিক জন্মে যে, তাহা বিদেশে নীত হইলেও অধিবাসী গণের যথেষ্ট থাকে, তাহাতে তাহাদিগের কোন কষ্ট হয় না। এই জন্যই কৃষকেরা ঐ তিন দ্রব্যের চাষে অধিক যত্ন করে। ভুট্টা ও চানা প্রভৃতি শস্যও জন্মে। বাঙ্গালায় অপরিমিত নীল জন্মিয়া থাকে, মালব, বারাণসী ও বেহারে অহিফেন জন্মে; দোয়াব ও গাঙ্গ প্রদেশে তুলার চাষ হইয়া থাকে। সন, পাট, ধঞ্চাও অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে নীলচিনি, আফিং ও তুলা অন্য দেশে নীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তিন চারি জাতীয় আলু, সালসা পারিলা, মরিচ, লঙ্কা, হরিদ্রা, এলাচ, ধন্যা ও মৌরী প্রভৃতি নানাবিধ মসলা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন আম, জাম, কাঁঠাল, দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা, পেয়ারা, কদলী, তাল, তেঁতুল, খর্জ্জুর, নারিকেল, লেবু ও কলম্বালেবু প্রভৃতি সুস্বাদু ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লাউ, কুমড়া, শসা, মূলক ইত্যাদি নানাবিধ তরকারী যথেষ্ট জন্মে। কফি, গাজর, সালগম প্রভৃতি সুখাদ্য দ্রব্যও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। নানাবিধ সুন্দর ও সুগন্ধী দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ভারতবর্ষের অরণ্য মধ্যে শাল, সেগুন, আবলুস্, দেবদারু ও চন্দন কাষ্ঠ যথেষ্ট জন্মে। অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষও জন্মে। নর্ম্মদা নদীকূলে এরূপ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে যে, উহার তিন সহস্র পর্য্যন্ত শাখা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের অরণ্য জন্তু।

রাজপুতানায় ও গুজরাটে সিংহ পাওয়া যায়। সুন্দরবন ও রাজমহলের জঙ্গলে অনেক ব্যাঘ্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ও পূর্ব্ব দক্ষিণে অসংখ্য হস্তি পাওয়া যায়, বাঙ্গালার জঙ্গলে গণ্ডার পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উষ্ট্র পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন দ্বিপী, ভল্লুক, বন্যগর্দ্দভ, বন্যবরাহ নানা জাতীয় হরিণ, চমরী গো, শৃগাল, উল্কামুখী, শশক, সজারু ও নানা জাতীয় বানর যথেষ্ট জন্মে। গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, বরাহ, শুনক, মার্জ্জার প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু পাওয়া যায়। গৃধ্র, চিল, শ্যেন, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি স্থলচর পক্ষী, হংস, সারস, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষী, শুক, শারিকা, কোকিল, শ্যামা, পাপেয়া, ময়না, ভীমরাজ, ময়ুর প্রভৃতি বহুবিধ সুন্দর ও সুরব পক্ষী পাওয়া যায়। নানা জাতীয় বিষাক্ত সর্প, ভেক ও পতঙ্গ বিস্তর আছে। পিথান-নামক এক প্রকার সর্প সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা দৈর্ঘে ৩০ ত্রিশ ফীট্ বা ২০ কুড়ি হাত। প্রতিবৎসর সর্পাঘাতে প্রায় ১৯,০০০ কি ২০,০০০ সহস্র লোক মরিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের শিল্প।

ভারতবর্ষীয়েরা শিল্পকার্য্যে সমধিক নৈপুন্য প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদিগের নির্ম্মিত কাশ্মীরদেশীয় শাল, ঢাকাই মস্‌লিন্ সমধিক আদরণীয় ও বহুমূল্যবান। হস্তিদন্ত ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুর গঠনে কেহ পারসীক ও হিন্দুদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। কুমায়ুনপ্রদেশে লৌহের উত্তম উত্তম গঠন হয়। ছুরি, কাঁচি, বন্দুক, কাষ্ঠের নানাবিধ জিনিষ, রজ্জু,

ক্যাম্বিশ্, চর্ম্মের দ্রব্য, পিত্তল কাঁসার গঠন ও নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জাত তৈল ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ভারতবাসীরা গৃহাদি নির্ম্মাণেও অত্যন্ত পটু; তাহাদিগের নির্ম্মিত জুমলা মস্‌জিদ্ তাজমহল, রাজপুতানায় উজ্জ্বল মন্দির ও শ্রীক্ষেত্রের কনারকের মন্দির, অধুনাতন সোন নদেরও জমুনা নদীর পুল, কলিকাতায় গঙ্গার সেতু ও দুর্গ, এবং কটকে জগন্নাথদেবের মন্দির তাহাদিগের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য।

ভারতবর্ষ হইতে নীল, চিনি, তামাক, পাট, লাক্ষা, তণ্ডুল, গম, ওট, কাফি, সোরা, রেশম, পশম, হস্তিদন্ত, ঔষধ, দারুচিনি মরিচ প্রভৃতি অন্যান্য মসলা, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য (আতর, গোলাপ, ফুলের তৈল ইত্যাদি) ঢাকাই মলমল, হীরকাদি নানা প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, এরণ্ড তৈল, কড়ি ও মুক্তা প্রভৃতি ফ্রান্স ব্রীটন দ্বীপ এবং ইউরোপের অন্যান্য অনেক স্থানে নীত হয়। আমেরিকা খণ্ডে চট, থলে, লাক্ষা, সূঁট, তিসি, কড়ি এবং অল্প পরিমাণে নীল গিয়া থাকে। আফিং সিঙ্গাপুর এবং চীন দেশে নীত হয়।

ব্রীটন হইতে মদ্য, কাঁচের বাসন, চীনের বাসন, সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ, ছুরি, কাঁচি ও আল্‌পিন্ প্রভৃতি লৌহের জিনিশ, অডিকলম, পমেটম্ প্রভৃতি সুবাসিত দ্রব্য, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল্, নানা প্রকার কল, পশমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং সূতা, তূলা, ও থানকাপড়। আমেরিকা হইতে চা, বাক্‌স আইসে এবং উত্তম উত্তম ঘোটক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আমদানি হয়।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্য।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য বহুদূর বিস্তৃত। বৈদেশিক বণিকেরা এই স্থান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। ইহারা কোন দূরদেশে যায় না। অধিকাংশ দ্রব্য ব্রীটন দ্বীপে লইয়া যায়। আমেরিকা, চীন, আরব, আফ্রিকা এবং নিকটবর্ত্তী দ্বীপের বণিকেরা আসিয়া লইয়া যায়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে দৈনিক সাপ্তাহিক, হাটবাজার এবং সাময়িক মেলা হইয়া থাকে। হরিদ্বারে বাৎসরিক মেলা, ঢাকার নলাকি হাট ও উড়িষ্যার মেলা সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের লৌহবর্ত্ম।

ভারতবর্ষে অনেক রেলওয়ে হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রায় ৫,০০০ সহস্র ক্রোশ রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়া তদুপরি গাড়ি চলিতেছে। অতিরিক্ত ১,৫০০ এক সহস্র পাঁচশত ক্রোশ রেলওয়ে এক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে টানা পর্য্যন্ত প্রথমে রেলওয়ে খোলা হয়। পূর্ব্ব-ভারত রেলওয়ে—হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত, ইহার শাখা এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ৭৫২ ক্রোশ বিস্তৃত, ইহাই প্রধান লাইন। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্ সুলা রেলওয়ে—বোম্বাই হইতে জব্বলপুর, নাগপুর এবং রাইচোর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইয়াছে তাহা ৬৩৯ ক্রোশ বিস্তৃত। মান্দ্রাজ রেলওয়ে, সিন্ধু, পঞ্জাব এবং দিল্লা রেলওয়ে, পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওরে, উত্তর-বাঙ্গালা রেলওয়ে, মাত্লা রেলওয়ে, ত্রিহুট রেলওয়ে, অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে, উত্তর-পঞ্জাব রেলওয়ে, পাঞ্জাব রেলওয়ে এইগুলি বহু

দিন হইল খোলা হইয়াছে। তারকেশ্বর রেলওয়ে, ডায়মণ্ড হারবার রেলওয়ে, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে, বাঙ্গালা-নাগপুর রেলওয়ে এইগুলি সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। রেলওয়ে প্রস্তুত করণে সর্ব্বশুদ্ধ ২,৩৫,০০,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ। ভারতবর্ষে ২০,০০০ সহস্র তাড়িত-বার্ত্তাবহের লাইন আছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসী।

ভারতবর্ষে নানা জাতীয় লোকের অধিবাসস্থান। তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি, ভাষা, আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এ স্থানের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান। মুসলমান অধিবাসীর অপেক্ষা হিন্দু-অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অনেক জাতি বাণিজ্যার্থ এ স্থানে আসিয়া বসবাস করিতেছে। যে সকল হিন্দু মুসলমান ভিন্ন জঙ্গলা জাতি বাস করে, তাহারা কোন প্রকারে ইহাদের দলভুক্ত নহে। ইহাদিগের কোন কোন দল অত্যন্ত অসভ্য ও উগ্রস্বভাব। কোন কোন দল নম্রপ্রকৃতি, এই সমুদায়ের বিবরণ নিম্নে বিশেষ রূপে লিখিত হইল।

১। মহারাষ্ট্রীয়—দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে ইহাদিগের বাস। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠ, সাহসী, কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রমী কিন্তু সুশ্রী নহে। ১৬৬৫ অব্দে শিবজী কর্ত্তৃক ইহাদিগের রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে সিতারার, সিন্ধিয়ার এবং কোলহপুরের রাজা মহারাষ্ট্রীয়।

২। রাজপুত বা রাজপুত্র—ইহারা প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে। ইহারা দেখিতে সুশ্রী, সাহসী ও বলবান্ কিন্তু নষ্টপ্রকৃতি, যুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ।

৩। রোহিলা—রোহিলখণ্ডের অধিবাসীকে রোহিলা কহে। ইহারা উন্নত শরীর, সুশ্রী, কার্য্যদক্ষ কিন্তু প্রবঞ্চক ও যথেচ্ছাচারী। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী।

৪। শীক—পঞ্জাব ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীদিগকে শীক কহে। ইহারা দীর্ঘাকৃতি, সাহসী, সবলকায় এবং যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ, ইংরাজরাজের শীক সৈন্যের সংখ্যাই অধিক। ইহাদিগের ধর্ম্মকে নানক পন্থী-ধর্ম্ম বলে।

৫। বণিক বা বেণিয়া—গুজরাটের কতকগুলি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যবসায়ী লোকদিগকে বেণিয়া বলে। ইহারা শান্ত স্বভাব, সুশ্রী, আতিথেয়, অমিতব্যয়ী ও কষ্ট সহ। ইহারা বাণিজ্য করিয়া দিনপাত করে।

৬। ভাট বা বৈতালিক—ভাটেরা অধিকাংশ গুজরাটে বাস করে। ইহারা হিন্দুরাজাদিগের অতিশয় প্রিয়।

৭। বাঙ্গালী—বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী কহে। ইহারা শান্ত, ভীতস্বভাব, বুদ্ধিমান কিন্তু হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল—শরীর ও সাহসহীন।

৮। উড়িয়া—উড়িষ্যার অধিবাসীদিগকে উড়িয়া কহে। ইহারা দুর্ব্বল শরীর, হীন সাহস, ভয়ালু, নির্ব্বোধ ও ধূর্ত্ত কিন্তু শান্তস্বভাব ও পরিশ্রমী ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত।

৯। ভাটী—রাজপুতানা ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে এই সকল জাতী বাস করে। চৌর্য্যবৃত্তি ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়।

১০। বাধক—অযোধ্যার উত্তরস্থ অরণ্যে ও চর্ম্মন্বতী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে ইহারা বাস করে, তস্করতা ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়।

১১। পারসীক—যবনরাজাদিগের অত্যাচারের ভয়ে কতকগুলি লোক পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া গুজরাট ও বোম্বাই নগরে আসিয়া বাস করে ইহারা সুশ্রী, পরাক্রমশালী, বীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্যমশীলতায় কাহারও পশ্চাৎবর্ত্তী নহে। ইহারা অগ্নির উপাসনা করে, ইহারা আতিথেয়, পরোপকারী ও পরিমিতব্যয়ী।

১২। আর্ম্মানি—বানিজ্যই ইহাদিগের প্রধান বৃত্তি। তজ্জন্য ইহারা অতুল ধনী।

১৩। মগ—আরাকানের অধিবাসীদিগকে মগ কহে। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠ, সরলাত্মা ও অকপট হৃদয়, ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

১৪। ইহুদি—ইহারা প্রায় পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে। কোঙ্কি প্রদেশে ইহাদিগের দুইটি দল আছে; এক দল গৌরাঙ্গ অন্য দল কৃষ্ণাঙ্গ। ইহারা বোম্বাইয়ের সৈন্যদলে কার্য্য করে, ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা দেখিতে অতি সুশ্রী। ইহারা ব্যবসা ভালবাসে কোন প্রকারেই পরাধীন হইতে ইচ্ছা করে না।

১৫। জাট—ইহারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে, ইহারা খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে কদাকার, অতিশয় যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

১৬।—মুসলমান—ইহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই বাস করে। ইহারা মোগল পাঠান প্রভৃতি নানা দলে বিভক্ত। ইহারা সুশ্রী, সবলকায়, তেজীয়ান সাহসী ও সংগ্রাম নিপুণ। ইহারা পরধর্ম্মদ্বেশী।

১৭। কাশ্মীর—মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। ইহারা সুশ্রী, সবলকায় ও হৃষ্টচিত্ত, ইহাদিগের স্ত্রীলোকের রূপলাবণ্য অতিশয় বিখ্যাত।

১৮। নেপাল—নেপালে অন্যূন ৬।৭ প্রকার লোক বাস করে, তন্মধ্যে গরঙ্গ, ধেনার, গুর্খা ও নেয়ার জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ। গরঙ্গেরা পর্ব্বতের উপত্যকায় বাস করে। ধেনারেরা অধিকাংশ কৃষক ও ধীবর শ্রেণীভুক্ত, ইহারা নেপালের পশ্চিমাংশে বাস করে। প্রধান অধিবাসী গুর্খা, ইহারা বলবান, সাহসী, যুদ্ধনিপুণ, নেয়ারেরা বলিষ্ঠ, শান্তস্বভাব, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ইহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী।

১৯। সাঁওতাল—বীরভূম, মেদনীপুর, রাজমহল, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও কালীপুরের পাহাড়ে যে সমস্ত জঙ্গলা জাতি বাস করে, তাহাদিগকে সাঁওতাল কহে। ইহাঁদিগের আকৃতি, প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও ভাষা হিন্দুদিগের অপেক্ষা ভিন্ন। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, বলবান, মুখ চ্যাপ্টা, নাসিকা চাপা, ওষ্ঠ স্থূল কিঞ্চিৎ গোল, ললাট প্রশস্ত নহে।

২০। ভীল—গুজরাট ও মালবের শৈলময় প্রদেশে এবং নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় ভূভাগে ইহারা বাস করে। তীর ও ধনুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র।

২১। কুলী—সহ্য পর্ব্বতের উপত্যকায় ইহাদিগের বাস; ইহারা দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং সাহসী।

২২। খাসিয়া—শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতে খাসিয়ারা বাস করে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, অপেক্ষাকৃত লম্বাকৃতি দেখিতে নিতান্ত কদাকার নহে; কিন্তু শান্তস্বভাব, নম্রপ্রকৃতি ও পরিশ্রমী, ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য।

২৩। গারো—বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতে গারোদিগের বাস। ইহারা বলবান, সাহসী, পরিশ্রমী, ইহাদের অঙ্গ বিলক্ষণ দৃঢ়। ইহারা পশুর ন্যায় অসভ্য ও মূর্খ কিন্তু শান্তস্বভাব।

২৪। গুণ্ডো—গোণ্ড আনার অসভ্যলোকদিগকে গুণ্ডো কহে। ইহারা নিষ্ঠুর, বৈরনির্য্যাতক ও আপন উপাস্য দেবতার নিকট নরবলী দিয়া থাকে।

২৫। কুকী—চট্টগ্রামের উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতে কুকীদিগের বাস। ইহাদিগকেই ল্যাংটা কহে; ইহারা খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ, বলবান, নাক চ্যাপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্র, মুখ বিস্তৃত ও গোল। ইহারা শিকারীও যোদ্ধা।

২৬। নায়ক—উদয়পুরের জঙ্গলে নায়কদিগের বাস। ইহারা অসভ্য, মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানবিহীন।

২৭। টুডা—নীলগিরির উপত্যকার অধিবাসীদিগকে টুডা

কহে। ইহারা স্থূলকায়, দীর্ঘাকৃতি, বলবান, সাহসী। ইহাদিগের চক্ষু বৃহৎ, উজ্জ্বল ও সৎস্বভাব জ্ঞাপক। ইহাদিগের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী।

২৮। নায়র—মালবের কলীন সম্প্রদায়কে নায়র কহে।

ভারতবর্ষে যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত।

ভারতবর্ষে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তন্মধ্যে হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, জৈন, বাক্ষ, শিখ, পার্শী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মই প্রধান। পূরাকালে ঋষিগণ এক নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, পরে তাঁহার অংশ বোধে এক্ষণে নানারূপ সাকার দেব দেবীর আরাধনা প্রচলিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে যে ভাষা প্রচলিত।

সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা নহে, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, এই কয়েকটী প্রধান; তন্মধ্যে সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দূ, পঞ্জাবী, গুজরাটী, ও আসামী। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর, নির্ম্মল বাঙ্গালা ত্রিবেণী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের ভাষা অতি কদর্য্য। উড়িষ্যার ভাষা সংস্কৃত মূলক বটে কিন্তু উচ্চারণ অতি অপকৃষ্ট। কাশী অঞ্চলের ভাষা বিশুদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটি এবং মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রচলিত। যবন দিগের প্রধান ভাষা উর্দ্দূ। ইহা ভিন্ন অধুনা ইংরাজী ভাষা দিন দিন প্রচলিত হইতেছে। উহা এক্ষণে রাজ-ভাষা বলিয়া সকলেই যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিতেছে।

ভারতবর্ষের রাজ্য বিভাগ।

অধুনা ভারতবর্ষের অধিকাংশই ইংরাজ দিগের অধিকৃত হইয়াছে। এক্ষণে সমুদায় ভারতবর্ষ চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত যথা :—

১। স্বাধীন রাজ্য।
২। করদ ও মিত্ররাজ্য।
৩। বৃটিষ-রাজ্য।
৪। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতীয় অধিকৃত রাজ্য।

স্বাধীন রাজ্য।

১। নেপাল—এই রাজ্য হিমালয় প্রদেশের অন্তঃর্গত. কলিকাতা হইতে ১৮৫ ক্রোশ, প্রধান নগর কাঠমণ্ড বা কাষ্ঠ মণ্ডপ।

২। সিকিম—ভোট ও নেপালের মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালার উত্তর। প্রধান নগর টাম্‌লাঙ্‌।

৩। ভুটান—এই রাজ্য হিমালয়ের অন্তঃর্গত বাঙ্গালার উত্তর। প্রধান নগর তাসি সূদন।

করদ মিত্র রাজ্য।

১। কাশ্মীর—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত, হিমালয়ের গর্ভস্থিত। কাশ্মীরের উপত্যকার নাম জম্মু, লেবা লাডক্‌। প্রধান নগর যথা—ঝিলাম নদীর উপরি ভাগে শ্রীনগর, ইহাই কাশ্মীরের রাজধানী, ইস্কার্ডো, লিহর লাডাখ্‌।

২। কুচবেহার—জেলা রংপুর ও ভোটের মধ্যবর্ত্তী। প্রধান

নগর—বেহার, অধুনা এই রাজ্য এক জন কমিশ্যনর কর্ত্তৃক শাসিত হয়।

৩। বমেলখণ্ড—এলাহাবাদের দক্ষিণ ও বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্ব, বিন্ধ্য পর্ব্বত দ্বারা এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, প্রধান নগর—রেওয়া।

৪। বুন্দেলখণ্ড—এলাহাবাদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম, এই স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করেন।

৫। ভরতপুর—আগরার পশ্চিম, প্রধান নগর—ভরতপুর, এই স্থানের দুর্গ অতি দুরাক্রম্য, ১৮০৫ অব্দে ইংরাজেরা ইহা আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরে ১৮২৫ অব্দে লর্ড কম্বমীর নামক ইংরাজ সেনাপতি উহা অধিকার করেন।

৬। ধৌলপুর—গোয়ালিয়ারের উত্তর ও ভরতপুরের দক্ষিণ; প্রধান নগর—ধৌলপুর।

৭। ভূপাল—মালবের অন্তর্গত,ইহার পূর্ব্বদিকে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ; অবশিষ্ট তিনদিকে গোয়ালিয়ারের রাজ্য। ইহার প্রধান নগর—ভূপাল ও রায়সিন।

৮। গোয়ালিয়র বা সার্দ্দিয়া রাজ্য—ইহার উত্তরে আকবরাবাদ জেলাও ধৌলপুর, পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড, সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ। পশ্চিমে জয়পুর, কোটা উদয়পুর। দক্ষিণে হোলকার রাজ্য ও তাপ্তী নদী। ইহার রাজধানী উজ্জয়িনী, পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল।

৯। রাজপুতানা—এই রাজ্য পঞ্জাব প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ, বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর, এই রাজ্য ১২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে

বিভক্ত যথা :—বিকানির, যশল্‌মীর, যোধপুর ও চিতোর মেওয়ারস্থিত; জয়পুর, আম্বার ও রন্‌তন-ভর জয়পুরস্থিত; ভরতপুর, ও ডিগ্‌ভরতপুরস্থিত। আলয়ার ও কোটা।

১০। গুইকুয়ার বা বরদা রাজ্য—এই রাজ্য হোলকার ও সিন্ধিয়া রাজ্যের পশ্চিমে, কচ্ছ উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উদয়পুর ও শিরোহীর দক্ষিণে, আরবসাগরের তীর পর্য্যন্ত, রাজধানী—বরদা। পতন ও মসর প্রধান নগর, সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নগর এই রাজ্যের পশ্চিমে। এইস্থানে প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺সোমনাথ দেবের মন্দির আছে।

১১। কচ্ছ—বরদার পশ্চিম, এই রাজ্য একটি দ্বীপের ন্যায়; প্রধান নগর—কচ্ছ।

১২। ভাওয়ালপুর—যশল্‌মীর ও বিকেণীয়রের উত্তর-পশ্চিম ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব, রাজধানী—ভাওয়ালপুর।

১৩। পাতিয়ালা—ভাওয়ালপুরের উত্তর-পূর্ব্ব, প্রধান নগর—পাতিয়ালা; ঝিন্দ, নাভা, কাপপারথালা, চম্বা ও ভওয়াল পুর পাতিয়ালার উত্তর এবং শতদ্রু নদী ও যমুনা নদীর মধ্যে কহলুর। হণ্ডুর, শিরমোর ও বিশহর এই চরিটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে; আরও পশ্চিমে সুতেরু ও মুণ্ডীনামে আর দুইটী রাজ্য আছে; আরও পশ্চিমে হিমালয়ের গর্ভে ইরাবতী নদীর তটে কপপারথালা বা চম্বা নামে একটি রাজ্য আছে বিশহর রাজ্যের পূর্ব্বদিকে গড়ো-য়াল রাজ্য।

১৪। হোলকার রাজ্য—গোয়ালিয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম; এই

রাজ্য নর্ম্মদা নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত। বিন্ধ্যপর্ব্বত দ্বারা ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে রাজধানী ইন্দোর প্রধান নগর—ইন্দোর, মত্ত ও মণ্ডু।

১৫। হায়দরাবাদ—এই রাজ্য অতি বৃহৎ, উত্তরে তাপ্তী নদী হইতে দক্ষিণ তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে বরোদা ও গোদাবরী নদী, পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী; রাজধানী—হায়দারাবাদ, রাজার উপাধি নিজাম। প্রধান নগর হায়দরাবাদ, গোলকুণ্ডা, ওয়ারেঙ্গেল, বিদর, আরাঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদ।

১৬। মহীশূর—হায়দরাবাদের দক্ষিণ, রাজধানী—শ্রীরঙ্গপত্তম।

১৭। কাঞ্চী—এই রাজ্য ত্রিবঙ্কুরের উত্তর। রাজধানী—কাঞ্চী।

১৮। ত্রিবঙ্কুর—কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উত্তরে কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার রাজধানী—ত্রিবেণ্ড্রম।

১৯। কোলাপুর ও সাবন্তবাড়ী—এই দুই রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের হস্তগত। কোলাপুর বিজয়পুরের অন্তর্গত, সিতারার দক্ষিণ। সাবন্তবাড়ী গোয়ার উত্তর।

২০। সিন্ধিয়ার রাজ্য—গোয়ালিয়র, ভিল্‌সা ও উজ্জয়িনী।

অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের অধিকার।

ফরাসীদিগের অধিকার।

১। ফরাসডাঙ্গা—বাঙ্গালার অন্তর্গত, কলিকাতা হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ; গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

২। চন্দননগর—ফরাসডাঙ্গার উত্তর; গঙ্গাতীরস্থিত।

৩। পণ্ডিচেরি—মান্দ্রাজ হইতে ৩৮ ক্রোশ দক্ষিণে।

৪। কারিকোল—কাবেরী নদীর মোহানাস্থিত, মান্দ্রাজ হইতে ৬৭ ক্রোশ দক্ষিণে।

৫। মাহী—ম্যালেবর উপকূলে।

৬। ইয়ানন্—ম্যালেবার উপকূলের অন্তর্গত।

পর্ত্তুগীজ্‌দিগের অধিকার।

১। গোয়া—সাবন্তবাড়ীর দক্ষিণ, ক্যানেডার উত্তর।

২। পেঞ্জিম—গুজরাটস্থিত।

৩। ডিউ—পশ্চিম উপকুলে অথবা গুজরাটে।

সিলোন বা প্রণালী বন্দোবস্ত।

১। সিলোন বা প্রাচীন লঙ্কা—প্রধান নগর—কলম্বো, ত্রিঙ্কো-মালি কান্দী (প্রাচীন রাজধানী)

২। প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ দ্বীপ বা পুলুপিনাং—প্রধান নগর—জর্জটাউন্।

৩। মালক্কা—প্রধান নগর—মালক্কা।

৪। শিঙ্গাপুর—প্রধান নগর—শিঙ্গাপুর।

ইংরাজদিগের অধিকার।

স্বাধীন, করদ, মিত্ররাজ্য, রোপীয়, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের অধিকার ভিন্ন অন্যান্য সমস্তই ইংরাজদিগের অধিকৃত। এই অধিকার তিন ভাগে বিভক্ত; বাঙ্গালা, বোম্বাই

ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। সমুদায় ব্রিটিশ রাজ্য মধ্যে এক জন শাসনকর্ত্তা আছেন, তাঁহার নাম গবর্ণর জেনেরল। তাঁহার অধীনে কয়েক জন প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা আছেন, তাঁহাদিগের নাম গবর্ণমেণ্ট। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট। ইহা ভিন্ন যে সকল প্রদেশ কোন প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নহে অথচ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কমিশ্যনর দ্বারা শাসিত হয় সেই সমস্ত প্রদেশকে কমিশ্যনরি প্রদেশ কহে।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত দ্বাদশটী প্রদেশ আছে।

নাম।	বর্গ ক্রোশ।	অধিবাসীর সংখ্যা।
১। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ...	৬৯,৮৪৯	৩,১১,৭০,৬৩১
২। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ...	৬২,০৬১	১,৬৪,৫৪,৪৫৪
৩। বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে ...	৮১,৯৫১	৬,৬৬,৯১,৪৫৬
৪। পাঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে ...	২৩,৯৪৪½	১,৮৮,৫০,৪৩৭
৫। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে	৫৩,০৫২	৪,৪১,০৭,৮৬৯
৬। আউদের চিফ্ কমিশ্যনরের অধীনে		

নাম।	বর্গক্রোশ।	অধিবাসীর সংখ্যা।
৭। মধ্যস্থ প্রদেশের চিফ্ কমিশ্যনরের অধীনে ...	৪২,২২২½	৯৮,৩৮,৭৯১
৮। ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের চিফ্ কমিশ্যনরের অধীনে ...	৪৩,২২০	৩৭,৩৬,৭৭১
৯। আসামের চিফ্ কমিশ্যনয়ের অধীনে ...	২৩,১৭০½	৪৮,৮১,৪২৬
১০। বেরারের কমিশ্যনরের অধীনে	৮,৮৫৫½	২৬,৭২,৬৭৩
১১। আজমীরের কমিশ্যনরের অধীনে ...	১,৩৫৫	৪,৬০,৭২২
১২। কুর্গের কমিশ্যনরের অধীনে ...	৭৯১½	১,৭৮,৩০২
ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মোট সংখ্যা	৪,৪০,৯১২½	১৯,৯০,৪৩,৪৯২

ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত দ্বাদশটী করদ রাজ্য আছে।

	নাম।	বর্গ ক্রোশ।	অধিবাসীর সংখ্যা।
ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের শাসনাধীনে	১। রাজপুতানা ...	৬৪,৮৭৫	১,০২,৬৮,৩৯২
	২। হাইদ্রাবাদ (নিজামের রাজ্য) ...	৭৫,৮৮৫½	৯৮,৪৫,৫৯৪
	৩। মধ্যস্থ ভারতবর্ষ ও বুন্দেল খণ্ড। ...	৪৪,৫৪৯	৯২,৬১ ৯০৭
	৪। বরোদা। ...	৪,২৮৫	২১,৮৫,০০৫
	৫। মাইসোর। ...	১২,৩৬৯½	৪১,৮৬,১৮৮
	৬। মণিপুর। ...	৩,৭৯২	১,২৬,০০০

	নাম।	বর্গ ক্রোশ।	অধিবাসীর সংখ্যা।
স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে	৭। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ দেশীয় রাজ্য সমূহ	৩৬,২২৫	৬৯,৪১,২৪৯
	৮। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ দেশীয় রাজ্য সমূহ	৪,৭০৩	৩৩,৭৮,১৯৬
	৯। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহ	১৮,৯৯৪	২৮,৪৫,৪০৫
	১০। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহ	১৭,৯০৮½	৩৮,৬১,৬৮
	১১। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ দেশীয় রাজ্য সমূহ	২,৬০,৫৫৮	৫,৫৩,৫১,০৮৯
	১২। মধ্যপ্রদেশস্থ দেশীয় রাজ্য সমূহ ...	১৪,৪১৭	১৭,০৯,৭২০
	ভারতবর্ষীয় করদ রাজ্যের মোট সংখ্যা	২,৬০,৫৫৮	৫,৫৩,৫১,০৮৯

সমুদায় ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল ও অধিবাসীর বিবরণ।

১।	ব্রিটীশ ভারতবর্ষ ...	৪,৪০,৯১২½	১৯,৯০,৪৩,৪৯২
২।	ভারতবর্ষীয় করদরাজ্য ...	২,৬০,৫৫৮	৫,৫৩,৫১,০৮৯
৩।	পর্ত্তুগীজ অধিকার ...	৫৪৩	৪,০৭,৭১২
৪।	ফরাসী অধিকার ...	৮৯	২,৭১,৪৬০
	মোট সংখ্যা	৭,০২,১০২½	২৫,৫০,৭৩,৭৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাঙ্গালা প্রদেশ।

সীমা—উত্তরে—নেপাল ও ভূটানরাজ্য, পূর্ব্বে—আসাম ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে—বঙ্গসাগর এবং পশ্চিমে বেহার। পরিমাণ ফল ১,০০,৯৪৫ বর্গক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা—৬,৯৫, ৩৬,৮৬১। প্রত্যেক বর্গ মাইলে ৪০০ চারিশত অধিবাসীর বাস।

বাঙ্গালাপ্রদেশ নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে জেলা কহে, সাধারণের সুবিধার জন্য কয়েকটী জেলা লইয়া এক একটী বিভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে এক একটী কমিশ্যনর আছে। সমুদায় বাঙ্গালা প্রদেশের অধীনে ৯ নয়টী বিভাগ আছে, তাহা নিম্নে বিশেষরূপে বিবৃত হইল।

বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

বাঙ্গালা প্রদেশ		বিহার প্রদেশ	
	১। বর্দ্ধমান বিভাগ।		৬। পাটনা বিভাগ।
	২। প্রেসিডেন্সী বিভাগ।		৭। ভাগলপুর বিভাগ।
	৩। রাজসাহী বিভাগ।		৮। উড়িষ্যা বিভাগ।
	৪। ঢাকা বিভাগ।		৯। ছোটনাগপুর বিভাগ।
	৫। চট্টগ্রাম বিভাগ।		

বর্দ্ধমান বিভাগ।*

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(১) বর্দ্ধমান ...	বর্দ্ধমান ...	বর্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ, খন্দঘোষ, রাওনা, গঙ্গর, সলিমাবাদ, বুদবুদ ও আউসগ্রাম।
ঐ ...	রাণীগঞ্জ ...	রাণীগঞ্জ, আশানশোল ও কাকসা।
ঐ ...	কাঁটয়া ...	কিউগাঁও, কাঁটয়া ও মঙ্গলকোট।
ঐ ...	কাল্না, ...	কাল্না, আতুরিয়াও মণ্ডেশ্বর
(২) বাঁকুড়া ...	বাঁকুড়া, ...	বাঁকুড়া, ওন্দা, গঙ্গাজলঘাটী, খাট্‌রা, ও রাইপুর,
ঐ ...	বিষ্ণুপুর ...	বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, কোতলপুর ও ইন্দাস্।
(৩) বীরভূম† ...	সদর ...	সুরী, রাজনগর, দুবরাজপুর, বোলপুর, সকুলীপুর ও লাবপুর।
ঐ ...	রামপুরহাট ...	রামপুরহাট, মৌরেশ্বর, নলহাটী ও পল্‌সা।

* এই বিভাগের পরিমাণ ফল—৬,৯১০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৮১,৪৭,৮১২।

† বীরভূম—এই জেলা তুয়ালে ও বিছানার চাদরের জন্য প্রসিদ্ধ।

	জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(৪)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর ...	মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, সালবনী, ডেব্‌রা, গড়বেতা, কেশপুর, শবং, নারায়ণগড়, দাঁতন ও গোপীবল্লবপুর।
	ঐ	... ঘাঁটাল * ...	ঘাঁটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুর।
	ঐ	... তমলুক ...	তমলুক, মহীষাদল, সুতাহাটা, পাঁশকুড়া ও নন্দীগ্রাম।
	ঐ	... কাঁথী ...	এগ্‌রা, পটাশপুর, কাঁথী, রঘুনাথপুর, ভগবানপুরও খাজরী।
(৫)	হুগলী	... হুগলী ...	বলাগোড, পাণ্ডুয়া, ধনিয়াখালি, পোল্‌বা ও হুগলী।
	ঐ	... শ্রীরামপুর ...	হরিপাল, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর শিঙ্গুর ও চণ্ডীতলা।
	ঐ	... জাহানাবাদ ...	জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল।
(৬)	হাবড়া	... হাবড়া ...	বালী, গোলাবাড়ী, হাবড়া, শিবপুর, ডুমজোড় ও জগৎবল্লপুর।

* ঘাঁটাল—এই স্থানে আরাণ্ডী নামক গাত্রের অত্যুৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
হাবড়া ...	উলুবেড়ীয়া ...	আমতা, বাগনান, উলুবেড়ীয়া ও শ্যামপুর।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ। *

(১) ২৪ পরগণা	ডায়মণ্ডহারবার...	বাঁকীপুর, দেবীপুর, ডায়মণ্ডহারবার, কল্‌পী, মথুরাপুর।
ঐ ...	আলিপুর ...	বারীপুর, মাত্‌লা, জয়নগরা ভাঙ্গড়, টালিগঞ্জ, সোনারপুর, বিষ্ণুপুর, আচিপুর, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, টালীগঞ্জ, আলিপুর, দুর্গাপুর, ওয়াট্‌গঞ্জ, ইক্‌বালপুর, গার্ডনরিচ, কাশীপুর চিপুরৎ, উল্‌টাডাঙ্গা, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা, ইটালি, বেলিয়াপুকুর ও বরানগর।
ঐ ...	বারাকপুর ...	বারাকপুর।
ঐ ...	দমদমা ...	দমদমা।
ঐ ...	বসিরহাট ...	বাদুড়িয়া, বসিরহাট, হরওয়া ও হুগোনাবাদ।
ঐ ...	বারাসাত ...	নৈহাটী, হাবড়া, দিগঙ্গা, ও বারাসাত।

* এই বিভাগের পরিমাণ ফল—৫,১৪৯ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৫৫, ৯২,৯২০।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(২) খুলনা *	খুল্‌না বা সদর ..	খুলনা, দুমুরিয়া, বৈতাঘাটা, দেলুটী বা ঘোলদনা।
ঐ ...	সাতক্ষীরা ...	কালরোয়া; মগুরা, সাতক্ষীরা, আশাশুনি ওঝানীগঞ্জ।
ঐ ...	বাগীরহাট ...	মোল্লাহাট, বাগীরহাট, রামপাল ও মুরুলীগঞ্জ।
(৩) নদীয়া † ...	কুষ্টীয়া ...	কুষ্টীয়া, নয়াপাড়া, দৌলতপুর, ভাদুলিয়া, কুমারখালি ও ভালুকা।
ঐ ...	মেহেরপুর ...	করিমপুর, গঙ্গানি, মেহেরপুর ও তেহাট্টা।
ঐ ...	চুয়াডাঙ্গা ...	চুয়াডাঙ্গা, দমরহুদা, আলমডাঙ্গা, কালুপোল ও জীবননগর।
ঐ ...	কৃষ্ণনগর ...	কালীগঞ্জ, নকশিপাড়া, চাপরা, কৃষ্ণগঞ্জ, কৃষ্ণনগর ও হাঁসখালী।
ঐ ..	রাণাঘাট ...	শান্তিপুর, রাণাঘাট, চাকদা হরিণঘাটা।

---

*খুল্‌না—পূর্ব্বে ইহা যশোহরের মহকুমা ছিল কিন্তু ইহা এক্ষণে একটী স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে।

† নদীয়া—এই জেলার ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে পলাশী গ্রাম, সেই স্থানে ১৭৫৭ অব্দে সিরাজউদ্দৌলার সময়ে মুসলমান রাজত্বের ধ্বংশ হয়।

প্রেসিডেন্সী-বিভাগ।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(৪) যশহর ...	যশহর ...	কালীগঞ্জ, বাগেরপাড়া, যশহর, গদখালি, মণিরামপুর ও কেশবপুর।
ঐ ...	ঝেনিদহ ...	শুল্‌কোপা, ঝেনিদহ, কোটচাঁদপুর।
ঐ ...	মাগুরা ..	মাগুরা, মহম্মদপুর ও সালিখা।
ঐ ...	নড়াইল ...	লোহাগড়া, নড়াইল ও বারকালীয়া।
ঐ ...	বনগ্রাম ...	মহেশপুর, গাঁড়াপোতা, সর্ষা, বনগ্রাম ও গাইঘাটা।
(৫) মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ...	কল্যাণগঞ্জ, গোকরণ, সুজাগঞ্জ, গোরাবাজার, বরওয়া, নোয়াদা, হরহরপুর, দৌলতবাজার, গোয়াস ও জেলিঙ্গী
ঐ ...	লালবাগ ...	ভগবানগোলা, সাহানগর, মহিমাপুর, মনুলাবাজার, আশানপুর ও বদরীহাট।
ঐ ...	জঙ্গীপুর ...	দেওয়ানসরাই, রঘুনাথগঞ্জ, মির্জাপুর, ভুতী ও শ্যামশিরগঞ্জ।
ঐ ...	কাঁদী ...	ভরতপুর, খড়গ্রাম ও কাঁদী।

রাজসাহী ও কুচবিহার-বিভাগ।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(১) দিনাজপুর...	এই জেলাতে কোন মহকুমা নাই।	দিনাজপুর বা কোতোয়ালি, রাজারামপুর, বীরগঞ্জ, ঠাকুরগ্রাম, রাণীশুন, কোইল, পীরগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালীগঞ্জ, বংশীহারী, পত্নীতলা, মহাদেবপুর, পার্শা, পতিরাম, গঙ্গারামপুর, চিন্তামন, হাবড়া ও নবাবগঞ্জ।
(২) রাজসাহী ...	বোয়ালিয়া...	তেনোর, গোদাগাড়ী, বোয়ালিয়া, পুঁটীয়া, চারঘাট ও বাঘমারা।
ঐ ...	নবগঞ্জ ...	মন্দা, নবগঞ্জ ও পাঁচপুর।
ঐ ...	নাটোর ...	নাটোর, সিংরা, বুড়ীগ্রাম ও লালপুর।
(৩) রঙ্গপুর ...	রঙ্গপুর ...	মাহীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, নিশবৎগঞ্জ, কুণ্ডারগঞ্জ, মীতাপুখুর ও পীরগঞ্জ।
ঐ ...	নীলফামারী ...	দিমলা, ঝালধক্, দরবানী।
ঐ ...	কুড়ীগ্রাম ...	বড়বাড়ী, নগেশ্বরী ও উলীপুর।

* এই বিভাগের পরিমাণ-ফল—৯৩০৪ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৮২,১৩,২১৭।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
রঙ্গপুর ...	গাইবান্দা ...	গোবিন্দগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, সদুল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জ।
(৪) বগুড়া ...	এই জেলাতে কোন মহকুমা নাই।	বগুড়া, শেরিওকাঁদী, শেরপুর শিবগঞ্জ, ক্ষেৎলাল, পঞ্চবিবি, আদমদিঘী ও বদলগাছী
(৫) পাবনা	... পাবনা ...	পাবনা, চাৎমোহোর, দুলাই, ও মথুরা।
ঐ	... শিরাজগঞ্জ ...	সাহাজাদ্‌পুর, রায়গঞ্জ, উলাপাড়া ও শিরাজগঞ্জ।
(৬) দ্বার্জিলিং* ...	এই জেলাতে কোন মহকুমা নাই।	দ্বার্জিলিং, কার্শিয়াং, সিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া।
(৭) জলপাইগুড়ি ...	জলপাইগুড়ি ...	জলপাইগুড়ি, বোদা, পটগ্রাম, ময়নাগুড়ি ও কিরান্তী।
ঐ	... আলিপুর	... আলিপুর ও সালবাড়ী।

ঢাকা-বিভাগ। †

(১) ঢাকা ...	ঢাকা	... লালবাঘ বা সদর, সভার, নবাবগঞ্জ ও কাপাসিয়া।

---

* দ্বার্জিলিং—এই জেলা পর্ব্বতের উপরিস্থিত, কলিকাতা হইতে ১৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী; এই প্রদেশের জলবায়ু অত্যুৎকৃষ্ট, ইংরাজেরা বায়ুসেবনজন্য এই স্থানে গিয়া থাকেন। বঙ্গেশ্বর গ্রীষ্ম ঋতুতে এই স্থানে অবস্থিতি করেন।

† এই বিভাগের পরিমাণ-ফল—৯০৭৫ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৯১,০১,০৯৫।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
ঢাকা	... নারায়ণগঞ্জ ...	রায়পুরা,রূপগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ।
ঐ	... মাণিকগঞ্জ ..	জাফরগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, হরিরামপুর, (লিসরাগঞ্জে পুলীশ-ষ্টেশন)
ঐ	... মুন্সীগঞ্জ ...	শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ।
(২) ফরিদপুর	... ফরিদপুর ...	ফরিদপুর বা কোতোয়ালী, ভূষ্না, আওয়ানপুর, ভাঙ্গা ও মুকসুদপুর।
ঐ	... মাদারিপুর...	মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়া, পালং ও শিবচর।
ঐ	... গোয়ালন্দ ...	গোয়ালন্দ, বেলিয়াকাঁদী ও পাংশা।
(৩) বাখরগঞ্জ	...পটুয়াখালি ...	পটুয়াখালি, বৌ-কুল, গুল্শাখালি ও গুলাচিপা।
ঐ	... পিরোজপুর...	স্বরূপকাঠী,পিরোজপুর,ভাণ্ডারিয়া ও মঠবাড়ী।
ঐ	... বরিশাল ...	মেধীগঞ্জ, গৌরনদী, বরিশাল, ঝালুকাঠী,নালচিত্তী ও বাখরগঞ্জ।
ঐ	... দক্ষিণ সাহাবাজপুর।	ভোলা ও বরসুদ্দীন হাবিলদার।
(৪) ময়মনসিংহ	...ময়মনসিংহ...	ফুলপুর,ময়মনসিংহ বা নশিরাবাদ,গাফরগ্রাম ও মাদারগঞ্জ।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
ময়মনসিংহ	... জামালপুর	... দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর ও শেরপুর।
ঐ	... আঁটীয়া	... পিংনা, মধুপুর, আঁটীয়া বা পাকুলা।
ঐ	... নেত্রকোনা	... নেত্রকোনা, দুর্গাপুর, শুসং।
ঐ	... কিশোরগঞ্জ	... কিশোরগঞ্জ, নিকলী বা আগারো, সিন্দুর ও বাজিৎপুর।

চট্টগ্রাম-বিভাগ।*

(১) ত্রিপুরা	... ব্রাহ্মণবেড়িয়া	...ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কস্‌বা, নাভিনগর।
ঐ	... কোমিল্লা	... মুরাদনগর, দাউদকাঁদী, কোমিল্লা চাঁদিনা, চৌদ্দগ্রাম ও লক্ষম্‌।
ঐ	... চাঁদপুর	... চাঁদপুর ও হাজিগঞ্জ।
(২) নোয়াখালি	... বুলুয়া	... নোয়াখালি বা সুধারাম, হাতিয়া, বাম্‌নী, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ ও সন্দ্বীপ।
ঐ	... ... ফেণী	... ফেণী ও ছাগলনয়া।
(৩) চট্টগ্রাম†	... চট্টগ্রাম	... মীরসরাই, কুমিরা, (সীতাকুণ্ড আউটপোষ্ট সহিত) ফটীক-

* এই বিভাগের পরিমাণফল—৪,৯৫৫½, অধিবাসীর সংখ্যা—২১,৫১,৫৬৪।

† চট্টগ্রাম—এই জেলার ৯ ক্রোশ উত্তরে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহা হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ, ইহাকে "চন্দ্রনাথ" তীর্থ কহে।

জেলা	মহকুমা।	থানা।
চট্টগ্রাম ...	চট্টগ্রাম ...	চেরী, হাতহাজারি, রওজান (রনগুনীয়া আউটপোষ্ট সহিত) চট্টগ্রাম, পুটীয়া, বাঁসখালি (আনারওয়া ও পড়কী আউট পোষ্ট সহিত) ও সাতকানিয়া।
ঐ ...	কক্সবাজার ...	কক্সবাজার (রামু আউট-পোষ্ট সহিত), চুকুরিয়া, মাঙ্কল (কুতবদিয়া আউটপোষ্ট সহিত) তেকনফ (উখিয়া আউট-পোষ্ট সহিত)।
চট্টগ্রামপার্ব্বত্য ...	সুঙ্গু ও সদর।	... ...

বেহারপ্রদেশ।

পাটনা-বিভাগ।*

(১) পাটনা	পাটনা ...	পীরবহর, সুলতানগঞ্জ, আলম-গঞ্জ, খজাকালন, চক্কালন, মূলসলামি, বাঁকীপুর, বিক্রম ও মুসধি-বজুর্গ।
ঐ ...	দিনাপুর ...	দিনাপুর ও মানের।
ঐ ...	বাঢ় ...	ফতুহা, বাঢ় ও মোকামা।

* এই বিভাগের পরিমাণফল—১২,২৪১ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১,৩১,৯৮,৩৮১।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
পাটনা	... বেহার	... বেহার, হিল্‌সা, ইস্‌লামপুর ও সীলাও।
(২) গয়া*	... গয়া	... গয়া, উত্রী, টিকারী, শেরঘোটী ও বড়চটী।
ঐ	... নেওয়াদা	... নেওয়াদা ও রাজলী।
ঐ	... জাহানাবাদ	... জাহানাবাদ ও আরাউল।
ঐ	... আরাঙ্গবাদ	... দাউদনগর, নবি-নগর ও আরাঙ্গবাদ।
(৩) সাহাবাদ	... আরা	... আরা, বেলুতী ও পীরু।
ঐ	... বক্‌সার	... বক্‌সার ও তুমরাউন।
ঐ	... শাশিরাম	... ধনগাই, খড়গড়, শাশিরাম ও ডিরী।
ঐ	... ভূভূয়া	... মোহানিয়া ও ভূভূয়া।
(৪) দ্বারভাঙ্গা	... মধুবনী	... বানীপত্তী, খাজলী, মধুবনী ও ফুলপাড়া।
ঐ	... দ্বারভাঙ্গা	... দ্বারভাঙ্গা, বাহিরা ও রোষেড়া
ঐ	... তাজপুর	... নগরবস্তী, তাজপুর ও দাল-সিংসরাই।
(৫) মজঃফরপুর	...সীতামারী	... সিউহর, সীতামারী ও পাপড়ী।
ঐ	... মজঃফরপুর	... পারু, মজঃফরপুর ও কাঠরে।
ঐ	.. হাজীপুর	... লালগঞ্জ, মছুয়া ও হাজীপুর।

* গয়া—এই নগর হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ; বৌদ্ধেরাও ইহাকে পবিত্র স্থান বলিয়া জ্ঞান করেন।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(৬) সারন ...	গোপালগঞ্জ ...	বড়গ্রাম ও গোপালগঞ্জ।
ঐ ...	সিউয়ান ...	সিউয়ান, দ্বারুলী ও বসন্তপুর।
ঐ ...	ছাপ্‌রা ...	মাঝী, ছাপরা, পার্শা, মশ্‌বক ও দিঘওয়ারা।
(৭) চাম্পারণ ...	মতিহারি ...	মতিহারি, আদাপুর, ধাক্কা-রামচন্দ্র, মধুবন, কেশরিয়া ও গোবিন্দগঞ্জ।
ঐ ...	বেতীয়া ...	বেতীয়া, বাগাহা ও হর্দী।

ভাগলপুর-বিভাগ। *

(১) মুঙ্গের ...	মুঙ্গের ...	গোগ্‌রী, মুঙ্গের, জামালপুর, সুরাজগুরা ও খড়গপুর।
ঐ ...	বেগুসরাই ..	তেগ্‌রা ও বেগুসরাই।
ঐ ...	জামুই ...	শেখপুরা, শিকন্দ্রা, জামুই ও চাকই।
(২) ভাগলপুর ...	ভাগলপুর ...	কুমারগঞ্জ, ভাগলপুর, কোলগঙ্গ ও বেহীপুর।
ঐ ...	সুপোল ...	সুপোল,প্রতাপগঞ্জ ও বংগং।
ঐ ...	মুদাপুরা ...	মুদাপুরা ও কৃষ্ণগঞ্জ।
ঐ ...	বাঁকা ...	অমরপুর, কাতুরিয়া ও বাঁকা।
(৩) পূর্ণিয়া ...	আরারিয়া ...	আরারিয়া, মাতিয়ারি ও রাণীগঞ্জ।

* এই বিভাগের পরিমাণ-ফল—১২,৩৩৫, অধিবাসীর সংখ্যা—৯৫,৫০,৩৭৩।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
পূর্ণিয়া ...	কৃষ্ণগঞ্জ ...	কৃষ্ণগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ ও কালীগঞ্জ।
ঐ ...	পূর্ণিয়া ...	পূর্ণিয়া, আমুব-কস্‌বা, থামদহ ও গোন্দয়ার।
ঐ ...	কাদুয়া ...	বলরামপুর, কাদুয়া ও মুনহিয়ারী।
(৪) মালদহ...	এই জেলাতে কোন মহকুমা নাই।	খড়বা, রতুয়া, গজোল, মালদহ, অঙ্গ্রেজাবাদ, কালীচক, শিবগঞ্জ, গমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ।
সাঁওতাল পরগণা ...	দেবঘর ...	দেবঘর ও মধুপুর।
ঐ ...	নয়াদুমকা ...	কোন থানা নাই।
ঐ ...	গোদা ...	গোদা।
ঐ ...	রাজমহল ...	রাজমহল।
ঐ ...	পাকুড় ...	পাকুড়।
ঐ ...	জামতাড়া ...	কোন থানা নাই।

উড়িষ্যা-বিভাগ। *

(১) কটক ...	কটক ...	কটক, সালেপুর ও জগৎসিংহপুর।
ঐ ...	কেঁদ্‌রাপাড়া ..	কেঁদ্‌রাপাড়া, পাতামুণ্ডী, তীর্তোল, আউল বা রাজাবাড়ী।

* এই বিভাগের পরিমাণ-ফল—৪১৬১ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩৪,৫৩,৭৮৪।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
কটক ...	... জাজপুর ...	জাজপুর ও ধর্ম্মশালা।
(২) বালেশ্বর ...	ভদ্রক ...	ভদ্রক, বাসুদেবপুর, ধামনগর ও চাঁদবালী।
ঐ ...	... বালেশ্বর ...	বালেশ্বর, সোরো, জলেশ্বর, বেলীয়াপাল ও বস্তা।
(৩) পুরী	... পুরী ...	পুরী, গোপ ও পিপ্‌লী।
ঐ ...	... খোড়দা, ...	খোড়দা, তাঙ্গী ও ভানপুর।

ছোটনাগপুর-বিভাগ।*

(১) হাজারিবাগ...	হাজারিবাগ...	বুড়ী, হাজারিবাগ, বাগোদর, তুনতুয়া, রামগড়, যোগেশ্বর, কশমার, চোর-পারণ, হান্তর-গঞ্জ, চাৎরা ও শিমেরিয়া।
ঐ	... গিরিদি ...	গান্‌ওয়ান্‌, কোদার-মা, খড়্গা-দহ, পাচুম্বা ও তুমুড়ী।
(২) লোহারদাগা ...	রাঁচি ...	রাঁচি, শিলী, তামার, লোধমা, চোরিয়া, তর্পা, বালুমঠ, বড়য়া, কর্ম্মবাই, লোহারদাগা, পাল্‌-কোট, বিরু ও বাশিয়া।
ঐ	... পালামো ...	দাল্‌তন্‌গঞ্জ, গাড়ওয়া, রামকুণ্ড, ছাতারপুর, পাতন, হুসেনা-বাদ, মাকা ও বড়সুন্দ।

* এই বিভাগের পরিমাণ-ফল—১৩,৪৮৩ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪২,২৫,৯৮৯।

জেলা।	মহকুমা।	থানা।
(৩) মাভুম ...	পুরুলিয়া ...	জয়পুর, ঝাল্‌দা, পুরুলিয়া, বাঘমুণ্ডী, ইচ্ছাগড়, বড়ভূম, মানবাজার, রঘুনাথপুর, গৌরন্দী, পড়া ও চাস।
ঐ ...	গোবিন্দপুর ...	ঝাড়িয়া, নির্শা, গোবিন্দপুর, তোপচাঁচি ও তুন্দী।
সিংভূম	...	...

আসাম-প্রদেশ।

আসাম ও দক্ষিণাংশের কতকগুলি পার্ব্বত্য জেলা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। এই প্রদেশ চিফ্ কমিশ্নর কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকে এবং ইহাতে নিম্নলিখিত একাদশটী জেলা আছে। কিয়ৎদিবস গত হইল, শ্রীহট্টও এই প্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছে। এই প্রদেশের পরিমাণফল ২৭,৫০০ বর্গ ক্রোশ, কিন্তু অধিবাসীর সংখ্যা—৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষেরও কম। এই প্রদেশে একটী দীর্ঘ অপ্রশস্ত উপত্যকা আছে; ব্রহ্মপুত্র নদের জল দ্বারা অভিষিক্ত হয়। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্ব্বতময়। ভারতবর্ষের মধ্যে আসামেই প্রথম চায়ের আবাদ হয়।

জেলা।	মহকুমা।
১। গোয়ালপাড়া (ধুবড়ী) ...	গোয়ালপাড়া।
২। শিবসাগর	বোরহাট ও গোলাঘাট।

জেলা।	মহকুমা।
৩। কামরূপ (গৌহাটী) ...	বারপেতা।
৪। লক্ষীপুর (দিব্রুগড়) ...	উত্তর লক্ষীপুর ও জালুর।
৫। ধুরঙ্গ (তেজপুর) ...	মঙ্গলদই।
৬। নাগাপাড় (কোহিমা) ...	উখা।
৭। নওগঙ্গ	নওগঙ্গ বা নবগ্রাম।
৮। কাছাড় (শিলচর) ...	হরিলকাঁদি ও উত্তর কাছাড়।
৯। শ্রীহট্ট ...	সুনামগঞ্জ করিমগঞ্জ, ও হাবিগঞ্জ।
১০। গারোপাহাড় ...	তুরা।
১১। খাশি ও জৈন্তীয় পাহাড়...	যোয়াই।

ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশ।

ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে স্থিত। চট্টগ্রাম হইতে মালয় প্রায়দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহা আকারে বাঙ্গালাপ্রদেশের ন্যায়। ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশ পর্ব্বতমালার দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণাংশে প্রধান প্রধান নদনদীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বতময়। ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগের আকৃতি চীনদেশীয়দিগের ন্যায়। ব্রহ্মবাসীদিগের প্রচলিত ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্ম। এই দেশের পরিমাণ-ফল—৪৫,০৪০ বর্গক্রোশ,অধিবাসীর সংখ্যা—৩০,৭৫,০০০। ইহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে। এই প্রদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলা আছে।

আরাকান-বিভাগ।

১। আকায়ব্ ... আকায়ব্।

২। উত্তর আরাকান... পার্ব্বত্য।

৩। সন্দওয়ে ... ... সন্দওয়ে।

ইরাবতি-বিভাগ।

১। হেনজাদা ... মিয়ানং।

২। বেসেন .. বেসেন।

৩। থোনেগোয়া ... থোনেগোয়া ও মৌবিন্।

৪। থোয়েট্-মো ... থোয়েট্—মো।

পিগু-বিভাগ।

১। রেঙ্গুন্ ... শিরিয়ম ও মবি।

২। হন্থয়দি ... পিগু।

৩। থরয়াদি ... থরয়াদি।

৪। প্রোম ... প্রোম, পুংদে ও পদুং।

তেনাসরিম-বিভাগ।

১। আম্হার্ষ্ট ... মুলমেন, আম্হার্ষ্ট ওথেটোন।

২। মাগুই ... মাগুই।

৩। সেগীন্ ... সেগীন্।

৪। তেভয় ... তেভয়।

৫। তৌঙ্গু ... কেরেন পর্ব্বত।

৬। সালুইন্ বা পপুন্ ... সালুইন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও আউদ্।

এই দুইটী বিভাগ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে একটী লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধিকারভুক্ত হয়। উভয়ের পরিমাণ ফল—৫৩,০৫২ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪,৪১,০৭,৮৬৯।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

সীমা—উত্তরে—হিমালয়, আউদ্ ও নেপাল, পূর্ব্বে—বেহার, দক্ষিণে—রিউয়া, বুন্দেলখণ্ড ও গোয়ালিয়ার এবং পশ্চিমে—রাজপুতানা ও পঞ্জাব।

পরিমাণফল—৪১,০৫২ বর্গক্রোশ, অধীবাসীর সংখ্যা—৩,৩০,০৬,৫৪৫। এই দেশবাসীর প্রচলিত ভাষা—হিন্দী ও উর্দ্দু, ৮ আট অংশের এক অংশ মুসলমান এবং অবশিষ্ট সমুদায় হিন্দু এই প্রদেশে নিম্নলিখিত সাতটী বিভাগ আছে।

১। এলাহাবাদ বিভাগ।
২। আগরা বিভাগ।
৩। কুমায়ুন বিভাগ।
৪। ঝান্সী বিভাগ।
৫। বারানসী বিভাগ।
৬। মিরাট বিভাগ।
৭। রোহিলখণ্ড বিভাগ।

এলাহাবাদ-বিভাগ।

১। এলাহাবাদ* ... এলাহাবাদ, তিরোল ও সিদাবাদ।

---

* এলাহাবাদ—এই নগরে গঙ্গা যবুনা একত্র মিলিত হইয়াছে, হিন্দুগণ ইহাকে মহাতীর্থ জ্ঞান করেন। এই নগর উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের রাজধানী।

২। কানপুর *	...	কানপুর, বিটুর, বিসৌলাবাদ ও আকবারপুর।
৩। জৌনপুর	...	জৌনপুব, সংগ্রামপুর ও মছলি-সহর।
৪। ফতেপুর †	...	ফতেপুর, কোয়া ও কজয়া।
৫। বান্দা	...	বান্দা ও কলিঞ্জর।
৬। হামিরপুর	..	হামির, নাগোরা ও কুল্লি।

আগরা-বিভাগ।

১। আগরা ‡	...	আগরা, ফিরোজাবাদ, সিকরি ও কেরৌলি।
২। ইটোয়া	...	ইটোয়া, আহিরপুর, অজিট্‌মল ও বাড়পুরা।
৩। ইটা	...	ইটা ও আমনপুর।
৪। ফরেক্কাবাদ	...	ফরেক্কাবাদ, ফতেগড় ও কনোজ।
৫। মথুরা §	...	মথুবা, মহাবন, বৃন্দাবন ও জলেশ্বর।

---

* কাণপুব—এই স্থান বিদ্রোহ-প্রবৃত্ত সিপাহী দিগের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সেনাপতি হ্যাভেলক ইহাদিগকে দমন করেন।

† ফতেপুব—বাবর, রাণা সঙ্গকে ১৫২৭ খৃঃ অব্দে পরাস্ত করেন।

‡ আগরা—এই নগরে তাজমহল নামে একটী সমাধি মঠ আছে, ধরাতলে তাহার তুল্য সৌধ আর দেখা যায না, ইহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৬,৫০,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই স্থানে মতিমস্‌জিদ্‌ নামে আর একটী মঠ আছে।

§ মথুরা—এই নগর হিন্দুদিগের মহাতীর্থ, মহম্মদের আক্রমণ সময়ে ইহার অত্যন্ত সমৃদ্ধি ছিল।

৬। মৈনপুরী	...	মৈনপুরী, পিত্রৌলি ও গিরৌল।

কুমায়ুন-বিভাগ।

১। ব্রিটীশ ঘাড়ওয়াল	...	ঘাড়ওয়াল ও শ্রীনগর।
২। কুমায়ুন (আল্‌মোড়া)	...	কুমায়ুন ও আলমোড়া।
৩। নাইনিতাল	...	নাইনিতাল।
৪। তারাই	..	তারাই।
৫। রাণীক্ষেৎ	...	রাণীক্ষেৎ।

ঝান্সী-বিভাগ।

১। ঝালোন ...	...	ঝালোন ও ঝান্সী।
২। ঝান্সা* ...	...	ঝান্সী।
৩। লালৎপুর ...	...	লালৎপুর।

বারানসী-বিভাগ।

১। আজিমগড়	...	আজিমগড় ও মহারাজগঞ্জ।
২। গাজিপুর	...	গাজিপুর, আজিমপুর ও রেউতী।
৩। গোরক্ষপুর	...	গোরক্ষপুর, সলিমপুব ও পী-রৌনা।
৪। বারানসী (কাশী)		বারানসী ও রামগঙ্গা।
৫। বস্তী	...	বস্তী ও বনগাঁও।
৬। বালিয়া	...	বালিয়া।
৭। মির্জাপুর	...	মির্জাপুর, চুনার বা চণ্ডালগড় ও লালগঞ্জ।

---

* ঝান্সী—১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সার্ হিউরোজ্ ইহা অধিকার করেন।

মিরাট-বিভাগ।

১।	আলিগড় ...	আলিগড়, কোয়াল ও জোড়।
২।	দেরাদুন ...	দেরাদুন, লালাপানি, লণ্ডৌর ও মসৌরী।
৩।	বোলন্দসহর ...	বোলন্দসহর, অনুপসহর ও জাহাঙ্গীরাবাদ।
৪।	মজাফঃরনগর ...	মজাফঃরনগর।
৫।	মিরাট* ...	মিরাট ও সর্দ্ধান।
৬।	সাহারানপুর ...	সাহারানপুর ও হরিদ্বার।

রোহিলখণ্ড-বিভাগ।

১।	তেরাই (কাশীপুর)...	তেরাই।
২।	বদায়ুন ...	বদায়ুন ও সিক্রী।
৩।	বারেলী ..	বারেলী ও মীরগঞ্জ।
৪।	বিজ্‌নৌর ...	বিজ্‌নৌর।
৫।	পিলিভিৎ ..	পিলিভিৎ।
৬।	মুরাদাবাদ ...	মুরাদাবাদ।
৭।	সাজাহানপুর ...	সাজাহানপুর, পবানি ও তেলপুর।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের করদ রাজ্য।

১। রামপুর—রোহিলখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এই স্থানে অনেক রোহিলা আফগান বাস করে। রামপুরে নবাবের অধিবাসস্থান।

---

* মিরাট—এই নগরে ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়।

২। ঘাড়ওয়াল—হিমালয় পর্ব্বতস্থ একটী পার্ব্বত্য জেলা। এই স্থান হইতে গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে। যাত্রীগণ এই স্থানে সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে; ইহার প্রধান নগর—তেরাই।

আউদ্-বিভাগ।

এই প্রদেশ নেপাল ও গঙ্গার মধ্যস্থিত, ইহার পরিমাণ ফল—১২,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা—১,১০,০১,৩২৪। এই প্রদেশ দিয়া আউদ্ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে গিয়াছে। এই স্থানের প্রচলিত ভাষা—হিন্দী ও উর্দ্দূ। আউদ্ রাজ্যকে কোশল বলিত, পূরাকালে দশরথ এই স্থানের রাজা ছিলেন, প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রমণ করা হয় কিন্তু ১৭৪০ অব্দে নবাব স্বাধীন হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা ব্রিটিশ রাজ্যের অধিকার ভুক্ত হয়, ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা চিফ কমিশ্যনরের শাসনাধীনে ছিল কিন্তু ইহা এক্ষণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত। ইহাতে চারিটী বিভাগ আছে তাহা নিম্নে বিশেষরূপে বিবৃত হইল।

১। ফয়জাবাদ-বিভাগ। ৩। লক্ষ্ণৌ-বিভাগ।
২। রায়বেরিলী-বিভাগ। ৪। সীতাপুর-বিভাগ।

ফয়জাবাদ-বিভাগ।

১। গোন্দা ... গোন্দা।
২। ফয়জাবাদ ... ফয়জাবাদ।
৩। বেরেচ ... বেরেচ।

রায়বেরেলী-বিভাগ।

১।	প্রতাপগড়	...	প্রতাপগড়।
২।	রায়বেরেলী	...	রায়বেরেলী।
৩।	সুলতানপুর	...	সুলতানপুর।

লক্ষ্ণৌ-বিভাগ।

১।	উনাও	...	উনাও।
২।	বড়বাঁকী	...	বড়বাঁকী।
৩।	লক্ষ্ণৌ*	...	লক্ষ্ণৌ।

সীতাপুর-বিভাগ।

১।	হর্দ্দূই	...	হর্দ্দূই।
২।	সীতাপুর	...	সীতাপুর।
৩।	ক্ষেরি	...	ক্ষেরি।

পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্ট।

সীমা।—উত্তরে—কাশ্মীর, পূর্ব্বে—যবুনা, দক্ষিণে—রাজ-পুতানা ও পশ্চিমে—সুলেম্যান পর্ব্বতমালা।

এই স্থানে ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিয়াশ ও সৎলেজ এই পাঁচটী নদী থাকাতে ইহা পঞ্জাব নামে অভিহিত হইয়াছে। দুইটী নদীর মধ্যস্থল ভাগকে দুয়াব কহে (দুয়াব=দু=দুই ও আব=জল) পঞ্জাবস্থ নদী সমূহে পাঁচটী দুয়াব আছে, সিন্ধুসাগর দুয়াব—সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, সিন্ধু নদীর পূর্ব্বে, জেচ দুয়াব—ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যস্থিত, রেচনা দুয়াব—চেনাব ও রাভির মধ্যস্থিত, বরী দুয়াব—রাভি ও বিয়াশের মধ্যস্থিত, ও জলন্দর দুয়াব—বিয়াশ ও সৎলেজের মধ্যস্থিত।

---

* লক্ষ্ণৌ—এই স্থানে চিফ্ কমিশ্নরের অধিবাস স্থান।

মহাত্মা নানক ১৪৬৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এই মহাত্মাই শিখ সম্প্রদায়ের স্থাপনকর্ত্তা, শিখেরা কেবল এক ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করেন। মহাত্মা রঞ্জিত সিংহের সাহায্যে শিখেরা অনেক দেশ জয় করেন, তাঁহার মৃত্যুর পরও সৈন্যগণ ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু পঞ্জাব ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে দিল্লী পঞ্জাবের অন্তর্গত হয় এবং ১৮৫৯ অব্দে পঞ্জাবে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করা হয়।

এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিম্নলিখিত দশটী বিভাগ আছে প্রত্যেক বিভাগে এক একটী কমিশ্যনর আছেন এবং কতকগুলি করদ রাজ্য আছে এই স্থানের পরিমাণ ফল ৪১,৮৫৩ অধিবাসীর সংখ্যা ২,২৬,৫৬,৬০৫।

১। অমৃতসহর-বিভাগ।
২। অম্বালা-বিভাগ।
৩। জলন্ধর-বিভাগ।
৪। দিল্লী-বিভাগ।
৫। দেরাজিৎ-বিভাগ।
৬। পেশোয়ার-বিভাগ।
৭। মুলতান-বিভাগ।
৮। রেওয়ালপিণ্ডী-বিভাগ।
৯। লাহোর-বিভাগ।
১০। হিসার-বিভাগ।

অমৃতসহর-বিভাগ।

১। অমৃতসহর	...	অমৃতসহর ও নরুদ্দীন সরাই।
২। গুরুদাসপুর	..	বতালা, সুকেরগড় ও সাহাপুর।
৩। শিয়ালকোট	...	শিয়ালকোট।

আম্বালা-বিভাগ।

১। আম্বালা	..	আম্বালা, রাজপুর ও মুদি।
২। লুধিয়ানা	...	লুধিয়ানা ও ভরতগড়।

৩।	সিমলা* ...	সিমলা, সুরাজগড় ও বালাস-পুর।

জলন্ধর-বিভাগ।

১।	কাঁঙ্গড়া † ...	কাঁঙ্গড়া ও ধর্ম্মশালা।
২।	জলন্ধর ...	জলন্ধর ও কর্পূরতলা।
৩।	হুশিয়ারপুর ...	হুশিয়ারপুর ও নাদন।

দিল্লী-বিভাগ।

১।	দিল্লী ...	দিল্লী, বাদসাহপুর, সোনপট্ট, রসলগড় ও দরিয়াৎপুর।
২।	কর্ণাল বা পানিপথ ‡	পানিপথ, কর্ণাল ও লক্ষ্ণৌতি।
৩।	গুরুগাঁও ...	গুরুগাঁও ও ফরিদাবাদ।

দেরাজিৎ-বিভাগ।

১।	দেরাগাজী খাঁ ...	দেরাগাজী খাঁ ও পিরাদল।
২।	দেরাস্মাইল খাঁ ...	দেরাস্মাইল খাঁ ও দৌবীরবক্কর
৩।	বন্নু	বন্নু।

---

* সিমলা—এই স্থানের জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, এজন্য ইংরাজেরা পীড়িত হইলে তথায় বায়ু সেবন জন্য গমন করেন। ভারতেশ্বর এই স্থানে গ্রীষ্ম ঋতুতে অবস্থিতি করেন।

† কাঁঙ্গড়া—ইহার প্রায় ১৩ ক্রোশ ঈশান-কোণে মণিকর্ণ নামে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তথায় এক কুণ্ডে অনবরত অগ্নি জ্বলিতেছে, ইহার ১২ ক্রোশ অন্তরে ব্যাস নদীর অপর পারে জ্বালামুখী তীর্থ।

‡ কর্ণাল বা পানিপথ—এই নগরে ১৫২৬ অব্দে ভারতবর্ষীয় সম্রাট ইব্রাহিমলোদিকে পরাস্ত করিয়া বাবর শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সুলতান মামুদ ১০১১ অব্দে এই নগর ও মন্দির ধ্বংশ করেন।

পেশোয়ার-বিভাগ।

১। কোহাট ... কোহাট, হাঙু ও ড্রিগা।
২। পেশোওয়ার ... পেশোওয়ার, আটক ও জমরদ।
৩। হাজারা ... হাজারা, হরিপুর ও অ্যাবটাবাদ।

মুলতান-বিভাগ।

১। ঝঙ্গ ... ... ঝঙ্গ ও মেঘিয়ানা।
২। মজঃফরগড় ... মজঃফরগড় ও কিঞ্জর।
৩। মণ্টগোমারি...মণ্টগোমারি, ওয়াকারা ও চিকাওবাথি
৪। মূলতান ... মূলতান, শাকট ও সুজনাবাদ।

রেওয়ালপিণ্ডী-বিভাগ।

১। গুজরাট ... গুজরাট ও সাওদিয়া।
২। ঝিলাম ... ঝিলাম্ ও বোতস্।
৩। রেওয়ালপিণ্ডী রেওয়ালপিণ্ডী, কোবট ও ফতেগঞ্জ।
৪। সাহাপুর ... সাহাপুর।

লাহোর-বিভাগ।

১। গুজরানবালা গুজরানবালা, ইমেনাবাদ ও উজিরাবাদ।
২। ফিরোজপুর ..ফিরোজপুর, আমদপুর ও মুদকি।
৩। লাহোর ...লাহোর, সাধিয়া ও কামুর।

হিসার-বিভাগ।

১। রোহতক ... রোহতক, হুসেনগড় ও খা-শালা।
২। সিরসা ... সিরসা ও ফতিয়াবাদ।
৩। হিসার ... হিসার ও মকলন।

২। ফিরোজপুর—ইংরাজী ১৮৪৫ অব্দে শিখেরা, লর্ড হার্ডিঞ্জ ও হিউগ কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

৩। লাহোর—এই নগর ইরাবতী নদীর তীরস্থিত, কলিকাতা হইতে ৬৩৯ ক্রোশ অন্তর, ইহা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের রাজধানী, পঞ্জাবেশ্বর এই স্থানে অবস্থিতি করেন এই স্থানের অনতিদূরে জাহাঙ্গীরের সমাধি হয়।

করদ রাজ্য।

এই প্রদেশে ৩৫ পঁয়ত্রিশটী রাজ্য আছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ চারিটী প্রধান।

১। কাশ্মীর—উত্তরাংশে স্থিত, উত্তর-পূর্ব্বে লদক্; দক্ষিণে জম্মু। লদকের প্রধান নগর সিন্ধু নদীর নিকটবর্ত্তী।

২। ভাওয়ালপুর—ঘাড় ও নিন্ধু নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত, প্রধান নগর—ভাওয়ালপুর, ঘাড় নদীর উপরিভাগে স্থিত।

৩। পাতিয়ালা—সারহিন্দের একটী উর্ব্বরা স্থান, করদ শিখ রাজ্যের একটী প্রধান রাজ্য। লুধিয়ানার দক্ষিণাংশে স্থিত। প্রধাননগর—পাতিয়ালা।

৪। শিখরাজ্য—ঝিন্দ, নাভা, কর্পুরথলা, মণ্ডী ও ফরিদকোট।

রাজপুতানা।

এই প্রদেশ সিন্ধু দেশের পূর্ব্বে ও পঞ্জাবের দক্ষিণে, ইহা বোম্বাই প্রদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ, ইহার মধ্যস্থলে একটী জেলা আছে যাহা ব্রিটীশ শাসনের অন্তর্গত, অবশিষ্টগুলি অষ্টাদশ রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। পরিমাণ ফল—৬৪,৮৭৫ বর্গ

ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১,০২,৬৮,৩৯২। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ইহাদিগের ভাষা হিন্দী। এই প্রদেশে সামান্য পরিমাণে মুসলমান বাস করিয়া থাকে। এই প্রদেশের সমস্ত রাজাই হিন্দু, কেবল টঙ্কে একটী নবাব আছেন যিনি মুসলমান বংশোদ্ভূত।

রাজ্য বিভাগ—উত্তরে—বিকানীর ও আলওয়ার, পূর্ব্বে—কৃষ্ণগড়, জয়পুর, ভরতপুর ধোলপুর, কেরৌলী ও টঙ্ক, দক্ষিণে—বুণ্ডী, কোটা, ঝালওয়ার, প্রতাপগড়, বাঁশওয়ারা, দঙ্গরপুর, মেওয়ার বা উদীপুর ও শিরোহী; পশ্চিমে—যোধপুর বা মাড়ওয়ার ও যশল্মীর।

প্রধান প্রধান রাজ্য।

১। যোধপুর বা মাড়ওয়ার—দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেস্থিত ইহা রাজপুত রাজ্যের মধ্যে প্রধান রাজ্য। প্রধান নগর যোধপুর।

২। জয়পুর—উত্তর পূর্ব্বাংশে স্থিত, রাজপুত রাজ্যের মধ্যে ধনশালী। রাজধানী—জয়পুর।

৩। উদয়পুর বা মেওয়ার—আজমীরের দক্ষিণাংশে স্থিত। রাজধানী—উদয়পুর, এই স্থানে একটী সুন্দর প্রাসাদ আছে। প্রাচীন রাজধানী—চিতোর।

৪। শিরোহী—যোধপুরের দক্ষিণাংশে স্থিত। এই স্থানে আবু নামে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, যে স্থানে ভারতেশ্বরের এজেণ্ট সর্ব্বদা অধিবসতি করেন। এই

স্থানে জৈনদিগের একটী মনোহারী মন্দির আছে, তজ্জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

৫। বিকানীর—পশ্চিমাংশে স্থিত, রাজধানী—বিকানীর।

৬। যশলমীর—ঐ, রাজধানী—যশলমীর।

৮। ভরতপুর—আগরার পশ্চিমাংশে স্থিত। রাজধানী—ভরতপুর।

মধ্য-ভারত।

এই প্রদেশে ৭১ একাত্তরটী করদ রাজ্য আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহা ভারতেশ্বরের এজেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকে, যিনি ইন্দোরে অধিবসতি করেন। এই প্রদেশের উত্তরাংশে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও রাজপুতানা, ও দক্ষিণাংশে মধ্য-প্রদেশ। এই প্রদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটী রাজ্য আছে :—

প্রধান প্রধান রাজ্য।—পূর্ব্বাংশে রিউয়া ও বুন্দেলখণ্ড, উত্তরাংশে গোয়ালিয়ার বা সিন্ধিয়া রাজ্য ও দক্ষিণাংশে ভূপাল ও ইন্দোর বা হোল্‌কার রাজ্য।

১। রিউয়া—এলাহাবাদের দক্ষিণাংশে স্থিত। প্রধান নগর রিউয়া।

২। বুন্দেলখণ্ড—রিউয়ার পশ্চিমাংশে।

৩। পুন্না—পূর্ব্বাংশে, ইহা হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ।

৪। গোয়ালিয়ার—প্রধান নগর—গোয়ালিয়ার। এই স্থানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ঝান্সি, দক্ষিণে উজ্জয়িনী।

৫। ইন্দৌর—প্রধান নগর—ইন্দোর। এই দেশ রেলের দ্বারা আজমীরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৬। ভূপাল—নর্ম্মদার উত্তরাংশে, ইহা এক্ষণে একটী মুসলমান বেগমের অধীনে। প্রধান নগর—ভূপাল, বেটোওয়ার নিকটবর্ত্তী।

৭। ধর—ইন্দোরের পশ্চিমাংশে; ইহা একটী ক্ষুদ্র রাজ্য।

মধ্য-প্রদেশ।

মধ্যপ্রদেশ—নিজাম রাজ্য ও ছোটনাগপুরের মধ্যস্থিত এবং প্রায় দেশীয় রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ পাথুরিয়া কয়লা এই প্রদেশের অধিকাংশে পাওয়া যায়, ওয়ার্দ্ধার উপত্যকা তূলার জন্য প্রসিদ্ধ, ওয়েন্-গঙ্গার নিম্নতল ভূমিতে ধান্যের আবাদ হয়; ছত্রিশগড় বিভাগে প্রচুর পরিমাণে গমের আবাদ হয়। এই প্রদেশের অধিবাসীর প্রচলিত ভাষা—হিন্দী, পশ্চিমাংশের ভাষা—মারাথী ও পূর্ব্বাংশের ভাষা—উড়িয়া। এই প্রদেশ একটী চিফ্ কমিশ্যনর কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। গণ্ড জাতীয়দিগের অনেক রাজা ছিলেন, তাঁহারা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রথমে পরাজিত হন; তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা পরাজিত হন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশের শেষ রাজা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে নাগপুর বিভাগ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়; ১৮৬১ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ নামে অভিহিত হইয়াছে। পরিমাণ-

ফল—৪২,০০০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১,০০,০০,০০০। এই প্রদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগ আছে, যাহা বিশেষ-রূপে বিবৃত হইল।

বিভাগ—দক্ষিণাংশে—নাগপুর-বিভাগ, উত্তরাংশে—জব্বলপুর-বিভাগ, পূর্ব্বাংশে—ছত্রিশগড়-বিভাগ ও পশ্চিমাংশে—নর্ম্মদা-বিভাগ।

নাগপুর-বিভাগ।

	জেলা।	মহকুমা।
১।	চন্দা	-ওয়ারোর, ব্রহ্মপুরী, মল ও শিরোঞ্চা।
২।	নাগপুর	—নাগপুর, উম্‌রের, রামটেক ও ফতোল।
৩।	বালাঘাট	—বেহীর।
৪।	ভন্দরা	—তিরোর ও সাকোলী।

জব্বলপুর-বিভাগ।

১।	জব্বলপুর	—জব্বলপুর, শিহোর ও মাড়ওয়ারা।
২।	দামো	—দামো ও হট্ট।
৩।	মন্দলা	—মন্দলা ও রামগড়।
৪।	সাগর	—সাগর কুরাই, রেহলী ও বন্দা।
৫।	সেওনী	—সেওনী ও লক্ষণাদন।

ছত্রিশগড়-বিভাগ।

১।	বিলাসপুর	—বিলাসপুর, মুঙ্গেলী ও সেয়রি নারায়ণ।
২।	রাইপুর	—রাইপুর, সিমুগা, ধমতারি ও দ্রুগ্।
৩।	সম্বলপুর	—সম্বলপুর ও বড়গড়।

নর্ম্মদা-বিভাগ।

১। চিন্দাওয়ার—চিন্দাওয়ার ও শশর।
২। নরসিংহপুর—নরসিংহপুর ও গদরোয়া।
৩। বেতুল—বেতুল ও মূলতাই।
৪। নিমার—বুরহানপুর।
৫। হুশঙ্গাবাদ—হুশঙ্গাবাদ, হর্দ, সোহাগপুর ও সেওনী।

করদ রাজ্য।

এই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য আছে। অধিকাংশই জঙ্গলাবৃত ও বর্ব্বরজাতির বসবাস। করদ রাজ্যের মধ্যে প্রধান—বুস্তার, ইহার রাজধানী বুস্তার বা জগদ্দলপুর; গোদাবরী নদীর শাখা ইন্দ্রবতী নদীর উপরিভাগ-স্থিত।

হাইদ্রাবাদ বা নিজাম-রাজ্য।

ভারতে যত করদ রাজ্য আছে, তন্মধ্যে নিজামের রাজ্যই প্রধান। উত্তর-পূর্ব্বাংশে—মধ্যপ্রদেশ; দক্ষিণাংশে—মান্দ্রাজ বিভাগ; পশ্চিমাংশে—বোম্বাই বিভাগ। এই প্রদেশে গোদাবরী, গোদাবরীর শাখা পেনগঙ্গা, তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা এই কয়েকটী নদী আছে। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃই উর্ব্বরা, কিন্তু অধিকাংশ স্থান জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত; ধান্য, তূলা ও সর্ষপ এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশের

পূর্ব্বাংশের অধিবাসীগণ তেলুগু জাতীয়, পশ্চিমাংশের অধিবাসীগণ মহারাষ্ট্রীয় এবং এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মুসলমান বাস করে, যাহারা হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে। এই স্থানে এক জন রাজা আছেন, তাঁহাকে নিজাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; তিনি মুসলমান-বংশোদ্ভূত। এই প্রদেশ ভারতেশ্বরের শাসনাধীনে।

১। হাইদ্রাবাদ—এই নগর কৃষ্ণা নদীর একটী শাখার উপরিভাগে স্থিত, এই স্থানেই নিজামের রাজধানী। এই নগরের নিকটে সেকন্দ্রাবাদ ও বলরাম নামে দুইটী গ্রাম আছে। এই স্থানের নিকটে গোলকুণ্ডা নামে একটী স্থান হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

২। ওবারাঙ্গল—হাইদ্রাবাদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত। ইহা তেলিঙ্গনা বা অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল।

৩। বিদর—হাইদ্রাবাদের উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত। মুসলমানদিগের রাজধানী ছিল।

৪। গুলবর্গা—হাইদ্রাবাদের পশ্চিমাংশে ও পেনিন্‌সুলা রেলওয়ের উপরিভাগে স্থিত। ইহা বামনী রাজ্যের রাজধানী ছিল।

৫। রাইচর—কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত, যে স্থানে মান্দ্রাজ ও পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে মিলিত হইয়াছে।

৬। আরাঙ্গাবাদ—উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত, এই স্থান ঔরঙ্গীবের অতিশয় প্রিয় ছিল।

৭। দৌলতাবাদ বা দেবগড়—এই স্থান আরাঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী, এই স্থানে একটী পার্ব্বত্যদুর্গ আছে ; এই

স্থানের নিকটে ইলোরা ও অজুণ্ডা নামে এই দুইটী গ্রাম আছে।

৮। আসাই—আরাঙ্গাবাদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থানে মহাত্মা ওয়েলেশ্‌লী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

৯। নন্দের—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে গোদাবরীর উপরিভাগে স্থিত। এই স্থানে শিখ-গুরুকে হত্যা করা হইয়াছিল।

বেরার।

বেরার মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে স্থিত। এই স্থানে তূলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; এই স্থানের প্রচলিত ভাষা—মহারাষ্ট্রীয়। পরিমাণ-ফল—৮,৮৫০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৫০,৫০,০০০। এই প্রদেশে নিম্নলিখিত দুইটী বিভাগ আছে।

পূর্ব্ব বেরার।	পশ্চিম বেরার।
১। আমরাওতি—আমরাওতি।	১। একোলা—একোলা।
২। ইলিচ্‌পুর—ইলিচ্‌পুর।	২। বুলদন—বুলদন।
৩। উন্—উন্।	৩। বসীম—বসীম।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী।

সীমা—উত্তরে—বেলুচিস্থান ও রাজপুতানা, পূর্ব্বে—মধ্য-ভারতবর্ষ ও নিজামের রাজ্য; দক্ষিণে—মহীশূর ও পশ্চিমে—আরব সাগর ও বেলুচিস্থান।

এই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত প্রদেশগুলি অবিচ্ছিন্ন নহে, মধ্যে মধ্যে ইংরাজদিগের অধিকার আছে। সমগ্র সিন্ধুদেশ, বিজয়পুর, খান্দেশ ও গুজরাটের কোন কোন অংশ গোয়া নগর হইতে নর্ম্মদা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশগুলি এই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। এই স্থানের প্রচলিত ভাষা—মহারাষ্ট্রীয়, দক্ষিণাংশের ভাষা—কেনারি। ক্যাম্বের ভাষা—গুজরাটী, ও সিন্ধুর-ভাষা—সিন্ধী।—এই স্থান হইতে তুলা, অহিফেন, সর্ষপ, উল ও গম রপ্তানি হইয়া থাকে, তুলার পণ্যদ্রব্য, ধাতু, কয়লা ও মাদকদ্রব্য এই স্থানে আমদানি হইয়া থাকে। এ স্থানে হিন্দুধর্ম্ম, প্রচলিত এই স্থানে ৬ ষষ্ঠাংশের একাংশ মুসলমান অধিবসতি করে; জৈন, খৃষ্টীয়ান ও পার্শী ধর্ম্মাবলম্বিগণও এই স্থানে অধিবসতি করেন; পরিমাণ-ফল—৬২,০৬১ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১,৬৪৫৪,৪৫৪.

উত্তর-বিভাগ।

১। আহম্মদাবাদ—আহম্মদাবাদ, গোগো ও ধোলেরা।

২। বোম্বাই *—বোম্বাই, বেসিন, সালসিতি, ইরন ও কোলাবা†।

---

* বোম্বাই—এই নগর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাজধানী, ইহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত, ঐ প্রাচীরের তিন দিকে সমুদ্র; এই স্থানে একটী দুর্গ আছে, গবর্ণর এই স্থানে অধিবসতি করেন। এই নগর কলিকাতা হইতে ৭০০ ক্রোশ অন্তরে।

† কোলাবা—বোম্বাইয়ের দক্ষিণাংশে, ঘাট ও সমুদ্রের মধ্যস্থিত, প্রধান নগর—আলিবাঘ।

৩। ব্রোচ*—ব্রোচ।

৪। কইরা—কইরা ও নারিয়েদ্।

৫। মাহিকন্থা—মাহিকন্থা।

৬। পালনপুর—পালনপুর।

৭। পাঁচমহল বা রেওয়াকন্থা—পাঁচমহল।

৮। সুরাট—সুরাট।

৯। টানা (থান)—টানা।

মধ্য-বিভাগ।

১। আহম্মদনগর—আহম্মদনগর।

২। খান্দেশ খান্দেশ ও ধুলিয়া।

৩। নাসিক†—নাসিক।

৪। পুনা‡—পুনা, কির্কি, কোর্গাম, শিঙ্গাড়, পুরন্ধর ও কালি।

৫। সিতারা—সিতারা ও মহাব্লেশ্বর।

৬। ষোলাপুর—ষোলাপুর, কালাদ্গী, § পন্ধারপুর ও বার্শী।

দক্ষিণ-বিভাগ।

১। বেলগম্—বেলগম্।

---

* ব্রোচ্—সুরাটের উত্তরাংশে, ক্যাম্বে উপসাগরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, নর্ম্মদার উপরিভাগে স্থিত।

† নাসিক—ইহা খান্দেশের দক্ষিণাংশে স্থিত, প্রধান নগর—নাসিক, ইহা একটী তীর্থস্থান। এই স্থানের নিকটে বৌদ্ধদিগের মন্দির এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

‡ পুনা—বাঙ্গালাপ্রদেশে কাশী ও নবদ্বীপ যে প্রকার সংস্কৃত আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ, বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে পুনাও সেই প্রকার।

§ কালাদ্গী—ষোলাপুরের দক্ষিণাংশে স্থিত, প্রধান নগর—কালকোট, কৃষ্ণানদীর শাখা ভীমা নদীর উপরিভাগে স্থিত।

২। ধারবার—ধারবার ও হুবলী।

৩। কলাজি—কলাজি।

৪। কেনারা—কেনারা।

৫। কলাবা—কলাবা।

৬। রত্নগিরি*—রত্নগিরি, দেবগড় ও বিজয়গড়।

৭। সবন্তদী—সবন্তদী।

সিন্ধু-বিভাগ।

১। সিন্ধু † বা হাইদ্রাবাদ—হাইদ্রাবাদ, তাতা ও হালা।

২। করাচি‡—করাচি।

৩। শিকারপুর—শিকারপুর, শূকর ও লার্খানা।

৪। থর বা পার্কার—পার্কার।

৫। উত্তর কানাডা—কারায়ার, কুমতা ও হোনাওয়ার।

করদ রাজ্য।

বোম্বাই প্রদেশে অনেকগুলি করদ রাজ্য আছে; কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই অতিশয় ক্ষুদ্র। সমস্ত করদ রাজ্যের পরিমাণ-ফল—৩৬,২২৫ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৬৯,৪১,২৪৯।

১। খয়েরপুর—সিন্ধুদেশের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, প্রধান নগর—খয়েরপুর।

---

* রত্নগিরি—কোলাবার দক্ষিণে, প্রধান নগর—রত্নগিরি।

† সিন্ধুদেশ—শিকারপুরের দক্ষিণাংশে স্থিত, প্রধান নগর—জেকোবাবাদ, এই স্থানের মধ্য দিয়া একটী রেলওয়ে বোলন-পাশ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

‡ করাচি—করাচি, তাতা—সিন্ধুদেশের প্রাচীন রাজধানী।

২। কচ্ছ—কচ্ছ উপসাগরের উত্তরাংশে স্থিত, প্রধান নগর—ভুজ, মন্দভি নামে এই স্থানে একটী বন্দর আছে। এই স্থানে একটী লবণ হ্রদ আছে,তাহার নাম—গ্রেট-রান্। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে ভুজনগর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

৩। গুজরাট রাজ্য—বরোদা—গুইকুওয়ের শাসনাধীনে, এই রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

৪। কাথিয়ার- কচ্ছ ও ক্যাম্বে উপসাগরের মধ্যস্থিত, প্রধান নগর—রাজকোট, ভাওনগর—পূর্ব্বাংশে স্থিত, পোর-বন্দর ও দ্বারকা পশ্চিমাংশে স্থিত। এই দ্বারকা একটী তীর্থ স্থান। সোমনাথ—দক্ষিণ উপকূলস্থিত। এই স্থানে একটী প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল, যাহা গজ্‌নীর মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়

৫। পালনপুর- উত্তরাংশে স্থিত।

৬। মাহিকন্তা - উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

৭। রিউয়াকন্তা—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

৮। ক্যাম্বে মাহীব অভিমুখস্থিত, ইহা একটী নবাবের শাসনাধীনে।

৯। কোলাপুর -রত্নগিরির দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে।

১০। সবণ্ডবাড়ী—গোয়ার দক্ষিণাংশে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

দক্ষিণ উপদ্বীপের অধিকাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্ত-

র্গত। চিল্কাহ্রদ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী সমুদয় স্থান ও পশ্চিম উপকূলের মালাবার ও কানাডা এই প্রদেশের অন্তর্গত।

সীমা।—উত্তরে—উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ, নিজাম-রাজ্য ও মহীশূর, এবং অবশিষ্ট তিন দিক্ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পরিমাণ-ফল।—৬৯,৮৪৯ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩,১১,৭০,৬৩৪।

ভাষা—উত্তর-পূর্ব্বাংশের অধিবাসিগণের ভাষা—তেলুগু, দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের ভাষা—তামিল, উত্তর পশ্চিমাংশর ভাষা—কেনারিয় ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভাষা—মালেয়ালাম্।

এই প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, মুসলমান অতিশয় সামান্য, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই প্রদেশে দেশীয় খৃষ্টান অধিক পরিমাণে অধিবসতি করে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে অধিকাংশই শাক্ত। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় খৃষ্টানেরা অধিবসতি করে।

এই প্রদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলা আছে, যাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইল।

১। গঞ্জম (চিকাকোল)—গঞ্জম, বহরমপুর, বসিলকন্দ, চেতেরপুর, কোলিঙ্গাপতম, গোপালপুর ও চিকাকোল।

২। বিজাগাপতম—বিজাগাপতম, বিমলীপতম ও বিজিয়ানাগ্রাম

৩। গোদাবরী (রাজমন্দ্রী)—রাজমন্দ্রী, করিঞ্জ, ইলোর ও কোকনদ।

৪। কৃষ্ণা বা মস্‌লিপতম্—মস্‌লিপতম্, বেজবাদা ও গুন্তুর।

৫। নেলোর—নেলোর ও অঙ্গল।

৬। মান্দ্রাজ*—মান্দ্রাজ।

৭। চিঙ্গলপৎ—চিঙ্গলপৎ, সইদাপৎ, ও কাঞ্চীবরম্।

৮। দক্ষিণ-আর্কট—কাডালোর, পোর্টনভ, জিঙ্গী ও চিলম্-বরম্।

৯। তাঞ্জৌর†—তাঞ্জৌর, ত্রাঙ্কুইবর, নাগাপতম ও কম্বাকোনম্।

১০। মাদুরা—মাদুরা, দিন্দিগল, রামনদ ও শিব-গঙ্গা।

১১। তিনেবল্লী—পাল্যমকোত্তা, তুতিকোরিণ ও তিনেবল্লী।

১২। মালাবার—মালাবার, তেল্লিচারি, কালিকট্, বেপুর, কোচিন্, পলঘাট্, কনানোর ও পনানী।

১৩। দক্ষিণ কেনারা—মাঙ্গালোর, বন্তবোলা ও উদপী।

১৪। কদাপা—কদাপা ও মদনপল্লী।

১৫। কর্ণাল—কর্ণাল।

১৬। বেলারি—বেলারি, গুটী ও বিজয়নগর।

১৭। অনন্তপুর—অনন্তপুর।

১৮। উত্তর আর্কট্—আর্কট্, চিতোর, বিলোর, ত্রিপতী।

১৯। ত্রিঞ্চিনপল্লী‡—ত্রিঞ্চিনপল্লী ও শ্রীরঙ্গম।

---

* মান্দ্রাজ—এই নগর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী, কলিকাতা হইতে ৪০০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ কাঞ্চী-পুর নগর মান্দ্রাজের ২২ ক্রোশ অন্তরে।

† তাঞ্জৌর—শিবজীর এক ভ্রাতা কর্ত্তৃক এই নগর জয় করা হয়, কিন্তু ১৭৯৯ অব্দে ইহা ইংরাজরাজের অধিকারে আইসে।

‡ ত্রিঞ্চিনপল্লী—ফরাসী সেনাপতি লাসাহেব ১৭৫২ অব্দে অবরোধ করেন, পরে কর্ণেল ক্লাইব ইহা অধিকার করেন।

২০। সালেম—সালেম, বেণীয়াম্বদী, ত্রিপতোর, উশুর, ধর্ম্মপুরী নম্‌কল্‌ ও বড় মহল।

২১। কোইম্বাতুর—কোইম্বাতুর, ভবানীকদল, ধর্ম্মপুর ও করুর

২২। নীলগিরি—নীলগিরি, উতাকামুণ্ড ও কুনুর।

মাইসোর বা মহীশূর।

এই প্রদেশ মান্দ্রাজের পশ্চিমাংশে স্থিত, ইহা আকারে, সিলোন বা লঙ্কা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। এই প্রদেশের উত্তরাংশ ব্যতীত অন্যান্য দিক্‌ পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। হাইদর আলি ও টিপু সুলতানের শাসনকালে ঐ প্রদেশ অতিশয় পরাক্রমশালী ছিল, কিন্তু ইহা এক্ষণে একটী মহারাজার শাসনাধীনে, ১৮৩২ অব্দে মহীশূররাজের অসৎ চরিত্রবশতঃ ইহা ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান রাজা সাবালক হইবার পর, ইহার শাসন-ভার পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়।

পরিমাণফল—১২,৩৬১$\frac{3}{4}$ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪১,৮৬,১৮৮।

১। বাঙ্গালার—পূর্ব্বাংশে স্থিত। এই স্থানে মহীশূর-কমিশ্যনর অধিবসতি করেন। এই জেলার পূর্ব্বাংশে—কোলার, যে স্থানে হাইদর আলি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরাংশে নন্দীদুর্গ।

২। মহীশূর—দক্ষিণাংশে স্থিত। এই স্থানে মহারাজার রাজধানী।

৩। সেরিঙ্গাপতম—উত্তরাংশে, হাইদর বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল।

৪। নগর বা বেদনোর—উত্তরপশ্চিমাংশে স্থিত। ইহা হাইদর আলি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

৫। শিমোগা—বেদনোরের পূর্ব্বাংশে স্থিত।

৬। হরিহর—উত্তরাংশে স্থিত।

৭। কূর্গ—পশ্চিমাংশে স্থিত, ইহা চিফ্ কমিশ্যনরের শাসনাধীনে।

মান্দ্রাজের করদ রাজ্য।

১। ত্রিবঙ্কুর—ইহা একটি প্রধান দেশীয় রাজ্য, কুমারিকা অন্তরীপের উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত। প্রধান নগর—ত্রিবেণ্ড্রম্।

২। কোচিন—ইহা একটী ক্ষুদ্ররাজ্য, ত্রিবঙ্কুর ও মালবারের মধ্যস্থিত। প্রধান নগর—কোচিনের নিকট ঈর্ণালম্ ও পূর্ব্বাংশে—ত্রিচর।

৩। পদুকোটাই—ইহা একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, তাঞ্জৌরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত।

সিলোন বা লঙ্কা।

ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের ভারত মহাসাগরস্থ একটী প্রধান দ্বীপ। পুরাণানুসারে ইহা পূর্ব্বে রাবণের রাজধানী ছিল। ১৫১৮ অব্দে ইহা পর্ত্তুগীজকর্ত্তৃক অধিকৃত; হয় তাহার পর ১৬৫৬ অব্দে ডাচ্ দিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। কিন্তু ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে

ইহা ইংরাজরাজ অধিকার করেন। সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তামিলেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

পরিমাণ-ফল—১২,২৫০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,৫০, ০০০। ইহাতে নিম্নলিখিত সাতটি বিভাগ আছে।

উত্তর-বিভাগ—প্রধান নগর—জাফ্না।

দক্ষিণ-বিভাগ—প্রধান নগর—গেলী।

পূর্ব্ব-বিভাগ—বত্তিকালোয়া ও ক্রিঙ্কোমালী।

পশ্চিম-বিভাগ—প্রধান নগর—কলম্বো, নেগাম্বা ও কালুতারা।

উত্তর-পশ্চিম-বিভাগ—প্রধান নগর—কুরুনেগলা।

মধ্য-বিভাগ—প্রধান নগর—কাঁদী।

উত্তর-মধ্য-বিভাগ—প্রধান নগর অনুরাধাপূরা।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ।

এসিয়ার ভূ-চিত্রে বঙ্গসাগরের পূর্ব্বতীরে যে উপদ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহাকে পূর্ব্ব উপদ্বীপ কহে। উহা বর্ম্মা বা ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, আনাম ও লেয়স্ এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ;—

বর্ম্মা বা ব্রহ্মদেশ। (১)

সীমা—উত্তরে—আসাম ও চীন, পূর্ব্বে—লেয়স্, দক্ষিণে—বঙ্গ সাগর এবং পশ্চিমে—বঙ্গসাগর ও বাঙ্গালা প্রদেশ

বর্ম্মাবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা শ্বেতহস্তীর বিশেষ আদর করে।

১।—মান্দালয়—বর্ম্মার ইদানীন্তন রাজধানী, ইরাবতী নদীর তীরস্থিত।

২।—আভা ও
৩।—আমারাপুরা } পূর্ব্বে এই নগরে রাজধানী ছিল, ইহাও ইরাবতী নদীর তীরস্থিত।

৪।—ইয়ান্দাবো
৫।—পাটনাগো
৬।—ভামো } এই কয়েকটি প্রধান নগর।

৭।—আরাকান
৮।—রামড়ি } আরাকানের প্রধান নগর। এই স্থানে আরাকানের কমিশ্যনর অবস্থিতি করেন; এই স্থানের অধিবাসীকে মগ বলে।

৯।—মৌলমিন } মৌলমিনের প্রধান নগর। মৌলমিনেব অধীনস্থ প্রদেশকে টেনাসরিম বলে।

১০।—মার্ত্তাবান
১১।—টঙ্
১২।—নিয়াং } পেগুর প্রধান নগর। পেগুর ২৭ ক্রোশ দক্ষিণে রেঙ্গুন নগর।

শ্যাম। (২)

সীমা—উত্তরে—লেয়স্, পূর্ব্বে—আনাম, দক্ষিণে—বঙ্গসাগর ও মালয় এবং পশ্চিমে—ব্রহ্মদেশ।

ইহারা আপনাদিগের দেশকে শ্যাম বলেনা টহে কহে, বর্ম্মা-বাসীরা সান কহে। তদনুসারে ইহার নাম শ্যাম হইয়াছে; ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

১।—ব্যাঙ্কক—শ্যামের রাজধানী, মীনাম নদীর তীরস্থিত। এই স্থানের সমুদায় গৃহই দারুময়; বাঁশের উপরিভাগে ভেলার ন্যায় ভাসিতেছে।

২।—ইউথিয়া—পূর্ব্বে রাজধানী ছিল।

মালয়। (৩)

সীমা।—উত্তরে—শ্যাম, পূর্ব্বে—শ্যাম উপসাগর, দক্ষিণে—ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে—বঙ্গসাগর।

পরিমাণ-ফল—৬০০ বর্গক্রোশ এবং অধিবাসীর সংখ্যা—৪,২০,০০০।

১। মালক্কা—মালয়ের রাজধানী।

২। সিংহপুর—মালয়ের প্রধান নগর, মালয় উপদ্বীপের প্রান্তে স্থিত।

৩। পিনাং—মালয়ের পশ্চিমাংশে।

আনাম। (৪)

সীমা—উত্তরে—চীন, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে—চীনসাগর এবং পশ্চিমে—লেয়স্ ও শ্যাম।

পরিমাণ-ফল—৮৫০ বর্গক্রোশ এবং অধিবাসীর সংখ্যা—২,১০,০০,০০০।

১। হিউ।—আনামের রাজধানী। সমুদ্র হইতে ৪ চারি ক্রোশ অন্তরে স্থিত।

২। বেসো—টঙ্কিনের প্রধান নগর।

৩। সায়গণ—ক্যাম্বোডিয়ার প্রধান নগর।

লেয়স্। (৫)

সীমা—উত্তরে—চীন, পূর্ব্বে—আনাম, দক্ষিণে—শ্যাম ও ক্যাম্বোডিয়া, ও পশ্চিমে—ব্রহ্মদেশ।

১। জামী—লেয়সের রাজধানী। ব্যাঙ্কক নগর হইতে ১৫০ ক্রোশ উত্তরে স্থিত।

চীন।

সীমা—উত্তরে—চীন তাতার, পূর্ব্বে—পীতসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে—টঙ্কিন উপসাগর ও পূর্ব্বে—পূর্ব্ব উপদ্বীপ।

পরিমাণ-ফল—৮৫,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩৮,০০,০০,০০০।

১। পিকিন—চীনের রাজধানী। পিকিনের উত্তরাংশে প্রায় ২৫ ক্রোশ অন্তরে; এই স্থানে একটি বৃহৎ প্রাচীর এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, চীনরাজ্যের উত্তরাংশ রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ২০০০ দুই সহস্র বৎসরের অধিক অতীত হইল ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা উচ্চতাতে প্রায় ১৬।১৭ হস্ত ও ৭৫০ ক্রোশ বিস্তৃত।

এই স্থানে একটি বৃহৎ ক্যানেল অর্থাৎ খাল আছে, যাহা হ-চু-ফু হইতে পিহো নদীর শাখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে,

যাহা দূরত্বে প্রায় ৩৫০ ক্রোশ; ইহাও চীনবাসীদিগের একটি জাতীয় কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত।

২। ন্যানকিন—ইয়াং-ট-সি-কিয়াঙ্গের উপরিভাগে স্থিত, পিকিন হইতে ২৫০ ক্রোশ দক্ষিণে। শিল্পকর্ম্ম ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ, এই স্থানে একটি চীনদেশীয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মন্দির আছে, যাহার উচ্চতা ৯০ হস্ত।

৩। হং-চু-ফু-ইহা একটি প্রধান নগর, বৃহৎ ক্যানেলের দক্ষিণাংশে স্থিত।

৪। কিং-টি-চিয়াং—পোইয়াং হ্রদের পূর্ব্বাংশে স্থিত। এই স্থান কেবল চীনের বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ।

৫। ক্যাণ্টন্—ক্যাণ্টন নদীর তীরে অবস্থিত। অধিকাংশ অধিবাসী নৌকায় অথবা ভাসমান গৃহে বাস করে। এই স্থান বিদেশীয় বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

৬। অ্যাময়—ইহা একটি বন্দরস্থান, ক্যাণ্টন হইতে উত্তর-পূর্ব্বে ১৬০ ক্রোশ অন্তরে স্থিত।

৭। ফু-চু ফু—অ্যাময়ের উত্তর-পূর্ব্বে ৬৫ ক্রোশ অন্তরে স্থিত ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৮। নিং-পা—হং-চু-ফুর পূর্ব্বে প্রায় ৪৫ ক্রোশ অন্তরে স্থিত, অথবা চুশানদ্বীপের বিপরীতাংশে রেশমের প্রধান ব্যবসায়স্থান।

৯। শ্যাঙ্ঘে—ন্যানকিন্ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৬০ ক্রোশ অন্তরে স্থিত, ইয়াং-ট-সি-কিয়াঙ্গের অভিমুখে। ইহা চীনরাজ্যের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান।

১০। টস্কিন—প্রধান নগর।

তিব্বৎ।

সীমা—উত্তরে—চীনতাতার, পূর্ব্বে—চীন, দক্ষিণে—ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে—তুরান।

পরিমাণ-ফল—১,৩০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৬০,০০,০০০।

১। লাসা—তিব্বতের রাজধানী। এই নগরে লামার মন্দির আছে।

২। টেসুলম্বু—তিব্বতের প্রধান নগর।

৩। লেঃ—লাডকের রাজধানী।

চীন-তাতার।

সীমা—উত্তরে—রুষিয়া, পূর্ব্বে—জাপান সাগর, দক্ষিণে—পীত সাগর, চীন ও তিব্বৎ ও পশ্চিমে—তুরাণ।

পরিমাণ-ফল—৫,০০,০০০, অধিবাসীর সংখ্যা—৬৩,০০,০০,০০০।

এই দেশের দক্ষিণে—কিয়ুনলন, মধ্যস্থলে—তেঙ্গ্রীত্যাগ, পশ্চিমে—বেলুরত্যাগ ও উত্তরে—আল্টাই পর্ব্বত। অভ্যন্তরে গোবী বা স্বর্ণনামে একটি মরুভূমি আছে। এই দেশের পশ্চিম ভাগে—কাল্মক, মধ্যভাগে—মোগল, পূর্ব্বভাগে—মান্দশূর জাতির বাস। চীন ও এই দেশের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ প্রাচীর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; তাতারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য চীনেরা ইহা প্রস্তুত করেন।

১। ইয়ার্খণ্ড—তুর্কিস্থান প্রদেশের রাজধানী।

২। হানিয়াং বা কিঙ্কিটেঙ—প্রধান নগর কোরিয়ার অন্তর্গত।

৩। মোকডেন ও কিরুনউলা—প্রধান নগর মাঞ্চূরীয়া-স্থিত।

৪। উর্গা—এ দেশে লামার অধিবাসস্থান।

৫। খস্‌গড়—চীনতাতারের প্রাচীন রাজধানী।

৬। খোটেন আক্‌সু—বহু বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

রুষিয়া।

সীমা—উত্তরে—উত্তরমহাসাগর, পূর্ব্বে—প্রশান্তমহাসাগর। দক্ষিণে—চীনতাতার, তুরান ও পারস্য ও পশ্চিমে—ইউরোপীয় রুষিয়া।

পরিমাণ-ফল—১০,৫০,০০০বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৭০;০০,০০০।

ককেসস্ পর্ব্বতের দক্ষিণ ও পারস্যের বায়ুকোণস্থিত কিয়দংশ ব্যতিরেকে রুষিয়ার সমুদায় ভাগকে সাইবিরিয়া কহে। এই প্রদেশ অতি শীতল, এ দেশের ভূ-গর্ত্ত হইতে এক প্রকার মেটে তৈল বহির্গত হয়, তাহা দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও নীল। ঐ তৈলে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে।

১। টোবলস্ক ও টাইমেন—রুষিয়ার প্রধান নগর, পশ্চিম রুষিয়ায় স্থিত।

২। ওখটস্ক ও টোমস্ক—বিপুল ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

৩। বারনৌল—ওবি নদীর তীরবর্ত্তী।

৪। ইকাটরিম বর্গ, নিজনিও সজিলস্ক—ইউর‍্যাল নদীর তীরে অবস্থিত, সুবর্ণ ও প্লাটিনমের আকরের জন্য বিখ্যাত।

৫। ইর্কটস্ক—বৈকালহ্রদের তীরে অবস্থিত।

৬। কায়েখেটা—বৈকালহ্রদের দক্ষিণ, রুষিয়া ও চীনদিগের বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

৭। নরচিনিস্ক—আমুর নদীর তীরস্থিত,লৌহ ও সীসের আকরের জন্য বিখ্যাত।

৮। ইয়ারখটস্ক—লিনা নদীর তীরস্থিত, হস্তিদন্তের বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

৯। ওখটস্ক—ওখটস্ক সাগরের তীরে অবস্থিত।

১০। টেকলিস্—রুষিয়া প্রদেশের রাজধানী।

স্বাধীন তাতার।

সীমা—উত্তরে—রুষিয়া, পূর্ব্বে—চীন-তাতার, দক্ষিণে—আফ্-গানিস্থান, পারস্যদেশ ও পশ্চিমে—ক্যাস্পিয়ান সাগর ও রুষিয়া।

পরিমাণ-ফল—৬,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১৭,০০,০০০।

এই দেশে তাজিক ও উজবেক নামে দুই সম্প্রদায় লোক বাস করে, ইহারা পুরাবৃত্তে সমধিক প্রসিদ্ধ।

১। বোখারা—স্বাধীন তাতারের প্রধান নগর। বিপুল অর্থের জন্য প্রসিদ্ধ, এই স্থানে সার্দ্ধ লক্ষ লোকের বাস, এই স্থানে ৩০০ শতেরও অধিক বিদ্যালয় আছে, মস্-জিদও অনেক আছে।

২। সমরখন্দ—বোখারা হইতে ৫৪ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত। ইহা তৈমুর খাঁর রাজধানী।

৩। বল্‌খ—বাক্‌ট্রিয়া রাজ্যের রাজধানী, বোখারা হইতে ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে।

৪। বাদাক্ষান—পদ্মরাগ মণির জন্য বিখ্যাত।

৫। খোকন ও তাস্‌খন্দ—কিংখাপ ও পট্টবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত।

৬। ক্ষীবা—দাস-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

৭। মৌলমীন মর্ব্ব—সাংযাত্রিক বণিকদিগের গমনের জন্য বিখ্যাত।

আফ্‌গানিস্থান।

সীমা—উত্তরে—তুরান, পূর্ব্বে—ভারতবর্ষ, দক্ষিণে—আরবসাগর ও পশ্চিমে—পারস্যদেশ।

পরিমাণ-ফল—১,২৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪০,০০,০০০।

পুরাকালে সল নামে ইহুদি-রাজ তুরস্কে রাজত্ব করিতেন। আফ্‌গান নামে তাঁহার এক পৌত্র ছিল, তাহারা আপনাদিগকে সেই আফ্‌গানের বংশ বলিয়া স্বীকার করেন।

১। কাবুল—আফ্‌গানিস্থানের রাজধানী, কাবুল নদীর তীরে অবস্থিত, বহুবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

২। কান্দাহার—নাতিশীতোষ্ণ ও অতি রমণীয় স্থান।

৩। হীরাত, গজ্‌নী ও জেলালাবাদ—খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে গজ্‌নী এক বিপুল রাজ্যের রাজধানী ছিল, ১৮৪২ খৃঃ অব্দে সার্ রবার্ট সেল জেলালাবাদে বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করেন।

২। খিলাৎ—বেলুচিস্থানের রাজধানী।

পারস্য দেশ।

সীমা—উত্তরে—রুষিয়া, ক্যাস্পিয়ান সাগর ও তুরান, পূর্ব্বে—আফ্‌গানিস্থান ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে—পারস্য উপসাগর ও পশ্চিমে—তুরস্ক।

পরিমাণ-ফল—৩,২০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৭০,০০০০।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ ভিন্ন অন্য স্থানে একটি মরুক্ষেত্র আছে, তাহাকে করুর মরু কহে। ইহার অধিবাসীকে পারসিক কহে। ইহারা আশ্রমী ও নিরাশ্রমী এই দুই ভাগে বিভক্ত। পারস্য-বাসীরা মুসলমান ধর্ম্মের শিয়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত।

১। তিহারান—পারস্যের রাজধানী, ক্যাস্পিয়ান সাগর হইতে ৪০ ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত।

২। ইস্পাহান—পারস্যের পূর্ব্ব-রাজধানী ছিল।

৩। সিরাজ—উদ্যান ও মদিরার জন্য বিখ্যাত।

৪। রেসদ ও বলফ্রাস্—ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত।

৫। বুশীর—পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত।

৬। টেব্রিজ—উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত, পারস্যের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৭। ইয়েজেদ—পারস্যের মধ্যস্থলে স্থিত।

৮। মোসিদ—উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

৯। হামেডন্—তিহারান হইতে ৯০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত। ইহা মিডন্‌দিগের প্রাচীন রাজধানী ছিল।

তুরস্কদেশ।

সীমা -উত্তরে—কৃষ্ণসাগর ও রুষিয়া, পূর্ব্বে—রুষিয়া ও পারস্য দক্ষিণে—আরব ও পশ্চিমে—ভূমধ্যস্থসাগর।

পরিমাণফল—৩,২০,০০০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১,৬,০০,০০০।

তুরস্ক, এসিয়া মাইনার, সীরিয়া, অ্যাল্‌জিরিয়া বা মিসোপোটেমিয়া, ইরাক্-আরাবি বা চ্যালদিয়া, কুর্দ্দিস্থান ও আর্মেনিয়া এই ছয় ভাগে বিভক্ত।

এসিয়া মাইনার।

তুরস্কের পশ্চিম ভাগকে এসিয়া মাইনার কহে।

১। স্মীর্ণা—এসিয়া মাইনারের প্রধান নগর।

২। স্কুটারি—কনষ্ট্যাণ্টিনোপল প্রণালীর সম্মুখে সমুদ্রের পরপারে স্থিত।

৩। ব্রুসা—স্কটারির প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত।

৪। আঙ্গোরা—মধ্যস্থলে স্থিত, লোমাবৃত ছাগলের জন্য বিখ্যাত।

৫। সিনোপ ও ট্রিবিজণ্ড—কৃষ্ণসাগরের উপরিভাগে স্থিত। প্রধান বন্দর স্থান।

৬। কোনে—স্মীর্ণা হইতে দেড় শত ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত।

৭। শিবস্—রুমের রাজধানী, উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

৮। টার্সাশ—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

সীরিয়া।

সীরিয়া—তুরস্কের দক্ষিণ ভাগে স্থিত, ভূমধ্যস্থসাগরের তীরবর্ত্তী।

১। প্যালেস্তাইন্ বা পবিত্র স্থান—সীরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগকে প্যালেস্তাইন কহে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা "যিশুখৃষ্ট" এই স্থানে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

২। বেথ্‌লেহাম্—প্যালেস্তাইনের অন্তর্গত নগর, এই স্থানে মহাত্মা "যিশুখৃষ্টের" জন্ম হয়।

৩। জেরুজিলাম্—বেথ্‌লেহাম্ নগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর, এই স্থানে মহাত্মা "যিশুখৃষ্ট" অবস্থিতি ও অলৌকিক কার্য্য করেন ও ক্রুশে বিদ্ধ হন।

৪। টায়ার—জেরুজিলাম্ হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তরে, ইহা ফিনিকিয়ার রাজধানী।

৫। একর—জেরুজিলাম্ হইতে ৩৭ ক্রোশ উত্তরে, সামরিক ঘটনার জন্য বিখ্যাত।

৬। গেজা—বাণিজ্যের জন্য খ্যাত।

৭। বালবেক ও পামিরা—পূর্ব্বে সীরিয়ার রাজধানী ছিল।

৮। ড্যামেস্কাস্—প্যালেস্তাইনের উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত। পট্ট-বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

৯। আলেপো—উত্তর সীরিয়ার প্রধান নগর, এই স্থানে রেশম ও সূতার বিশেষ কারখানা আছে।

১০। আণ্টেকিয়া—পূর্ব্বকালে ইহাকে আণ্টিয়ক্ বলিত।

১১। হিমা, ত্রিপলী ও বেরুত্—তুরস্কের প্রধান নগর।

অ্যাল্‌জিরিয়া বা মিসোপোটেমিয়া।

১। অ্যাল্‌জিরিয়া—ইউফ্রেটীশ্ ও টাইগ্রীশ্ নদীর মধ্যবর্ত্তী, ইহাকে পূর্ব্বে মিসোপোটেমিয়া বলিত।

২। মোসল—টাইগ্রীশের উপরিভাগে স্থিত, অ্যাল্‌জিরিয়ার প্রধান নগর; এক সময়ে ইহা উৎকৃষ্ট বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাহাকে মস্‌লিন বলিত।

৩। নেনিবা—মোসল নগরের বিপরীত দিকে।

৪। দায়েব্বেকির্—টাইগ্রীশের উপরিভাগে উত্তরাংশে স্থিত।

ইরাক্-আরাবি বা চ্যাল্‌দিয়া।

১। ইরাক্-আরাবি—তুরস্কের অগ্নিকোনে স্থিত, পূর্ব্বে এই দেশকে ব্যাবিলোনিয়া বলিত। ইহা এক সময়ে অত্যন্ত উর্ব্বরা স্থান ছিল, কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশই মরুভূমি হইয়া গিয়াছে।

২। বোগ্‌দাদ—টাইগ্রীশের উপরিভাগে স্থিত। ইহা এক সময়ে খালিপের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল।

৩। হিল্লা—বোগ্‌দাদের দক্ষিণ ইউফ্রেটীশের উপরিভাগে স্থিত। প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংস এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

৪। বসোরা বা বাস্‌রা—সৎ-এল-আরব নদীর উপরিভাগে স্থিত, বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

কুর্দ্দিস্থান।

১। কুর্দ্দিস্থান—আর্মেনিয়ার দক্ষিণ ও টাইগ্রীশ্‌ নদীর উত্তর দিকে স্থিত। পূর্ব্বে এই দেশকে অ্যাসিরীয়া বলিত।

২। বান
৩। বেটলিস্‌ } কুর্দ্দিস্থানের প্রধান নগর।
৪। ডারবেকর

আর্মেনিয়া।

১। আর্মেনিয়া—ককেসস্‌ পর্ব্বতের দক্ষিণ ও কুর্দ্দিস্থানের উত্তর।

২। অর্জরম—আর্মেনিয়ার প্রধান নগর। এই দেশের লোকদিগকে আর্মেনিয় বলিত।

এসিয়াটিক্‌ তুরস্কের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগে সাইপ্রাস্‌, রোডস্‌, পাটমাস্‌, সিয়ো ও লেম্‌নস্‌ এই কয়েকটি দ্বীপ প্রধান।

আরব-দেশ।

সীমা—উত্তরে—তুরস্ক, পূর্ব্বে—পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর, দক্ষিণে—আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে—লোহিত সাগর ও সুয়েজ্‌ খাল।

পরিমাণফল—৬,০০,০০০, অধিবাসীর সংখ্যা—৯০,০০,০০০।

আরব একটি উপদ্বীপ, ইহার মধ্যভাগ অনুর্ব্বরা, এই স্থানে সিমূম নামে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়। আরবেরা, মরুভূমি-নিবাসী, কৃষক ও নগরবাসী এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

১। মক্কা—আরবদেশের রাজধানী। এই স্থান মহম্মদের জন্ম-পরিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ।

২। মদিনা—আরবের প্রধান নগর, এই স্থান মহম্মদের সমাধি-মঠের জন্য প্রসিদ্ধ।

৩। জিড্ডা—এইটি প্রধান বন্দরস্থান, সমুদ্রযাত্রী ও পণ্যদ্রব্যের যাতায়াতের জন্য বিখ্যাত।

৪। ইয়েম্বো—মদিনার বন্দরস্থান, বাণিজ্যও বহুবিস্তৃত।

৫। মোচা—বাবলমন্দব প্রণালীর নিকটবর্ত্তী, এই স্থানে উৎকৃষ্ট কাফি পাওয়া যায়।

৬। মস্কট্—এই স্থানে বাণিজ্য বিস্তৃতরূপে হইয়া থাকে, এই স্থান হইতেই বেদানা ও পিণ্ডিখেজুর ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে।

৭। সানা—ইয়েমেনের প্রধান নগর।

৮। এডেন—আরবের নৈঋর্ত কোণে স্থিত, এই স্থান দিয়া ইংলণ্ডে ডাক গমন করে।

৯। হোদেদা—সানার বন্দরস্থান।

১০। রায়দ্—মধ্যস্থিত, ওয়াহেবী সুলতানের রাজধানী।

এসিয়ার সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান দ্বীপ।

জাপান।

জাপান সাগরের পূর্ব্ব-সীমাতে কতকগুলি দ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে জাপান দ্বীপশ্রেণী বলে। উহাদের মধ্যে নিপন বা হোন্দু, কিউছিউ, শিককু ও জেসো প্রধান। জাপান দ্বীপে উৎকৃষ্ট বার্ণিশ প্রস্তুত হয়।

পরিমাণফল—৭৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩, ৬০,০০,০০০।

১। জেডো—জাপান দ্বীপের রাজধানী, ইহার রাজপুরী অতি বিস্তৃত।

২। ওসাকো—নিপনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে।

৩। মিয়াকো—ইহাকে এক্ষণে কিওতু বলে, মিকাডোর রাজধানী ছিল।

৪। নাগাসাকী—কিউছিউ দ্বীপের উপরিস্থিত।

৫। কোবি—কিওতুর নূতন বন্দরস্থান, ইহার সন্নিকটে হিওগো।

৬। হকোদেৎ—জেসোদ্বীপের বন্দরস্থান।

ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাবা, সিলিবিস্ ও লুজন প্রসিদ্ধ।

১। বোর্ণিও—বোর্ণিও দ্বীপের প্রধান নগর।

২। সুমাত্রা—সুমাত্রা দ্বীপের প্রধান নগর।

৩। জাবা—বাটেভিয়া।

৪। লুজন—ম্যানিলা।

এসিয়ার প্রধান প্রধান বন্দরস্থান।

১। কৃষ্ণসাগর—পোতি, ত্রিবিজঞ্জ, ও সিনোপ।

২। ভূমধ্যস্থসাগর—স্মীর্ণা, স্ক্যান্দিরুন, লটেকিয়া, ত্রিপলী, বেরুত্, একর ও জাফা।

৩। লোহিত সাগর—ইয়েম্বো, জিদা, হোদেদা ও মোচা।

৪। এডেন্ উপসাগর—এডেন্।

৫। আরবসাগর—মস্কট।

৬। পারস্য উপসাগর—বুন্দের আব্বাস্ ও বুশীর।

৭। সিলোন বা সিংহল—কলম্বো, গেলী ও ত্রিঙ্কোমালী।

৮। মালক্কাপ্রণালী—পিণং, মালক্কা ও সিঙ্গাপুর।

৯। চীনসাগর—ব্যাঙ্কক, সাইগন, হিউ, মেকাও, হংকং, ক্যাণ্টন্, সুয়াতো, অ্যাময়, ফু-চু, নিংপো, শ্যাঙ্ঘে ও ন্যানকিন্।

১০। পীত-সাগর—চিফু, তিন্‌সিন।

১১। জাপান—নাগাসাকী, কোবি, জকোহামা ও হকোদেৎ।

১২। ক্যামস্কট্‌কা—পিত্রোপলস্কী।

অষ্টম অধ্যায়।

ইউরোপ।

সীমা—উত্তরে—উত্তরমহাসাগর, পূর্ব্বে—ক্যাস্পিয়ানসাগর, ইউরাল নদী ও ইউরাল পর্ব্বত, দক্ষিণে—ভূমধ্যস্থসাগর, কৃষ্ণসাগর ও ককেসস্ পর্ব্বত ও পশ্চিমে—আটল্যাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণফল—৪০,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩৩,০০,০০,০০০।

ইউরোপ যদিও অন্য তিন খণ্ড অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র, তথাচ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাতে অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

প্রচলিত ধর্ম্ম—ইউরোপের মধ্যে তুরস্ক জাতিই কেবল মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত; তদ্ভিন্ন সকল দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত; এই ধর্ম্ম তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথাঃ—রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট ও গ্রীকচর্চ্চ। ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম, স্পেন্, পর্টুগ্যাল, আয়ার্ল্যাণ্ড, জর্ম্মনির দক্ষিণাংশ, সুইজর্ল্যাণ্ড ও ইটালী এই সকল দেশস্থ লোকেরা রোমান-ক্যাথলিক অর্থাৎ রোমদেশীয় পোপের মতাবলম্বী। ইংল্যাণ্ড, স্কটলণ্ড, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন্, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, প্রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনির উত্তর অংশ এই সকল দেশস্থ লোক প্রোটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ রোমদেশীয় পোপের বিপক্ষ। গ্রীশ ও

রুষিয়া এই দুই দেশস্থ লোক গ্রীকচর্চ্চ অর্থাৎ গ্রীশদেশীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের মতাবলম্বী।

লোক-চরিত্র।—ইউরোপীয় সকল জাতির চরিত্র বর্ণনা করিতে হইলে, ইংরাজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও ক্ষমতা দ্বারা কত প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাঁদের স্বাধীনতা ও স্বদেশের প্রতি এমন প্রগাঢ় অনুরাগ আছে যে, যদি কখন আপনাদের দেশ শত্রুহস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে ইহাঁরা তাহার উদ্ধারার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ফরাসীরা যদিও ইংরাজদের ন্যায় বিজ্ঞ, বলবান্ ও সভ্য, তথাচ তাঁহারা কিঞ্চিৎ অস্থির ও অহঙ্কৃত।

জর্ম্মনেরা অতিশয় গম্ভীর, বিদ্বান্ ও আত্মরক্ষণক্ষম। অষ্ট্রীয়ানেরা জ্ঞানবান্, শিল্পকর্ম্মে পারদর্শী ও যোদ্ধা।

সুইসেরা সরলপ্রকৃতি, সুনিয়মী ও স্বদেশানুরাগী। ইটালিয়ান্‌দের সঙ্গীত-বিদ্যায় ও চিত্র-বিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, কিন্তু ইহাঁরা অতিশয় বৈরনির্য্যাতক।

স্পেনীয়েরা ও পর্টুগীজেরা অহঙ্কৃত, মূর্খ, গম্ভীর ও প্রতিহিংসক, কিন্তু একদা পর্টুগীজেরা বাণিজ্য ও জল-পথ-ভ্রমণের নিমিত্ত অতিশয় বিখ্যাত ছিল।

ওলন্দাজেরা শিষ্ট, পরিমিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী। প্রুষিয়েরা পরিশ্রমী ও সাহসী।

দিনামারেরা পরিমিতব্যয়ী, যোদ্ধা ও পরিশ্রমী। পোলজাতি সুশ্রী, দীর্ঘাকার ও বলবান্, কিন্তু নিকৃষ্টের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া থাকে।

রুষিয়ানেরা পূর্ব্বে অতিশয় অসভ্য ও মূর্খ ছিল,কিন্তু এক্ষণে বিদ্যালোচনা ও অন্যান্য উত্তম বিষয়ের বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছে।

নরওয়েবাসীরা সুমেলক, ধৈর্য্যশালী ও প্রতিহিংসক।

সুইডেরা অতিশয় পরিশ্রমী ও বলবান্। স্কচেরা পরিমিতব্যয়ী ও সুনিয়মী। আইরিসেরা সরল ও সাহসী, কিন্তু কিঞ্চিৎ লম্পট।

তুর্কীরা গম্ভীর, অহঙ্কৃত, সাহসী ও সত্যবাদী, কিন্তু কখন কখন অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ কোরানের মতাবলম্বী। মহম্মদ নামক এক জন প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক দ্বারা কোরান লিখিত হইয়াছিল। কোরানের মতে ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইউরোপে নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশ আছে।

১। গ্রেটব্রীটন।
২। আয়ার্ল্যাণ্ড।
৩। নরওয়ে।
৪। সুইডেন্।
৫। রুষিয়া।
৬। প্রুষিয়া।
৭। ডেন্মার্ক।
৮। হল্যাণ্ড।
৯। বেল্জিয়ম্।
১০। ফ্রান্স্।
১১। সুইজর্ল্যাণ্ড্।
১২। জর্ম্মনি-রাজ্য।
১৩। অষ্ট্রীয়া।
১৪। পর্টুগ্যাল্।
১৫। স্পেন্।
১৬। ইটালী।
১৭। গ্রীশ্।
১৮। তুরস্ক।

ইউরোপের প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। উত্তর মহাসাগরে—নবজম্বা ও স্পিট্জবর্জ্জ।

২। নরওয়ের পশ্চিমে—লফোডেন্‌পুঞ্জ।

৩। অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে—গ্রেট্‌ব্রীটন্‌, আয়ার্‌ল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ড্‌।

৪। ব্রীটন ও আইস্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে—ফেরো দ্বীপপুঞ্জ।

৫। পর্টুগ্যালের পশ্চিমে—অ্যাজোরস্‌ দ্বীপপুঞ্জ।

৬। বল্টিক্‌ সাগরে—জিল্যাণ্ড, ফিউন্যান ও লা-ল্যাণ্ড।

৭। সুইডেনের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে—বরন্‌হম্‌, ওল্যাণ্ড ও গথ্‌-ল্যাণ্ড।

৮। রিগা উপসাগরের নিকটে—ইসেল্‌ ও ডাগো।

৯। বোথ্‌নিয়া উপসাগরের অভিমুখে—অ্যালযাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

১০। ভূমধ্যস্থসাগরে—কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলী,* মল্টা, ক্যাণ্ডিয়া, ক্রিট, মাজর্কা, মিনর্কা ও ইবিকা।

১১। স্পেনের পূর্ব্বাংশে—বেলিরিক্‌।

১২। গ্রীশের পশ্চিমাংশে—আইওনিয়ান্‌ দ্বীপপুঞ্জ।

ইউরোপের প্রধান প্রধান উপদ্বীপ।

১। স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া
২। নরওয়ে
৩। সুইডেন্‌
৪। জটল্যাণ্ড
} ডেন্‌মার্কের উত্তরাংশে।

৫। স্পেন্‌
৬। পর্টুগ্যাল্‌
৭। ইটালী
৮। গ্রীশ্‌
৯। ক্রিমিয়া
} রুষিয়ার দক্ষিণাংশে।

* সিসিলী—ভূমধ্যস্থসাগরের মধ্যে প্রধান দ্বীপ।

১০। মোরিয়া—গ্রীশের অন্তর্গত।

ইউরোপের প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। উত্তর অন্তরীপ—নরওয়ের উত্তর।

২। নেজ—নরওয়ের দক্ষিণ।

৩। স্কা—ডেন্‌মার্কের উত্তর।

৪। ল্যাণ্ডস্ এণ্ড
৫। নিজার্ড } ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম।

৬। কিলিয়ার্—আয়ার্‌ল্যাণ্ডের দক্ষিণ।

৭। লাহোগ—ফ্রান্সের উত্তর।

৮। আর্টিগ্যাল
৯। ফিনিষ্টার } স্পেনের উত্তর পশ্চিম।

১০। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট—পর্টুগালের দক্ষিণ-পশ্চিম।

১১। পাসারো—সিসিলীর দক্ষিণ।

১২। স্পার্টিবাণ্ট—ইটালীর দক্ষিণ।

১৩। মার্টাপান্—গ্রীশের দক্ষিণ।

১৪। ওয়ার্থ—স্কটল্যাণ্ডের উত্তর।

১৫। ক্লিয়ার্—আয়ার্‌ল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম।

ইউরোপের প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। অ্যাল্‌পস্—ইহার এক দিকে ইটালী, অন্য দিকে ফ্রান্স, সুইজর্ল্যাণ্ড ও জর্ম্মনি; ইহার শৃঙ্গ মণ্ট ব্যাঙ্ক ইউরোপের সকল পর্ব্বত হইতে উচ্চ।

২। পিরিনিস্—ইহার উত্তর দিকে ফ্রান্স ও দক্ষিণ দিকে স্পেন্।

৩। অ্যাপিনাইন্স—ইটালীর অন্তর্গত, ইহার শৃঙ্গ মণ্টি-কর্ণ ৬৩,৬২ হস্ত উচ্চ।

৪। বল্কান্—তুরস্কের অন্তর্গত।

৫। কার্পেথিয়েন্—অষ্ট্রীয়ার উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

৬। এল্‌বর্জ্জ—ইউরোপে।

৭। স্ক্যাণ্ডিনেবিয়ান্—নরওয়ের উপকূলে স্থিত।

৮। গ্র্যাম্পিয়ান্—স্কট্‌ল্যাণ্ডে।

৯। ইউর‍্যাল্—এক দিকে ইউরোপ অন্য দিকে এসিয়া।

ইউরোপের প্রধান প্রধান আগ্নেয় পর্ব্বত।

১। বিসুবিয়স্—ইটালীর অন্তর্ব্বর্ত্তী নেপলস্ দ্বীপে।

২। এট্‌না—সিসিলী দ্বীপে।

৩। হেক্লা—আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপে।

ইউরোপের প্রধান প্রধান সাগর।

১। শ্বেত সাগর—রুষিয়ার উত্তর।

২। বল্টিক্—ইহার এক দিকে সুইডেম্ ও অন্য দিকে জর্ম্মনি, প্রুষিয়া ও রুষিয়া।

৩। উত্তর সাগর বা জর্ম্মন সাগর—ইহার এক দিকে ব্রীটন ও অন্য দিকে আয়ার্ল্যাণ্ড।

৪। কাটিগ্যাট—ডেন্‌মার্ক ও সুইডেনের মধ্যস্থিত।

৪। স্ক্যাগারর‍্যাক্—ডেন্‌মার্ক ও নরওয়ের মধ্যস্থিত।

৬। আইরিশ সাগর বা সেণ্টজর্জ্জ সাগর } ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যস্থিত।

৭। বিস্কে—ফ্রান্সের পশ্চিম ও স্পেনের উত্তর।

৮। ভূমধ্যস্থ সাগর—ইহার এক দিকে ইউরোপ ও অন্য দিকে আফ্রিকা।

৯। অ্যাড্রিয়াটিক সাগর—ইটালী ও তুরস্কের মধ্যস্থিত।

১০। ইজিয়ান্ সাগর—গ্রীস্ ও এসিয়াটিক তুরস্কের মধ্যস্থিত।

১১। মর্ম্মর সাগর—ইউরোপীয় তুরস্ক ও এসিয়া-মাইনরের মধ্যস্থিত।

১২। কৃষ্ণসাগর—এসিয়াটিক তুরস্ক ও রুষিয়ার মধ্যস্থিত।

১৩। এজোব সাগর—রুষিয়ার দক্ষিণ।

১৪। ইংলিশ সাগর—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যস্থিত।

ইউরোপের প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। ফিন্‌ল্যাণ্ড ও
২। রিগা উপসাগর } রুষিয়ার পশ্চিম।

৩। বোথ্‌নিয়া উপসাগর—সুইডেন ও রুষিয়ার মধ্যস্থিত।

৪ লায়ন্স উপসাগর—ফ্রান্সের দক্ষিণ।

৫। জেনেওয়া উপসাগর—ইটালীর উত্তর-পশ্চিম।

৬। টরেণ্টো উপসাগর—ইটালীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

ইউরোপের প্রধান প্রধান প্রণালী।

১। সাউণ্ড—সুইডেন্ ও জিল্যাণ্ড দ্বীপের মধ্যস্থিত।

২। ডোবর্—উত্তর সাগর ও ইংলিশ সাগরের মধ্যস্থিত।

৩। জীব্রল্‌টার—অ্যাটল্যাণ্টিক ও ভূমধ্যস্থ সাগরের মধ্যস্থিত।

৪। ডার্ড্‌নেলিশ্—ভূমধ্যস্থ ও মর্ম্মর্ সাগরের মধ্যস্থিত।

৫। কনষ্ট্যাণ্টিনোপল বা বসপোরস্ } মর্ম্মর্ ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যস্থিত।

৬। গুরুবেণ্ট—জিল্যাণ্ড ও ফিউন্যাল দ্বীপের মধ্যস্থিত।

৭। লঘুবেণ্ট—জটল্যাণ্ড ও ফিউন্যাল দ্বীপের মধ্যস্থিত।

৮। বোনিফেসিও—কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যস্থিত।

৯। মেসিনা—ইটালী ও সিসিলী দ্বীপের মধ্যস্থিত।

১০। ওট্র্যাণ্টো—এড্রিয়াটিক সাগরের অভিমুখে।

১১। ইনিকেল্—কৃষ্ণ ও আজব সাগরের মধ্যস্থিত।

ইউরোপের প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। লাডোগা ও ২। ওনিগা } রুষিয়ার অন্তর্গত।

৩। ইউনার ও ৪। ওয়েটর } সুইডেনের অন্তর্গত।

৫। জেনেবা ও ৬। কনস্ট্যান্স } সুইজার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত।

৭। গার্ডা—ইটালীর অন্তর্গত।

ইউরোপের প্রধান প্রধান নদী।

	নদী।	যে স্থান হইতে উৎপন্ন।	যে স্থানে পতিত।
১।	ভল্‌গা...	রুষিয়া...	ক্যাস্পিয়ান সাগরে।
২।	ডন্‌...রুষিয়াস্থ সেণ্ট জনদ্বীপ...		কৃষ্ণসাগরে।
৩।	নিপার...কার্পেথিয়ান্‌ পর্ব্বত..		কৃষ্ণসাগরে।
৪।	নিষ্টার...	রুষিয়া... ...	আজব সাগরে।
৫।	ডুইনা...বাল্‌তি পর্ব্বত		শ্বেতসাগরে।
৬।	দানবী ..জর্ম্মন্‌, অষ্ট্রীয়া ও তুরস্ক ...		কৃষ্ণসাগরে।
৭।	ওডর...	...প্রুষিয়া	বাল্টিক সাগরে।
৮।	ভিস্চুলা...পোল্যাণ্ড ও প্রুষিয়া...		বাল্টিক সাগরে।
৯।	রাইন্‌...সুইজার্ল্যাণ্ড, জর্ম্মনি ও হল্যাণ্ড...জর্ম্মন্‌ সাগরে।		
১০।	এলব...	জর্ম্মন্‌... ...	ঐ।
১১।	পো...	ইটালী ...	এড্রিয়াটিক্‌ সাগরে।
১২।	রোণ... ...	ফ্রান্স ...	ভূমধ্যস্থ সাগরে।
১৩।	সিন্‌...	ঐ	ইংলিস্‌ সাগরে।
১৪।	টেম্‌স্‌ ...	... ইংল্যাণ্ড...	জর্ম্মন্‌ সাগরে।
১৫।	টেগস্‌...স্পেন্‌ ও পর্টুগ্যাল...		অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে।
১৬।	ইব্রো... ...	স্পেন্‌...	ভূমধ্যস্থ সাগরে।
১৭।	লয়ার... ...	ফ্রান্স...	অ্যাটল্যাণ্টিক্‌ মহাসাগরে

ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ।

	দেশের নাম।	রাজধানীর নাম।	অবস্থিতিস্থান।
১।	ইংল্যাণ্ড—	লণ্ডন—	টেমস্‌ নদীর তীরে।

	দেশের নাম।	রাজধানীর নাম।	অবস্থিতিস্থান।
২।	স্কট্‌ল্যাণ্ড—	এডিন্‌বরা—	ফ্রিথ নদীর তীরে।
৩।	আয়ার্ল্যাণ্ড—	ডবলিন—	লিফি নদীর তীরে।
৪।	নরওয়ে—	খৃষ্টীয়ানা—	খৃষ্টীয়ানা অখাতের কূলে।
৫।	সুইডেন—	ষ্টকহোলম—	মিনার হ্রদের কূলে।
৬।	ডেন্‌মার্ক—	কোপেন্‌হেগেন্—	জিল্যাণ্ড দ্বীপের অন্তর্গত।
৭।	রুষিয়া—	সেণ্টপিটর্শবর্গ—	নিবা নদীর তীরে।
৮।	পোল্যাণ্ড—	ওয়ারসা—	ভিশ্চুলা নদীর তীরে।
৯।	প্রুষিয়া—	বর্‌লিন্—	স্প্রী নদীর তীরে।
১০।	জর্ম্মনি—	ফ্রাঙ্কফোর্ট—	মেন নদীর তীরে।
১১।	হল্যাণ্ড—	অ্যামষ্টরডম্—	এমষ্টল নদীর তীরে।
১২।	বেলজ্যাম—	ব্রসেলস—	সীন নদীর তীরে।
১৩।	ফ্রান্স—	পারিস্—	সীন্ নদীর তীরে।
১৪।	স্পেন্—	মাদরিদ—	মান্‌জিনারস্ নদীর তীরে।
১৫।	পর্টুগ্যাল—	লিস্‌বন্—	টেগস্ নদীর তীরে।
১৬।	ইটালী ..	...রোম...	টাইবার নদীর তীরে।
১৭।	সুইজার্ল্যাণ্ড—	বরন্—	অর্ক নদীর তীরে।
১৮।	অষ্ট্রীয়া—	বিয়েনা—	দানুবী নদীর তীরে।
১৯।	তুরুকি—	কনষ্ট্যাণ্টিনোপল—	স্বনামখ্যাত মোহানায়।
২০।	গ্রীস্ ..	...এথেন্স...	সমুদ্রের নিকটে।

ইউরোপের শাসন-প্রণালী।

	শাসন প্রণালীর নাম।	যে দেশে প্রচলিত।
১।	নিয়মতন্ত্র...	রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রুষিয়া।

২। প্রজাতন্ত্র—ব্রীটন্, ইটালী, স্পেন্, পর্টুগ্যাল, বেলজ্যাম্, হল্যাণ্ড, ডেন্‌মার্ক, সুইডেন্, নরওয়ে ও গ্রীস্।

৩। সাধারণতন্ত্র—সুইজার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য কতিপয় দেশ।

নবম অধ্যায়।

গ্রেট ব্রীটন দ্বীপ।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে যে দ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহাকে গ্রেট ব্রীটন্ দ্বীপ কহে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড ৪০টি, ওয়েল্‌স ১২টি ও স্কটল্যাণ্ড ৩৩টি সায়ার বা কাউণ্টিজ বা জেলাতে বিভক্ত।

ইংল্যাণ্ড।

সীমা—উত্তরে—স্কটল্যাণ্ড, পূর্ব্বে—জর্ম্মন মহাসাগর, দক্ষিণে—ইংলিশ চ্যানেল্ বা সাগর, ও পশ্চিমে—সেণ্ট জর্জ প্রণালী ও আইরিশ সাগর।

পরিমাণফল—৫৮,৩০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,৬০,০০,০০০।

ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইংরাজ কহে। ইহারা শিল্প ও বাণিজ্যকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ। এই স্থানে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুবিধা ও স্থানে স্থানে অনেক প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। এই স্থানে ৪ চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে।

এ দেশের পুরুষানুক্রমিক রাজবংশের স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয়েই রাজাসন গ্রহণ করিতে পারেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। ফ্ল্যাম্‌বোরোষ
২। স্পারন্‌-হেড্‌ } ইয়র্কসায়ারে।
৩। উত্তর ফোরল্যাণ্ড—কেণ্টে।
৩। দক্ষিণ ফোবল্যাণ্ড—ঐ।
৫। বিচিহেড্‌—সাসেক্‌স্‌ দেশে।
৬। নীড্‌লস—ওয়াইট দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী।
৭। লীজার্ড পয়েণ্ট
ও } কর্ণওয়ালে।
৮। ল্যাণ্ডস এণ্ড

৯। সেণ্ট-ডেবিড-হেড—দক্ষিণ ওয়েল্‌সে।
১০। গ্রেট আর্ম্ম-হেড—ওয়েল্‌সের উত্তরাংশে।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। ওয়াইট দ্বীপ—হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্ব্বর্ত্তী।
২। চ্যানেল দ্বীপ—ফ্রান্সের তীরবর্ত্তী।
৩। সিলী—কর্ণওয়ালের অন্তর্ব্বর্ত্তী।
৪। এংগ্লেসী—ওয়েল্‌সের উত্তরাংশের প্রধান দ্বীপ।
৫। ম্যান দ্বীপ—আইরিশ্‌ সাগরে।

ইংল্যাণ্ডের পর্ব্বতের বিবরণ।

ইংল্যাণ্ডে পর্ব্বতের সংখ্যা অতি সামান্য, এই স্থানে দুইটি প্রধান পর্ব্বত আছে ;—স্কফেল—ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রধান পর্ব্বত, ইহার উচ্চতা ২,১১০ হস্ত, স্নোডন—ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, ইহার উচ্চতা ২৩৮০ হস্ত ।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান নদী।

নাম।	যে স্থানে পতিত হইতেছে।
১। টাইন্	উত্তর সাগরে।
২। উইয়ার	উত্তর সাগরে।
৩। টীজ	উত্তর সাগরে।
৪। গ্রেট উজ	ওয়াশে।
৫। টেম্‌স	উত্তর সাগরে, ইহা ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রধান নদী।
৬। মিডওয়ে	টেম্‌সের অভিমুখে।
৭। অ্যাভন	ইংলিশ্ সাগরে।
৮। সিভারণ	বৃষ্টল সাগরে।
৯। মার্শি	আইরিশ সাগরের পশ্চিমাংশে।
১০। ইডেন্	সল্‌ওয়ে ফার্থের উত্তরাংশে।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান কাউণ্টিজ্।

উত্তরবিভাগ।

কাউণ্টিজের নাম।	প্রধান প্রধান নগর।
১ নর্দম্বর্ল্যাণ্ড	নিউক্যাসল্—টাইন্ নদীর উপরিভাগে, এই

কাউণ্টিজের নাম।	প্রধান প্রধান নগর।

স্থানে পাথুরিয়া কয়লার আকর আছে, নর্থ-সিল্‌ডস্ বারউইক্—টুইডের উপরিভাগে, এলেন্‌উইক্ বা অ্যানিক ও মর্পেথ।

২। ডার্হাম্—সাণ্ডারল্যাণ্ড, গেটস্-হেড—এই স্থানে পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়, সাউথ-শিল্ড, ষ্টক্‌টন্-টীজের উপরিভাগে, ডার্লিংটন্ ও ডার্হ্যাম্।

৩। কাম্বার্ল্যাণ্ড—কার্লাইল, হোয়াইট্‌হেভন্ ও কেস্‌উইক।

৪। ওয়েষ্ট মোরল্যাণ্ড—কেণ্ডেল ও অ্যাপলবি।

৫। ইয়র্কসায়ার—লীডস—উজ নদীর তীরে অবস্থিত, পশমী কাপড়ের প্রধান স্থান, শিফিল্ড ব্র্যাডফোর্ড, হল—হাম্বার নদীর তীরে, প্রধান বন্দরস্থান, হাডার্শ ফিল্ড, হ্যালিফ্যাক্স, ইয়র্ক—অতি প্রাচীন নগর এই স্থান গির্জার জন্য প্রসিদ্ধ। মিডল্‌ বোরোঘ, ওয়েক্‌ফিল্ড, স্কার্বোরোঘ, ডন্‌ক্যাষ্টার, হুইটবি ও হ্যারোগেট।

৬। লঙ্কেসায়ার—লিবারপুল,* ম্যাঞ্চেষ্টার,† প্রেস্‌টন্,বোলটন্, ওল্‌ডহ্যাম, ব্ল্যাক্‌বারণ, রক্‌ডেল, উইগ্যান্, ব্যারো—ফার্ণে স্থিত ও লঙ্কেষ্টার।

---

* লিবারপুল—ইংল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাংশে মার্শী নদীর অভিমুখে স্থিত, ইহা ব্রীটনের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান, কার্পাসও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।

† ম্যাঞ্চেষ্টার—ইরওয়েলের তীরে অবস্থিত, কার্পাস, সূত্র ও বস্ত্রের প্রধান স্থান।

মধ্যবিভাগ।

৭। ষ্ট্যাফোর্ডসায়ার—উলভার্হ্যাম্‌টন্, ষ্টোক—ট্রেণ্টের উপরিভাগে, বিলষ্টন্, ওয়েডনেস্‌বারি, বার্টন-ট্রেণ্টের উপরিভাগে, নিউক্যাস্‌ল, ষ্ট্যাফোর্ড ও লিচফিল্ড।

৮। ডার্বিসায়ার—ডার্বি[১], ম্যাটলক্ ও বাক্‌ষ্টন্।

৯। নটিংহাম সায়ার—নটিংহাম্[২] ও নিউআর্ক।

১০। লিসেষ্টারসায়ার—লিসেষ্টার বা লেষ্টার, লম্‌বোরোঘ বা লাফ-বোরো।

১১। ওয়ারউইক্‌সায়ার—বারমিংহাম্[৩], কোভেণ্ট্রী[৪], লীমিংটন্ বা লেমিংটন্, ওয়ারউইক বা ওররিক, রুগবি ও ষ্ট্র্যাটফোর্ড[৫]—অ্যাভনের উপরিভাগে স্থিত।

১২। ওর্সেষ্টার সায়ার—ডাডলি, ওর্সেষ্টার বা উষ্টার, কিডারমিনিষ্টার[৬]।

১৩। অক্‌সফোর্ডসায়ার—অক্‌সফোর্ড[৭], উডষ্টক ও বনবারি।

১। ডার্বি—ট্রেণ্ট নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থান মোজা, ফিতে, জরি ও গালিচার জন্য প্রসিদ্ধ।

২। নটিং হাম— ঐ ঐ ঐ

৩। বারমিংহাম্—এই স্থানে সর্ব্ব-প্রকার ধাতু পাওয়া যায়।

৪। কোভেণ্ট্রী—রেশমী ফিতার জন্য প্রসিদ্ধ।

৫। ষ্ট্র্যাটফোর্ড—এই স্থানে মহাকবি সেক্ষপীয়রের জন্ম হয়, তজ্জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ।

৬। কিডারমিনিষ্টার—এই স্থান কার্পেটের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭। অক্‌সফোর্ড—বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা-শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ।

১৪। বাকিংহাম্‌সায়ার—ইলস্‌বারি, গ্রেট-মার্লো, বাকিংহাম ও ইটন[১]।

১৫। মিডল্‌সেকস্‌—লণ্ডন[২], ব্রেণ্টফোর্ড,হ্যারো ও অক্‌সব্রিজ।

১৬। হার্টফোর্ডসায়ার—সেণ্ট্‌ আল্‌বান্‌স[৩], হাটফোর্ড বা হর্‌-ফোর্ড ও ওয়ের।

১৭। বেড্‌ফোর্ডসায়ার—বেডফোর্ড, লুটন্‌ ও ডান্‌ষ্টেবল্‌।

১৮। হান্‌টিংডন্‌সায়ার—হান্‌টিংডন্‌ ও সেণ্টইভস্‌।

১৯। নর্দ্দ্যাম্‌টন্‌সায়ার—নর্দ্দ্যাম্‌টন্‌ ও পিটারবোরোঘ।

২০। রাটল্যাণ্ডসায়ার—ওক্‌হাম্‌।

পশ্চিমবিভাগ।

২১। চি-সায়ার—বার্কেন্‌হেড্‌, ষ্টক্‌পোর্ট, ম্যাক্‌ল্‌স্‌ফিল্ড, চেষ্টার ও ক্রিউ।

২২। শ্রোপসায়ার—শ্রুজবেরি, ব্রিজ্‌নর্থ ও ওয়েলিংটন্‌।

২৩। হীরেফোর্ডসায়ার—হীরেফোর্ড বা হার-ই-ফোর্ড, লিও-মিনিষ্টার বা লেমৃষ্টার।

১। ইটন—উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী, এই স্থানও বিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

২। লণ্ডন—ইংল্যাণ্ডের রাজধানী, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান, এই নগর সমুদ্রতট হইতে ২৮ ক্রোশ অন্তরে টেম্‌স নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে টাওয়ার্শ, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি,সেণ্ট পলের গির্জা, পার্লিয়াম্যাণ্ট, বাকিং-হাম প্রাসাদ আছে; এই স্থানে টেম্‌স নদীর তলবর্ত্ম অত্যাশ্চর্য্য। অধিবাসীর সংখ্যা—৩০,৭৫,০৫০।

৩। সেণ্ট্‌ আলবান্‌স্‌—এই নগর যুদ্ধঘটনার জন্য বিখ্যাত।

২৪। মন্মাউথ্‌সায়ার—নিউপোর্ট, মন্মাউথ।

২৫। গ্লসেষ্টারসায়ার—ব্রিষ্টল[১], চেল্‌তেন্‌হাম[২], ষ্ট্রাউড, গ্লসেষ্টার বা গ্লষ্টার।

২৬। সমারসেটসায়ার—বাথ, টন্‌টন্, ফ্রোম্, ব্রিজ্‌ওয়াটার ও ওয়েলস্।

পূর্ব্ব-বিভাগ।

২৭। লিংকোলন্‌সায়ার—লিঙ্কোলন্, গ্রিম্‌স্-বি, বোষ্টন্ ও ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড।

২৮। কেম্ব্রিজ্‌সায়ার—কেম্ব্রিজ[৩], উইস্‌বিচ, ইলাই[৪] ও নিউমার্কেট।

২৯। নরফোক্—নরউইচ্[৫], ইয়ারমাউথ[৬], কিংস্‌লিন্।

১। ব্রিষ্টল—নিম্ন অ্যাভন্ নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা একসময়ে প্রধান বন্দর ছিল, গ্লাসের কার্য্য, সাবাঙ্গের কার্য্য ও পিত্তলের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

২। চেল্‌তেনহাম্—সিভারণের পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থান খনিজ জলের জন্য বিখ্যাত।

৩। কেম্ব্রিজ—ক্যামের উপরিভাগে স্থিত, এই স্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যাহা গণিতশিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ।

৪। ইলাই—এই নগর দেখিতে অতি সুন্দর।

৫। নরউইচ—এই স্থান পশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

৬। ইয়ারমাউথ—এই স্থানে বিস্তর টাকার মৎস্য বিক্রীত হয়।

৩০। সাফোক্—ইপস্‌উইচ ও সেণ্টএডমান্সবারি।

৩১। এসেক্স্—কোলচেষ্টার, চেম্‌সফোর্ড ও হারউইচ।

দক্ষিণ-বিভাগ।

৩২। কেণ্ট—গ্রীন্‌উইচ১, চ্যাথাম, উলউইচ, ডেপ্টফোর্ড, ডোবর২, মেডসটোন, ক্যাণ্টারবারি৩, টুন্‌ব্রিজওয়েলস্, ফোকষ্টন্, শিয়ারনেস্ ও ডিল।

৩৩। সাসেক্স—ব্রাইটন্ হেষ্টিংস্, লিউইস্ ও চিচেষ্টার।

৩৪। সারে—ক্রয়ডন্, রিচমণ্ড, কিংস্টন্ ও গিল্ডফোর্ড।

৩৫। বার্কসায়ার—রেডিং, উইণ্ডসর৪ ও এবিংডন্।

৩৬। উইল্টসায়ার—সালিস্‌বারি, ট্রাওব্রিজ ও ডেবিজ্।

১। গ্রীন্‌উইচ—টেম্‌স নদীর উপরিভাগে স্থিত, লণ্ডন হইতে ৩ ক্রোশ অন্তরে, পর্য্যবেক্ষণিকার জন্য প্রসিদ্ধ; এই স্থান হইতে প্রাথমিক দ্রাঘিমা গণনা হইয়া থাকে।

২। ডোবর—ইংল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্স যাইতে হইলে এই স্থানে জাহাজে আরোহণ করিতে হয়।

৩। ক্যাণ্টারবারি—এই স্থানে একটি সুন্দর মন্দির আছে। ইংল্যাণ্ডের প্রধান যাজক এই স্থানে অধিবসতি করেন।

৪। উইণ্ডসর—টেম্‌স নদীর তীরস্থিত, এই স্থানে একটি প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আছে, যাহাকে উইণ্ডসর ক্যাসল্ বলিয়া থাকে; উইলিয়ম্-দি-কঙ্কারারের সময় হইতে ইংল্যাণ্ডের সম্রাটেরা অধিকাংশ দিন এই স্থানে অধিবসতি করেন।

৩৭। হেম্পসায়ার—পোর্টস্‌মাউথ১, সাউথ্যামটন২, উইন্‌চে-ষ্টার৩ ও রাইড।

৩৮। ডরসেট্‌সায়ার—ওয়েমাউথ, পোল, ব্রিডফোর্ড ও ডর-চেষ্টর।

৩৯। ডেভন্‌সায়ার—প্লাইমাউথ৪, এক্সিটার, টরকি ও টিভা-র্টন্‌।

৪০। কর্ণওয়াল—ট্রুরো, পেন্‌জ্যান্স, ফলমাউথ ও বোডমীন্‌।

ওয়েল্‌স।

উত্তর-বিভাগ।

১। ফ্লিণ্টসায়ার—হোলিওয়েল্‌,মোল্‌ড,ফ্লিণ্ট ও সেণ্ট-আসফ্‌।

২। ডেন্‌বিঘসায়ার—রেক্সহ্যাম, ডেন্‌বিঘ বা ডেন্‌বি, ল্যাঙ্গো-লেন্‌ বা ল্যাঙ্গথলেন্‌।

৩। কারনরভন্‌সায়ার—কারনরভন্‌, ও ব্যাঙ্গোর, ও কন্‌ওয়ে।

৪। অ্যাঙ্গেসি—হোলিহেড৫, বোমেরিশ।

৫। মেরিওনেথ্‌সায়ার—ডোলগেলি বা ডোলগেথ্‌লী ও বালা।

৬। মণ্টগোমেরীসায়ার—ওয়েলশপুল ও মণ্টগোমেরী।

১। পোর্টস্‌মাউথ—এই স্থান রণতরীর প্রধান আড্ডা।

২। সাউথ্যামটন্‌—ডাকের বাষ্পীয় অর্ণবযানের প্রধান আড্ডা।

৩। উইন্‌চেষ্টার—ইচেনের তীরস্থিত, ইহা এক সময়ে স্যাক্‌সন্‌দিগের রাজধানী ছিল।

৪। প্লাইমাউথ— এইটি রণতরীর প্রধান আড্ডা।

৫। হোলিহেড—এই নগর ওয়েল্‌সের প্রান্তভাগে স্থিত, এই স্থান দিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাক যায়।

দক্ষিণ-বিভাগ।

১। কার্ডিগ্যান্‌সায়ার—অ্যাবারিষ্টউইথ, ও কার্ডিগ্যান্।

২। র‍্যাড্‌নোরসায়ার—প্রেস্‌টিন্।

৩। পেম্ব্রোকসায়ার—পেম্ব্রোক্, হারফার্ডওয়েষ্ট ও সেণ্ট-ডেবিডস।

৪। কেরমার্থেন্‌সায়ার—কেরমার্থেন্ ও লেনলী বা লেনেথলী।

৪। ব্রেকনক্‌সায়ার—ব্রেক্‌নক্।

৬। গ্ল্যামোর্গ্যানসায়ার—মার্থারটিডভিল্‌১, সোয়্যান্‌সি ও কার্ডিক্‌২।

স্কট্‌ল্যাণ্ড।

সীমা—উত্তর-পশ্চিমে—অ্যাট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, পূর্ব্বে—জর্ম্মন মহাসাগর ও দক্ষিণে—ইংল্যাণ্ড ও আইরিশ্ সাগর।

পরিমাণফল—১৫,৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩০,৭৫,০০০।

স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে স্কচ্ বলে। এই স্থানে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। সেণ্ট অ্যাবিস্‌হেড্—বারউইক্ নগরে।

১। মার্থারটিডভিল—ওয়েল্‌সের মধ্যে প্রধান নগর, এই স্থানে পাথুরিয়া কয়লা ও লৌহের বিস্তৃত কারখানা আছে।

২। সোয়্যানসি ও কার্ডিক্—এই দুইটি দক্ষিণ ওয়েল্‌সের বন্দরস্থান।

২। ডানেটহেড্—স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে।

৩। রথ অস্তরীপ—উত্তর-পশ্চিমাংশে।

৪। মূল অব্ গ্যালওয়ে—দক্ষিণাংশে।

স্কটল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। শীট্ল্যাণ্ড
২। আরক্যানি } উত্তরাংশে স্থিত।

৩। হিব্রাইড্স—পশ্চিমাংশে স্থিত।

৪। বিউট্
৫। আরান } দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত।

৬। আইওনা—ইহা পশ্চিমাংশের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ,এক সময়ে ইহা বিদ্যা আলোচনার প্রধান স্থান ছিল, এই স্থানে স্কটল্যাণ্ডীয় রাজাদিগের অনেক সমাধি-মঠ আছে।

৭। ষ্টাফা—আইওনার উত্তরাংশে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, এই স্থান গুহা ও প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের জন্য প্রসিদ্ধ।

স্কটল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। লোসার্শ
২। চিভিয়ট } দক্ষিণাংশে স্থিত।

৩। গ্র্যাম্পিয়ান্—মধ্যস্থলে স্থিত।

৪। বেন্নেবিস্—গ্র্যাম্পিয়ানের অন্তর্গত, সমুদ্র হইতে ৪৩৭০ হস্ত উচ্চ, ইহা ব্রিটন দ্বীপের মধ্যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত।

৫। বেন্মাক্ধুই—ইহা উচ্চতাতে বেন্নেবিসের ন্যায়।

স্কটল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান নদী।

১। টুইড—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থিত।

২। ফোর্থ
৩। টে } ফার্থ অব্ ফোর্থে পতিত হইতেছে।

৪। স্পে—মারে ফার্থের নিকট সাগরে পতিত হইতেছে।

৪। ক্লাইড—ফার্থ অব ক্লাইডের উত্তর-পশ্চিমাংশে পতিত হইতেছে।

স্কটল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান হ্রদ।

৭। লক্‌লোমণ্ড
২। লক্‌কেট্রিন্ } ব্রিটন দ্বীপের মধ্যে প্রধান।

স্কটল্যাণ্ড তেত্রিশটি সায়ার বা কাউণ্টিজে বিভক্ত, যাহা নিম্নে বিশেষরূপে বিবৃত হইল।

উত্তর-বিভাগ।

১। অর্কেণী ও শীটল্যাণ্ড—কার্কওয়াল ও লেরউইক্।

২। কেথনেস্—উইক্[১] ও টার্শো।

৩। সাদার্ল্যাণ্ড—ডর্নক্।

১। উইক—উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, হেরিং মার্কিন মযুত্রীয় মৎস্যের প্রধান ব্যবসায়স্থান।

৪। রস্—টেন্, ডিংওয়াল ও ষ্টর্ণওয়ে।

৫। ক্রোমার্টি—ক্রোমার্টি।

৬। ইন্‌ভার্ণেস্—ইন্‌ভার্ণেস ও ফোর্টউইলিয়ম্।

৭। নেরন্—নেরন্।

৮। মরে বা এল্‌জিন্—এল্‌জিন্ ও ফররেস্।

৯। বাঁফ—বাঁফ।

১০। অ্যাবার্ডিন্—অ্যাবার্ডিন১ ও পিটারহেড২।

মধ্য-বিভাগ।

১১। কিঙ্কার্ডাইন্—ষ্টোন্‌হেভন্।

১২। ফোর-ফর—ডাণ্ডি৩, আব্রোথ, মন্‌ট্রোজ, ফোর-ফর ও ব্রেচীন্।

১৩। পার্থ—পার্থ৪ ও ক্রাইফ।

১। অ্যাবার্ডিন্—এই স্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেকগুলি গৃহ আছে। ইহাও একটি বাণিজ্যস্থান, এই স্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই স্থান দেখিতে অতি সুদৃশ্য ও এই স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হয়।

২। পিটারহেড্—স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব্বাংশে স্থিত, তিমি মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

৩। ডাণ্ডি—ইহা একটি প্রধান বন্দরস্থান, এই স্থানে কিম্‌রিক বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

৪। পার্থ—টে নদীর উপরিভাগে, ইহা এক সময়ে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী ছিল।

১৪। ফাইফ—ডানফারমলাইন্, কার্কালডি, সেণ্টঅ্যাণ্ড্রজ১ ও কুপর।

১৫। কিন্‌রস্—কিন্‌রস্।

১৬। ক্লাক্‌মান্নান্—অ্যালোয়া, ক্লাক্‌মান্নান্ ও ডল্লার।

১৭। ষ্টার্লিং—ষ্টার্লিং২ ও ফল্‌কার্ক৩।

১৮। ডাম্বার্টন—ডাম্বার্টন৪, হেলেন্সবার্ঘ ও কার্কিণ্টিল্লক্।

১৯। আর্গাইল—ক্যাম্পবেলটন্‌উন্, ডুমুন, ওবান ও ইন্‌ভেরারি।

২০। বিউট—রোথ্‌সে।

দক্ষিণ-বিভাগ।

২১। আইয়ার—কিলমার্ণক, আইয়ার ও ইর্ভিন্।

২২। রেন্‌ফ্রু—গ্রীনক৫, পেইস্‌লী৬, পোর্ট-গ্ল্যাশগো, ও রেনফ্রু।

১। সেণ্টঅ্যাণ্ড্রজ—এই স্থানে একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আছে. পূর্ব্বে যাজকাধ্যক্ষ এই স্থানে বাস করিতেন।

২। ষ্টার্লিং—এই স্থান অট্টালিকার জন্য বিখ্যাত, ইহা এক সময়ে স্কটল্যাণ্ড দেশীয় রাজাদিগের প্রিয় বাসস্থান ছিল।

৩। ফল্‌কার্ক—এই স্থানে গবাদি পশু বিক্রীত হয়, ১২৯৮ খৃঃ অব্দে ইংল্যাণ্ডেশ্বর ১ম এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌ল্যাণ্ডের বীর ওয়ালেস্‌কে জয় করেন।

৪। ডাম্বার্টন—এই স্থানে জাহাজ প্রস্তুত হয়, ও পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গ আছে।

৫। গ্রীনক—ক্লাইডের অভিমুখে একটি প্রধান বন্দরস্থান।

৬। পেইস্‌লী—গ্ল্যাশগো হইতে ৩৷৷০ সাড়ে তিন ক্রোশ অন্তরে, শালের জন্য প্রসিদ্ধ।

২৩। লানার্ক—গ্ল্যাশগো১, এয়ারড্রাই ও লানার্ক।

২৪। লিন্‌লিথগো বা পশ্চিম-লোথিয়েন্ } বাথ্‌গেট ও লিনলিথগো।

২৫। এডিন্‌বার্গ বা মিডলোথিয়ান্—এডিন্‌বার্গ২ ও লিথ৩।

২৬। হ্যাডিংটন্ বা পূর্ব্ব-লোথিয়ান—হ্যাডিংটন্, ডন্‌বার৪ ও প্রেষ্টন্‌প্যান্‌স।

২৭। বারউইক—ডান্স ও গ্রীন্‌ল।

২৮। রক্‌সবার্গ—হউইক্, কেলসো, জেডবার্গ ও মেলরোজ।

২৯। সেলকার্ক—গ্যালেশিয়েল ও সেলকার্ক।

৩০। পীবল্‌স—পীবল্‌স।

৩১। ডাম্‌ফ্রিজ—ডাম্‌ফ্রিজ, অ্যানন্ ও মোফট।

৩২। কার্কিউব্রাইট্—কার্কিউব্রাইট বা কাকুবার।

৩৩। উইগ্‌টাউন্—ষ্ট্র্যান্‌রিয়ার, উইগটাউন্ ও পোর্ট প্যাট্রীক্।

১। গ্ল্যাশগো—ক্লাইডের উপরিভাগে স্থিত, স্কটল্যাণ্ডের প্রধান নগর। এই স্থান শিল্পকর্ম্ম, বাণিজ্য, বাষ্পীয় পোত ও কলের জন্য বিখ্যাত।

২। এডিন্‌বার্গ—এড্‌উইন নামক নর্দ্দম্বর্ল্যাণ্ডের এক জন রাজকুমারের নামানুসারে এই দেশের নাম এডিন্‌বার্গ হইয়াছে, ইহা স্কটল্যাণ্ডর রাজধানী ও এই স্থানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৩। লিথ—ইহা এডিন্‌বার্গের একটি বন্দরস্থান।

৪। ডান্‌বার—এই স্থানে মৎস্যের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। ১৬৫০ অব্দে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইয়াছিল।

আয়ার্ল্যাণ্ড।

সীমা—পূর্ব্বে—উত্তর প্রণালী, আইরিশ সাগর, সেণ্টজর্জ্জ প্রণালী ও দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে—অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণফল—১৬,২৫০, বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৫০,০০,০০০।

এই প্রদেশ স্কটল্যাণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহার অধিবাসীদিগকে আইরিশ কহে। ইংরাজদিগের অধিকারের পূর্ব্বে ইহা চারিটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল; কিন্তু পরস্পরে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটনের সহিত সংলগ্ন হইবার সময় পর্য্যন্ত ইহার একটি স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট ছিল।

এই প্রদেশস্থ ডাবলিন নগরে একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি এই প্রদেশ শাসন করেন। ইহা চারিটি প্রদেশে বিভক্ত; যথা—উত্তরে—উল্‌ষ্টারপ্রদেশ, মধ্যস্থলে—লিনষ্টার ও কনট প্রদেশ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে—মান্‌ষ্টার প্রদেশ। ইহা ৩২টি কাউন্‌টীজ বা সায়ারে বিভক্ত, যাহা নিম্নে লিখিত হইল।

উল্‌ষ্টার-প্রদেশ।

১। অ্যাণ্ট্রীম্—বেলফাষ্ট, লিশবারন্ ও কেরিকফার্গাস্।

২। ডাউন্—নিউরী, ডাউন্‌প্যাট্রিক ও ডোনাঘাদী।

৩। আর্মাঘ—আর্মাঘ[১]।

৪। মোনাঘান্—মোনাঘান ও ক্লোন্স।

১। আর্মাঘ—উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, ইহা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অধিবাসস্থান।

৫। কেভ্যান্—কেভ্যান্।

৬। ফারমেনাঘ—ইনিশকিলেন।

৭। টীরোন—ষ্ট্রেবেনও ওমাঘ।

৮। লণ্ডনডেরী—ডণ্ডনডেরী১ ও কলিরেন্২।

৯। ডোনিগ্যাল—লিফোর্ড।

কনট-প্রদেশ।

১০। লিট্রীম্—শ্যামন নদীর উপরিভাগে—ক্যারিক।

১১। রস্কোমন—রস্কোমন্ ও বইল।

১২। শ্লীগো—শ্লীগো।

১৩। মেও—বল্লীনা, ক্যাসল্‌বার ও ওয়েষ্টপোর্ট।

১৪। গ্যাল্‌ওয়েও—গ্যাল্‌ওয়ে ও টুয়াম্।

মান্‌ষ্টার-প্রদেশ।

১৫। ক্লেয়ার—ইনিশ্ ও কিল্‌রাস।

১। লণ্ডনডেরি—উত্তরাংশে ফইলের উপরিভাগে স্থিত, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ২য় জেম্‌সের আক্রমণের জন্য বিখ্যাত।

২। কলিরেন—লণ্ডনডেরীর উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, সালমন নামক মৎস্যের ব্যবসায়স্থান।

৩। গ্যাল্‌ওয়ে ও স্লিগা—এই দুইটি বন্দরস্থান, বেলফাষ্ট, কর্ক ও গ্যালওয়েতে কুইন্স্ কলেজ আছে।

১৬। লিমেরিক—লিমেরিক১।

১৭। টীপেরেরী—ক্লোমেল, টীপেরেরী ও থার্লস্।

১৮। ওয়াটারফোর্ড—ওয়াটারফোর্ড২ ও ডানগর্ব্বন্।

১৯। কর্ক—কর্ক, কুইন্সটাউন্, উয্যাল৩, ব্যাণ্ডন্, কিন্‌সেল।

২০। কেরি—ট্রেলী ও কিল্লারনী।

লিন্‌ষ্টার-প্রদেশ।

২১। ডাবলিন্—ডাবলিন৪ ও কিংষ্টাউন্৫।

২২। লুথ—ড্রোঘিডা বা ড্র-ই-ডা ও ডান্‌ডাক্।

২৩। পূর্ব্ব মিথ্—নাভান্ ও ট্রীম্।

২৪। পশ্চিম মিথ—অ্যাথলোন্ ও মালিঙ্গার।

২৫। লং-ফোর্ড—লং-ফোর্ড।

২৬। কিংস্‌কাউণ্টী—টালামোর ও পার্শনষ্টাউন্।

২৭। কুইন্সকাউণ্টী—ম্যারিবোরোঘ।

১। লিমেরিক—শ্যানন্ নদীর উপরিভাগে স্থিত, ইহা একটি বিখ্যাত বন্দরস্থান, এই স্থানে ফিতা প্রস্তুত হয়।

২। ওয়াটারফোর্ড—পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে শূর নদীর উপরিভাগে স্থিত, এই স্থান বন্দর ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

৩। উয্যাল্—দক্ষিণাংশে স্থিত,পূর্ব্বে এই স্থানে স্যার-ওয়াল্‌টার—রেলেঘের অধিবাসস্থান ছিল, যিনি প্রথমে তাঁহার মহলে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে গোল আলুর আবাদের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

৪। ডাবলিন্—আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী, এই নগর লিফি নামক নদীর উভয় তীরস্থিত, এই স্থানে লর্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট বা প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন।

৫। কিংষ্টাউন্—ইহা ডাবলিনের বন্দরস্থান।

২৮। কিলকেনী—কিলকেনী১।

২৯। কার্লো—কার্লো।

৩০। ফীলডেয়ার—অ্যাথি, নেস্ ও মেন্থ্২।

৩১। উইক্‌লো—আর্ক্‌লো ও উইক্‌লো।

৩২। ওয়েক্সফোর্ড—ওয়েক্সফোর্ড ও নর-রস।

প্রধান প্রধান আমদানি।

১। শস্য—ইউনাইটেড্-ষ্টেটস্, ভারতবর্ষ, রুষিয়া জর্ম্মনি, ক্যানেডা ও ইজিপ্ত।

২। কার্পাস—ইউনাইটেড-ষ্টেটস্, ভারতবর্ষ, ইজিপ্ত ও ব্রেজিল।

৩। স্বর্ণ ও রৌপ্য—ইউনাইটেড-ষ্টেটস্, অষ্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকো।

৪। চিনি—ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, ব্রেজীল ও ব্রিটিশ-গিনী।

৫। উল—অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ।

৬। রেশম—ফ্রান্স, চীন ও বেলজীয়ম্।

৭। বাহুরীকাষ্ঠ—কানেডা, রুষিয়া, সুইডেন্ ও ইউনাই-টেডষ্টেটস্।

৮। চা—চীন ও ভারতবর্ষ।

৯। চাম্‌ড়া—ভারতবর্ষ, ইউনাইটেড-ষ্টেটস্ ও দক্ষিণ আমেরিকা।

১। কিল্‌কেনী—পূর্ব্ব-দক্ষিণে ষ্টিত, এই স্থানে টন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২। মেন্থ—ডাব্‌লিন্ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চিমাংশে অবস্থিত, এই স্থানে একটী রোম্যান ক্যাথলিক কলেজ আছে।

১০। মাখন—ফ্রান্স, হ-ল্যাণ্ড ও ডেন্‌মার্ক।

১১। গো ও মেষ—জর্ম্মনি, হল্যাণ্ড, ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্, ডেন্‌মার্ক, পর্টুগ্যাল ও স্পেন্।

১২। সর্ষপ—ভারতবর্ষ ও রুষিয়া।

১৩। কাফী—সিলোন, ব্রেজিল, ও ভারতবর্ষ।

১৪। মদ্য—ফ্রান্স, স্পেন্ ও পর্টুগ্যাল।

১৫। শূকরমাংস—ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্ ও জর্ম্মনি।

১৬। ফল—গ্রীশ, স্পেন, তুরস্ক ও ফ্রান্স।

১৭। শণ ও পাট—রুষিয়া, বেল্‌জিয়ম্ ও হল্যাণ্ড।

১৮। তামাক—ইউনাইটেডষ্টেটস্, স্পেন ও পশ্চিম ভারতবর্ষীয় দ্বীপ পুঞ্জ।

ব্রিটিশ উপনিবেশ ও বৈদেশীক অধিকার।

ইউরোপ।

১। হেলিগোল্যাণ্ড—এল্‌বের অভিমুখে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

২। জীব্রল্‌টার—স্পেনের দক্ষিণাংশে।

৩। মল্‌টা—ভূমধ্যস্থ সাগরে।

পরিমানফল—৬১ বর্গক্রোশ ও অধিবাসীর সংখ্যা ১,৬৬,০০০।

এসিয়া।

১। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ। (২) লঙ্কা। (৩) এডেন্। (৪) সাইপ্রাস্। (৫) প্রণালী বন্দোবস্ত। (৬) লেবুয়ান্ ও (৭) হংকং।

পরিমাণফল—৭,৭৯,০০০, বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২৫,৪০,০০,০০০।

আফ্রিকা।

১। শিরা-লিয়োন্ } পশ্চিম উপকূলে স্থিত।
২। গিনী বন্দোবস্ত }

৩। সেণ্ট হেলেনা } অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরে।
৪। আসেন্‌সেন্ }

৫। কেপ্‌কলোনি }
৬। ন্যাট্যাল } দক্ষিণাংশে স্থিত।
৭। ট্র্যান্সভ্যাল }
৮। ডেলাগোয়া }

৯। মরিসস্—ভারত মহাসাগরে স্থিত।

পরিমাণফল—১, ৮৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩০,০০,০০০।

আমেরিকা।

১। ক্যানেডা-রাজ্য—দক্ষিণাংশে স্থিত।

২। হণ্ডুরাস্—মধ্য-আমেরিকায় স্থিত।

৩। ব্রিটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ } উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থিত।

৪। ব্রিটিশ গুইয়ানা—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে।

৫। ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে।

পরিমাণফল—১৮,৭৮,৫০০ বর্গক্রোশ অধিবাসীর সংখ্যা—৫০,০০,০০০।

ওশেনীয়া।

১।	অষ্ট্রেলীয়া	ওশেনীয়ার অন্তর্গত।
২।	টাসমেনিয়া	
৩।	নবজীল্যাণ্ড	
৪।	ফিজী	

ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর সমস্ত সাম্রাজ্যের পরিমাণফল—৪৬ ০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩০,০০,০০,০০০,

---

ডেন্‌মার্ক।

সীমা—উত্তরে—স্কাগাররাক প্রণালী, পূর্ব্বে—ক্যাটিগ্যাট, সাউণ্ড প্রণালী ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে—সেলজুইক ও হলেষ্টিন প্রদেশ ও পশ্চিমে—জর্ম্মন মহাসাগর।

পরিমাণফল—৭,২৫০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,০০,০০০।

ডেন্‌মার্ক মাহাদেশিক ও দ্বৈপিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই দেশের অধিবাসীকে দিনেমার কহে, এই স্থানে দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য অনেক বিদ্যালয় আছে।

১। কোপেনহেগেন—ডেন্‌মার্কের রাজধানী, জীল্যাণ্ড দ্বীপের পূর্ব্বাংশে স্থিত।

২। রস্কিণ্ড—পূর্ব্বে এই নগরে রাজধানী ছিল।

৩। এল্‌সিনর—এই স্থানে ডেন্‌মার্ক-রাজের কুৎঘর আছে।

৪। আলবর্গ—জট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের রাজধানী।

৫। ওডেন্স—ফিউন্যান দ্বীপের রাজধানী।

বৈদেশিক অধিকার।

১। আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ—অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরে, এই স্থানে হেক্লানামে একটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি আছে।

২। ফেরো দ্বীপপুঞ্জ—আইস্‌ল্যাণ্ড ও শিটল্যাণ্ডের মধ্যস্থিত।

গ্রীন্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের পশ্চিম উপকূল-ভাগ।

১। সাণ্টাক্রুজ্‌—কাবির সাগরীয় দ্বীপ।

পশ্চিম আফ্রিকার গিনীদেশের সন্নিহিত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ।

নরওয়ে ও সুইডেন্‌।

সীমা—উত্তরে—উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে—রুষিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে—বাল্টিক সাগর, ক্যাটিগ্যাট ও স্ক্যাগাররাক ও পশ্চিমে—উত্তর মহাসাগর ও আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণফল—১,৪৬,৮০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৬০,০০,০০০।

নরওয়ে ও সুইডেন এক একটি উপদ্বীপ, ইহাকে স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া কহে। ইহা একটি রাজার শাসনাধীনে। নরওয়ের উত্তর-পশ্চিম উপকূল হইতে অনতিদূরে মানষ্ট্রম নামক পাকনা আছে। সুইডেনে সুইড ও ল্যাপনামক এই দুই জাতির বাস। এই স্থানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় আছে। নরওয়ে দেশে নরউইজিয়ান্‌ ও ফিন্‌ এই দুই জাতীয় লোকের বাস।

নরওয়ে।

পরিমাণফল—৬১,৫০০, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,০০,০০০।

১। ক্রিষ্টীয়ানা—নরওয়ের প্রধান নগর। এই স্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

২। বার্জ্জেন—এই স্থানে শুষ্ক মৎস্যের বিস্তৃত ব্যবসায় হইয়া থাকে।

৩। ট্রোনিয়েম—এই স্থানে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল। ইহার উত্তর দিকে গমের আবাদ হইয়া থাকে।

৪। ফ্রেড্রিক্ শ্যাল্ড—ক্রিষ্টীয়ানার দক্ষিণাংশে স্থিত। এই স্থানে ১৭১৮ খৃঃ অব্দে সুইডেন-পতি দ্বাদশ চার্লসের মৃত্যু হয়।

৫। হ্যামার ফাষ্ট—ইহা ব্যতীত উত্তরে আর কোন নগর নাই। এই স্থানে যবের আবাদ হয়; যাহা প্রায় দেড় মাসের মধ্যে কাটা হইয়া থাকে।

৬। রোরাস—এই স্থানে তাম্রের আকর আছে।

৭। কংসবর্গ—এই স্থানে রৌপ্যের আকর আছে।

সুইডেন্।

পরিমাণ ফল--৮৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা ৪০,০০,০০০।

১। ষ্টকহোলম্—সুইডেনের প্রধান নগর, মেলার হ্রদ ও বাল্টিক সাগরের সঙ্গমস্থানে অবস্থিত।

২। গোথেন্‌বার্গ—গোথার উপরিভাগে, দক্ষিণপশ্চিমাংশে

স্থিত। এই স্থানে লৌহ ও বাহাদূরী কাষ্ঠের বিপুল বাণিজ্য হইয়া থাকে।

৩। অপ্‌শালা—ষ্টকহোলম্ হইতে উত্তর পশ্চিমাংশে স্থিত, পূর্ব্বে ইহা রাজধানী ছিল, এই স্থানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৪। ডেনিমোরা—এই স্থানে লৌহের আকর আছে, ইহাকে সুইলিস্ লৌহ কহে।

৫। কার্লস্ক্রোনা—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থান সুইডেনের রণতরীর প্রধান আড্ডা।

৬। মর্কিপিং
৭। ফাল্‌মার
৮। ফ্যাহোলন্

} এই কয়েকটি প্রধান নগর, ফাল্‌মার নগরে রাজ্ঞী মার্গ্যারেট ১৩৯৭ অব্দে সন্ধির দ্বারা নরওয়ে, সুইডেন, ও ডেনমার্ক রাজ্য একত্রিত করেন।

ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড—বোথ্‌নিয়া উপসাগরের উত্তরাংশে স্থিত। ইহার কিয়দংশ নরওয়ে ও সুইডেনের অন্তর্গত ও অপর কিয়দংশ রুষিয়ার অন্তর্গত। ইহা অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশ। বৎসরের অধিকাংশ সময় ইহা তুষারাবৃত থাকে। এই স্থানের অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় জাতীয়; তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার।

ইউরোপীয়-রুষিয়া।

সীমা—উত্তরে—উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে—ইউরাল পর্ব্বত, ইউরাল নদী ও ক্যাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে—ককেসস্

পর্ব্বত, কৃষ্ণসাগর, রুমেনিয়া ও অষ্ট্রিয়া ও পশ্চিমে—অষ্ট্রিয়া, প্রুষিয়া, বাল্টিক সাগর ও সুইডেন্।

পরিমাণ-ফল—১,০৫,০০,০০০ বর্গক্রোশ,অধিবাসীর সংখ্যা—৮,৩০,০০,০০০।

যদিও রুষিয়া অত্যন্ত বৃহৎ রাজ্য, কিন্তু ইহার ইতিহাস তদ্রূপ নহে। কারণ এই দেশে অনেক কালাবধি অনেক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করিত; তন্নিমিত্ত ইহার বৃত্তান্ত আমরা বিশেষরূপে অবগত নহি। যে পর্য্যন্ত পিটার-দি-গ্রেট্ অথবা মহাবীর পিটার সিংহাসনারোহণ না করিয়াছিলেন, তদবধি রুষদেশস্থ লোকেরা অতিশয় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিত। তদনন্তর পিটার ১৬৮২ খৃঃ অব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করণান্তর ইউরোপের অনেক দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার উত্তম উত্তম শিল্পবিদ্যা তাঁহার প্রজাদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। পিটার এই প্রকারে স্বরাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়া ১৭২৫ খৃঃ অব্দে লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। তাঁহার মহিষী ক্যাথারিন্ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইলে পিটার-বংশীয় রাজারা অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন, তন্মধ্যে গল্ রাজার পুত্র আলেকজাণ্ডার ১৮০১ খৃঃ অব্দে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টীর বিপক্ষে ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন। আলেক্জাণ্ডার ফ্রান্স হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অনেক রণতরী ও অন্যান্য উত্তম দ্রব্য রুষদেশে আনয়ন করিয়া ১৮২৫ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ

ভ্রাতা নিকোলাস্ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানের রাজার উপাধিকে জার বলে। এই প্রদেশের অন্যান্য বিবরণ নিম্নে বিশেষরূপে বিবৃত হইল।

রুষিয়ার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। ইশেল
২। ডাগো
৩। অ্যালাণ্ড
} বাল্টিক সাগরে স্থিত।

৪। নবাজাম্‌লা
৫। ওয়েগ্যাজ
৬। স্পিটিজবর্জেন্
} উত্তর মহাসাগরে স্থিত।

রুষিয়ার প্রধান প্রধান নদী।

নদী।	যে স্থানে পতিত।
১। পেচোরা	উত্তর মহাসাগরে।
২। উত্তরীয় ডুইনা	শ্বেত সাগরে।
৩। নিবা	ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে।
৪। ডিউনা	বাল্টিক সাগরে।
৫। নিম্যান্	বাল্টিক সাগরে।
৬। ভিষ্টুলা	বাল্টিক সাগরে।
৭। নীষ্টার	কৃষ্ণসাগরে।
৮। নীপার	কৃষ্ণসাগরে।
৯। ডন্	অ্যাজোব সাগরে।
১০। ভল্‌গা	কাস্পিয়ান সাগরে।
১১। ইউরাল	কাস্পিয়ান সাগরে।

রুষিয়ার প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। ল্যাডোগা—উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, ইহাই ইউরোপের মধ্যে প্রধান হ্রদ।

২। ওনিগা—রুষিয়া।

৩। পেইপাস্—ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রিগা উপসাগরের মধ্যস্থিত।

রুষিয়ার প্রধান প্রধান নগর।

১। সেণ্টপিটার্শবার্গ—রুষিয়ার রাজধানী, নিবা নদীর তীরে অবস্থিত; ১৭০৩ অব্দে পিটার-দি-গ্রেট কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই স্থানের অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

২। ক্রনষ্টাট্—পিটার্শবর্গ হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরে নীবা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা রুষিয়ায়ান্‌দিগের বাল্টিক সাগরে রণতরীর প্রধান স্থান।

৩। হেল্‌সিংফর্শ—ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী। এই স্থানের দুর্গ অতি সুদৃঢ়।

৪। স্বীয়বোর্গ—হেল্‌সিংফর্শ রাজধানীকে রক্ষা করিবার জন্য এই স্থানের নিকটবর্ত্তী সপ্ত দ্বীপের উপরিভাগে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৫। রেবেল—বোথনিয়া উপসাগরের বিপরীতে অবস্থিত, ইহা একটি বাণিজ্যস্থান।

৬। আর্চ্চেঞ্জেল—শ্বেত সাগরের উপরিভাগে ও ডুইনা নদীর মোহানায় স্থিত, পূর্ব্বে ইহাই কেবল রুষিয়ার বন্দর-স্থান ছিল।

৭। রীগা—ডুইনার অভিমুখে স্থিত, এই স্থান হইতে অনেক দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে।

৮। ওয়ার্ষ—পশ্চিম দিকে ভিষ্টুলা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন পোল্যাণ্ড রাজ্যের পূর্ব্ব-রাজধানী ছিল।

৯। উইল্‌না বা বিল্‌না—পশ্চিম রুষিয়ায় স্থিত, এই স্থানে অনেক ইহুদীর বসবাস, ইহা একটি বাণিজ্যস্থান ইহাও লুধীয়ানা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল।

১০। মস্কো—ইহা পূর্ব্বে রাজধানী ছিল। ১৮১২ অব্দে ফরাসী-আক্রমণের সময় ধ্বংস হয়, কিন্তু ইহা পুনরায় নির্ম্মাণ করা হয়।

১১। স্মলেন্‌স্ক—নীপার নদীর তীরে অবস্থিত, মস্কো ও উইল্‌নার মধ্যস্থিত; ১৮১২ অব্দে ফরাসী কর্ত্তৃক রুষিয়ানেরা পরাস্ত হন, তজ্জন্য ইহা বিখ্যাত।

১২। পোলটাভা বা পুল্‌টোয়া—দক্ষিণ দিকে স্থিত, এই স্থানে পিটার-দি-গ্রেট্ সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস্‌কে পরাস্ত করেন।

১৩। নিজনী নবগোরদ—মস্কোর পূর্ব্বাংশে ভল্‌গা নদীর উত্তর-ভাগে স্থিত। এই স্থানে জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মেলা হইয়া থাকে।

১৪। কেজান
১৫। সারাটব } বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

১৬। প্যারম্—ইউর‍্যাল পর্ব্বতের পশ্চিমে।

১৭। ইকাটেরিন্‌বার্গ—পূর্ব্বাংশে স্থিত।

১৮। টুলা—মস্কোর দক্ষিণ দিকে স্থিত, এই স্থানে লৌহের

বিস্তৃত কারখানা আছে, তজ্জন্যই ইহাকে রুষিয়ার বার্মিংহ্যাম বলিয়া থাকে।

১৯। কীভ—নীপারের তীরে অবস্থিত, ইহা রুষিয়ার প্রাচীন রাজধানী ছিল।

২০। কিশ্চেনেফ্ বা কিশেনো—ইহা শিল্পকার্য্যের প্রধান স্থান, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে স্থিত।

২১। ওডেসা—কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত, দক্ষিণ রুষিয়ার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২২। খরসান—নীপারের নিকটবর্ত্তী, ইহা একটি বাণিজ্য-স্থান।

২৩। শিবষ্টপুল—ক্রিমিয়ার প্রধান নগর, ইহা পূর্ব্বে একটি বন্দর ছিল, এই স্থানে রুষিয়ার রণতরী সমস্ত থাকিত। ১৭৮৪ অব্দে মহারাণী ক্যাথারিন্ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। ইহা ১৮৫৫ অব্দে ফরাসী ও ইংরাজ কর্ত্তৃক দখল করা হয়।

২৪। নিকলেভ—ওডিসার উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, ইহা এক্ষণে রুষিয় রণতরীর প্রধান আড্ডা।

২৫। অস্ত্রা খাঁ—ভল্গানদীর মোহনা হইতে ২২ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই স্থানে মৎস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা হইয়া থাকে।

২৬। টেগ্যানরোগ
২৭। রোরনেজ
} ডন্ নদীর তীরে অবস্থিত, এই দুইটি প্রধান নগর।

২৮। কিচেনেব্
২৯। বার্দ্দীচেব্
} দক্ষিণ পশ্চিমাংশে স্থিত।

জর্ম্মনি-রাজ্য।

সীমা—উত্তর—জর্ম্মন্ মহাসাগর, ডেন্মার্ক ও বাল্টিক সাগর, পূর্ব্বে—রুষিয়া, দক্ষিণে—ফ্রান্স,বেল্‌জিয়ম্ ও হল্যাণ্ড।

পরিমাণ-ফল—১,০৪,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪,৫০,০০,০০০।

জর্ম্মনীর অধিবাসীদিগকে জর্ম্মন্ কহে। এই স্থানে বিদ্যা-শিক্ষার বিশেষ সুবিধা আছে। এই স্থানে একবিংশতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পূর্ব্বে জর্ম্মনি একটি সম্রাটের অধীনে ছিল। তখন এই প্রদেশ চত্বারিংশ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১৮৬৬ অব্দে প্রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে ইহা ২৬শটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে ২০টি উত্তর জর্ম্মনীর ও ৬টি দক্ষিণ জর্ম্মনির অন্তর্গত। প্রুষিয়ার অধিপতি এক্ষণে জর্ম্মনির সম্রাট। উত্তর জর্ম্মনির প্রদেশগুলি অতি ক্ষুদ্র।

প্রুষিয়া, ব্যাভেরিয়া, উর্টেম্‌বার্গ, স্যাক্‌শনি ও বেডন এই কয়েকটি প্রধান। অন্যান্য রাজ্যগুলি অতি ক্ষুদ্র, যাহা ভারতবর্ষের তালুক অপেক্ষা অধিক বড় নহে।

প্রুষিয়া।

সীমা—উত্তরে—ডেন্মার্ক ও বল্টিক সাগর,পূর্ব্বে—রুষিয়া, দক্ষিণে—অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনি রাজ্য ও পশ্চিমে—ফ্রান্স, বেল্‌জীয়ম্ ও হল্যাণ্ড।

পরিমাণ-ফল—৬৭,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,৮০,০০৭০০।

পূর্ব্বকালে প্রুষিয়া দেশে রোরুষি নামক এক প্রকার জাতি বাস করিত এবং বোধ হয় ঐ জাতি হইতে এই দেশের নাম প্রুষিয়া হইয়াছে। এই দেশ পূর্ব্বে ডিউকের অধীনে ছিল তজ্জন্য ইহাকে ডাচি বলা যাইত। তদনন্তর ১৭০০ খৃঃঅব্দে প্রথম ফ্রেড্রিক্ উইলিয়াম্ নামক এক ব্যক্তি প্রুষিয়ার ডাচি রহিত করিয়া ইহাকে রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত করত আপনি সিংহাসনারোহণ করেন।

ফ্রেড্রিক্ সর্ব্বদা একগাছা যষ্ঠি হস্তে প্রুষিয়া রাজধানী বারলিন্ নগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন এবং যদি কোন ব্যক্তিকে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে দেখিতেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিলক্ষণরূপে প্রহার করিয়া বলিতেন যে, আমার রাজ্যে কোন ব্যক্তি আলস্যে কাল যাপন করিতে পারিবে না। প্রথম ফ্রেড্রিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ সিংহাসনারোহণ করেন দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ একাদশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর প্রাণত্যাগ করেন তাহার পর তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র তৃতীয় ফ্রেড্রিক্ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি আপনাকে অতিশয় ক্ষমতাপন্ন বোধ করিয়া বোনাপার্টীর সহিত যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন কিন্তু ১৮০৬ খৃঃঅব্দে বোনাপার্টী তাঁহাকে জিনা নগরে পরাজিত করিয়া অনেক দেশ অধিকার করেন। পরিশেষে বোনাপার্টী যখন ওয়াটার্লু নগরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন তখন প্রুষিয়ানেরা তাহাদের সমুদায় দেশ ফরাসিদের হস্ত হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই দেশে দশটী বিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে বার্লিন্, ব্রেশ্‌ল, গোটীঙ্গেন্, হেলিওবনের বিশ্ব-

বিদ্যালয় কয়েকটী প্রধান। প্রুষিয়া তিন ভাগে বিভক্ত, যথা :—
মধ্য, পূর্ব্ব ও পশ্চিম্।

মধ্য-বিভাগ।

১। বার্লিন—প্রুষিয়ার রাজধানী, স্প্রী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

২। পটস্‌ডাম্—বার্লিনের পশ্চিমাংশে স্থিত, এই স্থানে কতিপয় প্রাসাদ আছে।

৩। ফ্রাঙ্কফোর্ট ওডর—বার্লিনের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থান মেলার জন্য বিখ্যাত।

৪। ম্যাগ্‌ডিবার্গ—স্যাক্‌সনীর অন্তর্গত এল্‌বের তীরে অবস্থিত; এই স্থান সুদৃঢ় দুর্গ ও বাণিজ্য স্থানের জন্য বিখ্যাত।

৫। উইটেন্‌বার্গ—এল্‌বের তীরে অবস্থিত ১৫৭১ খৃঃঅব্দে লুথর এই স্থানে ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া ছিলেন তজ্জন্যই ইহা বিখ্যাত।

৬। হল—স্যাক্‌সনীর দক্ষিণাংশে স্থিত, এই স্থানেও একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৭। ষ্টেটীন্—ওডর নদীর অভিমুখে, এই স্থানেও বাণিজ্য বহু বিস্তৃত।

পূর্ব্ব-বিভাগ।

১। ব্রেস্‌-ল—সিলেসিয়ার অন্তর্গত ওডর নদীর তীরস্থিত। লিনেনের প্রধান ব্যবসায় স্থান।

৪। পোসেন—ভিষ্টুলার শাখা নদীর তীরস্থিত, ইহা প্রধান বাণিজ্য স্থান।

৬। ডেন্‌জিগ্—ভিষ্টুলার অভিমুখ স্থিত, ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান।

৪। কোনিংস্‌বার্গ—ডেন্‌জিগের উত্তর পূর্ব্বাংশে স্থিত, ইহা পূর্ব্বে রাজধানী ছিল।

৫। মিমেল—ইহা একটী বন্দর স্থান, এই স্থান হইতে শস্য ও বাহাদূরী কাষ্ঠ রপ্তানি হয়।

৬। টীল্‌সিট্—নীম্যানের তীরস্থিত, এই স্থানে ১৮০৭ খ্রীঃ-অব্দে নেপোলিয়্যান্ ও রুষিয়ার ১ম আলেক্‌জ্যাণ্ডারের সহিত সন্ধি হয় তজ্জন্যই ইহা প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম-বিভাগ।

১। কীল—বাল্টিক সাগরের তীরস্থিত।
২। অ্যাল্‌টোনা—এল্‌বের তীরস্থিত।
৩। এম্‌ডেন্—হ্যনোভারের অন্তর্গত।
} এই কয়েকটী বন্দর ও বাণিজ্য স্থান।

৪। হ্যনোভার—লীনের তীরস্থিত, এই স্থানে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা হার্শেলও পরমজ্ঞানী শিগেলের জন্ম হয়।

৫। গোটীঙ্গেন্—হ্যনোভারের দক্ষিণাংশেস্থিত, এই স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত।

৬। মানষ্টার—ওয়েষ্ট ফেলিয়ার প্রধান নগর।

৭। ক্যাস্‌ল—পূর্ব্বে হেসিক্যাসলের রাজধানী ছিল, ইহা একটী বাণিজ্য স্থান।

৮। ডাসেল্‌ডর্ফ—রাইনের তীরস্থিত।

৯। বমের্থন্—পূর্ব্বাংশে স্থিত।

১০। কোলোন—রাইনের তীরস্থিত, প্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহা অত্যন্ত প্রাচীন সহর এই স্থানে একটী বিখ্যাত গির্জ্জা আছে যাহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১২৮৪ খ্রীঃ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল এই স্থান ও-ডি-কো-লন বা কোলোন-বারীর জন্য বিখ্যাত।

১১। বন—কোলোনের নিকটবর্ত্তী ও রাইনের তীরস্থিত, এই স্থানে একটী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

১২। এইকস্-লা-শাপেল্—প্রুষিয়ার পশ্চিমাংশে স্থিত, এই স্থানে শার্লিমান বাস করিতে ভাল বাসিতেন, এই স্থান খনিজবারীর জন্য বিখ্যাত।

১৩। কোব্লেঞ্জ—রাইন ও মোসলের সংগম স্থানে অবস্থিত, এই স্থানের বাণিজ্য বহু বিস্তৃত।

১৪। ট্রভ্‌জ—মোসিলের তীরস্থিত; ইহা জর্ম্মণীর বহু প্রাচীন নগর।

১৫। ফ্র্যাঙ্কফোর্ট অন্-সেন্—পূর্ব্বে ইহা স্বাধীন ছিল কিন্তু ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রুষিয়ার সহিত সংলগ্ন হইয়াছে।

ব্যাভেরিয়া।

জর্ম্মনীর মধ্যে ইহা একটী বিখ্যাত রাজ্য।

পরিমাণ ফল—১৫,০০০বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৫০,০০,০০০।

১। মিউনিক্—ব্যাভেরিয়ার রাজধানী, এই স্থানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র সমুদায় প্রস্তুত হয় ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যও প্রস্তুত হয়।

২। আগ্‌সবর্গ—লেচের তীরস্থিত, রোম্যানেরা এই দেশ স্থাপন করেন; ইহা একটী বাণিজ্য স্থান।

৩। রেটীস্‌বন্—দানবীর তীরস্থিত।

৪। নিউরেম্বার্গ—মধ্যস্থলস্থিত, এই স্থানেই প্রথমে অয়াচ ঘড়ীর সৃষ্টি হয় এই স্থান খ্যালনা দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

৫। স্পায়ার্শ—রাইনের তীরস্থিত।

উর্টেম্বার্গ।

এই দেশ ব্যাভেরিয়ার পশ্চিমাংশে ও বেডেনের পূর্ব্বাংশে স্থিত।

পরিমাণ ফল—৩,৭৫০বর্গক্রোশ,অধিবাসীর সংখ্যা—১৮,০০,০০০।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে এই দেশ নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

১। ষ্টাটগার্ট—ইহা একটী রাজধানী, নেক্কারের নিকটবর্ত্তী; পুস্তকের ব্যবসায় এই স্থানে বহু বিস্তৃত।

২। উলম্—দানবীর তীরস্থিত, এই স্থান দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

৩। টুবিঙ্গেন—ষ্টাটগার্টের দক্ষিণাংশে স্থিত, এই স্থানে একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

স্যাক্‌সনি।

ইহা ইউরোপের মধ্যে ক্ষুদ্র রাজ্য, এই দেশ অষ্ট্রীয়া, প্রুষিয়া ও ব্যাভেরিয়ার মধ্যস্থিত। ১৮০৬খৃঃঅব্দে ইহা রাজ্যে পরিণত করা হয়। এই স্থান অতিশয় উর্ব্বরা ও এই স্থানের মেষ সকল উত্তম পশমের জন্য বিখ্যাত।

পরিমাণ ফল—৩,০০০বর্গক্রোশ,অধিবাসীর সংখ্যা—২০,৫০,০০০।

১। ড্রেস্‌ডেন্‌—ইহা একটী রাজধানী, ডুল্‌বের তীরস্থিত; চিত্র বিদ্যার জন্য বিখ্যাত।

২। লিপ্‌জিগ্‌—উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত, মেলা ও পুস্তক ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত জর্ম্মনী রাজ্যের মধ্যে প্রধান। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে বোনাপার্টী এই স্থানে পরাজিত হন।

৩। ফ্রিবার্গ—দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত।

বেডেন্‌।

এই রাজ্য উর্টেম্বার্গ ও রাইনের মধ্যস্থিত।

১। কারলস্‌-রু—রাইনের নিকট একটী রাজধানী।

২। মানহীম্‌—নেকার ও রাইনের সঙ্গমস্থিত ও ইহা একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান।

৩। হাইডেলবার্গ—নেকারের তীরস্থিত, এই স্থানপ্রাচীন বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত।

৪। বেডেন্‌—রাইনের নিকটবর্ত্তী।

৫। কনষ্টান্স - কনষ্টান্স হ্রদের তীরে অবস্থিত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য।

১। মেয়্যান্স—রাইন নদীর তীরস্থিত।

২। উইমার—ইহা একটী সুন্দর নগর, বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিখ্যাত,ইংল্যাণ্ডের মৃত প্রিন্স্ কন্সার্ট স্যাক্সিকোবার্গ গোথার বংশধর ছিলেন, রাণী ভিক্টোরিয়া ইহাঁরই পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বিধবা হন।

৩। হামবার্গ—এলব্নদীর তীরস্থিত, ইহা একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান।

৪। ব্রিম্যানে—উইশের তীরস্থিত।

৫। লুবেক—বাল্টিক সাগরের নিকটবর্ত্তী।

এই তিনটি স্বাধীন।

৬। অ্যাল্সাস্লোরেন্—রাইন্ নদীর পশ্চিমাংশে স্থিত।

৭। মেজ—মোশীলের তীরস্থিত, এই স্থানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে।

৮। ষ্ট্র্যাস্বার্গ—রাইনের তীরস্থিত এই স্থানে বাণিজ্য বহু বিস্তৃত।

অষ্ট্রীয়া।

সীমা—উত্তরে—জর্ম্মনি রাজ্য ও রুষিয়া, পূর্ব্বে রুষিয়া, দক্ষিণে—তুরস্ক, অ্যাড্রিয়াটীক্ সাগর ও ইটালী ও পশ্চিমে—ইটালি, সুইজরল্যাণ্ড ও ব্যাভেরিয়া।

পরিমাণ ফল—১,২০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা ৩,৮০,০০,০০০।

এই সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ঃ—জর্ম্মনি বিভাগ ও হঙ্গেরী বিভাগ এই স্থানে বিদ্যা শিক্ষার বেশ নিয়ম আছে; লেখা পড়া না শিখিলে কেহই বিবাহ করিতে পারে না। এই স্থানে ৭ সাতটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

জর্ম্মনী বিভাগ।

১। বিয়েনা—অষ্ট্রীয়ার রাজধানী, দানবীর তীরস্থিত।

২। প্র্যাগু—বোহিমিয়ার রাজধানী, এই স্থানে একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে।

৩। সাদোয়া—প্র্যাগুর পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থানে প্রুষিয়রা অষ্ট্রীয় দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৪। অষ্টার্লিজ—এই নগরে নিপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধে অষ্ট্রীয়রা পরাজিত হন।

৫। ব্রান্—মরোভিয়ার রাজধানী, উলের জন্য বিখ্যাত।

৬। গ্রেট্জ—ষ্টীরিয়ার রাজধানী।

৭। শ্যালজবার্গ—এই স্থান লবণের খনির জন্য বিখ্যাত।

৮। আইড্রয়া—ইলিরিয়ার অন্তর্গত, সিসের খনির জন্য বিখ্যাত।

৯। ট্রিষ্ট—অ্যাড্রিয়াটীক্ সাগরের তীরস্থিত, ইহা অস্ত্রীয়ার প্রধান বন্দর স্থান।

১০। পোলা—ট্রিষ্টের দক্ষিণাংশে স্থিত, রণতরীর প্রধান আড্ডা।

১১। ইন্সব্রাক্—ইনের তীরস্থিত, টীরোলের প্রধান নগর।

১২। ট্রেণ্ট—অ্যাডিজের তীরস্থিত, টীরলের প্রধান নগর। ১৫৪৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রোম্যান্ ক্যাথলিকদিগের এক সভা হয় তজ্জন্যই ইহা বিখ্যাত।

১৩। রেগুশা—ডাল্‌মেসিয়ার অন্তর্গত পূর্ব্বে ইহা সাধারণ তন্ত্রের রাজধানী ছিল।

১৪। লেম্বার্গ—গ্যালিসিয়ার রাজধানী, এই স্থানে বাণিজ্য বহু বিস্তৃত।

১৫। ক্র্যাকো—ভিষ্টুলার তীরস্থিত, পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ছিল; এই স্থানে রাজাদিগের সমাধি হইয়া থাকে।

হঙ্গেরীরাজ্য।

১। প্রেস্‌বার্গ—দানবীর তীরস্থিত, ইহা একটী প্রাচীন রাজধানী।

২। বুডা বা ওফেন্‌ } দানবীর বিপরিত তীরস্থিত।

৩। পেস্ত } হাঙ্গেরীর রাজধানী।

৪। সেম্‌নিজ্‌,
৫। ক্রেম্‌নিজ্‌
৬। নিউশল } উত্তরাংশে স্থিত, খনির জন্য বিখ্যাত, হাঙ্গেরীয়দিগের কিম্বদন্তী এই যে, নিউশল, তাম্রের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেম্‌নিজ রৌপ্যের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ও ক্রেম্‌নিজ্‌ স্বর্ণের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার কারণ এই যে, এই দেশ গুলির নিকটবর্ত্তী স্থানে সকল প্রকারের ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। টোকে—টাইসের তীরস্থিত, মদ্যের জন্য বিখ্যত।

হ-ল্যাণ্ড বা নিদার্ল্যাণ্ড।

সীমা—উত্তর ও পশ্চিমে—জর্ম্মন সাগর, পূর্ব্বে—প্রুষিয়া ও দক্ষিণে—বেল্‌জীয়ম্।

পরিমাণ ফল—৬,৩৫০ বর্গ ক্রোশ,অধিবাসীর সংখ্যা—৪০,০০,০০০

হ-ল্যাণ্ডবাসী দিগকে ওলন্দাজ কহিয়া থাকে, ইহারা পরিশ্রম দ্বারা দেশের প্রান্ত ভাগে এক সুদৃঢ় বাঁদ প্রস্তুত করিয়া দেশকে জলোচ্ছাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই দেশ অতিশয় বিভবশালী এই স্থানে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহাকে পূর্ব্বে হ-ল্যাণ্ড বলিত কিন্তু ১৮১৫ খৃঃ অব্দ হইতে এই দেশ নিদার্ল্যাণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে।

১। অ্যামষ্টার্ড্যাম—হ-ল্যাণ্ডের রাজধানী, ইহা হীরকখণ্ডের জন্য বিখ্যাত।

২। হার্লেম্—পশ্চিমাংশে স্থিত,পুষ্পোদ্যানের জন্য বিখ্যাত।

৩। লীডেন—রাইন নদীরতীরস্থিত, স্প্যানিয়ার্ড কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয় এস্থানে স্মরণ চিহ্নস্বরূপ ১৫৭৫ খৃঃঅব্দে এক বিখ্যাত বিশ্ববিদালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

৪। ইট্রেক্ট—১৭১৩ খৃঃ অব্দের সন্ধির জন্য বিখ্যাত, এই স্থানেও একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৫। গ্রোনিন্‌গেন্—উত্তরাংশেস্থিত, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত।

৬। হেগ্—এই স্থানে হ-ল্যাণ্ডের রাজ-সভার অধিবেশন হয়।

৭। রটেণ্ড্যাম্—ইহা একটী প্রধান নগর,বাণিজ্যের প্রধান স্থান।

৮। ডেলকুট—হেগের নিকটবর্ত্তী।

৯। স্কীভ্যাম্‌—রট্যাণ্ড্যামের নিকটবর্ত্তী, জীন্‌ নামক মদ্যের জন্য বিখ্যাত।

বৈদেশীক অধিকার।

১। জাভা ২। মালক্কা ৩। সুমাত্রার কিয়দংশ ৪। বার্ণিওর কিয়দংশ ৫। সিলিবিস্‌	ভারত সাগরের মধ্যস্থিত
৬। গিনী উপকূলের কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ।	আফ্রিকায়।
৭। সুরিনম্‌ ও ওলান্দাজাধিকৃত গায়েনা।	দক্ষিণ-আমেরিকায়।

বেল্‌জীয়ম্‌।

সীমা—উত্তরে—হ-ল্যাণ্ড; পূর্ব্বে—রেনিশ-প্রুষিয়া; দক্ষিণে—ফ্রান্স ও পশ্চিমে—জর্ম্মন সাগর।

পরিমাণফল ৫,৭০০বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা ৫০,৫০,০০০।

বেল্‌জীয়মের অধিবাসীদিগকে বেল্‌জীয়ান্‌ কহে, ইহারাও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস রক্ষার নিমিত্ত এক সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থান ফিতা ও জরির জন্য বিখ্যাত।

১। ব্রাসেল্‌স—বেল্‌জীয়মের রাজধানী, সীন নদীর তীরস্থিত। এই স্থানে উত্তম গালিচা ও জরী প্রস্তুত হয়। বিখ্যাত

ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধ ক্ষেত্র এই স্থান হইতে ৪৷৷০ সাড়ে চারি ক্রোশ অন্তরে স্থিত।

২। অ্যাণ্ট্‌য়ের্প—শীল্‌ড্‌ নদীর তীরস্থিত, বেল্‌জীয়মের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান। ১৬শ শতাব্দীতে ইহা ইউরোপের মধ্যে ধনশালী নগর ছিল, এই স্থানে একটী গির্জা আছে যাহার চূড়া অতিশয় উচ্চ, এই গির্জার দেওয়ালের স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর ছবি খোদিত হইয়াছে।

৩। মেকলিন্‌ বা মেলীন্‌—অ্যাণ্ট্‌য়ের্প ও ব্রাসলের মধ্যস্থিত, জরীর জন্য বিখ্যাত।

৪। ঘেণ্ট—শীল্‌ড় নদীর তীরস্থিত, এই স্থানে একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৫। ব্রুজেস্‌—পশ্চিমাংশে স্থিত, ১৩শ শতাব্দীতে এই স্থান বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, এখনও কিয়ৎ পরিমাণ আছে।

৬। লীজ্‌—মাস বা মিউস্‌ নদীর তীরস্থিত, লৌহের কার খানার জন্য বিখ্যাত।

৭। অষ্টেণ্ড—জর্ম্মনসাগরের উপকূল স্থিত ইহা বন্দরের জন্য বিখ্যাত।

ফ্রান্স।

সীমা—উত্তরে—ইংলিশ প্রণালী ও বেল্‌জীয়ম্‌, পূর্ব্বে—জর্ম্মণী, সুইজরল্যাণ্ড ও ইটালি, দক্ষিণে—ভূমধ্যস্থসাগর ও স্পেন ও পশ্চিমে—অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণ ফল—১,০২,০০০বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩,৭০,০০,০০০।

ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে ফরাসী কহে। এই স্থানে চারিটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা ভিন্ন আরও ১৬টী প্রধান প্রধান বিদ্যালয় ও অল্পপাঠী বালকগণের শিক্ষার জন্য অনেক পাঠশালা আছে।

১। প্যারিস্—ফ্রান্সের রাজধানী, সীন নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানে দেশের যাবতীয় বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত হয়।

২। ভার্শেল্‌স—প্যারিসের নিকটবর্ত্তী, এই স্থানে একটী সুন্দর রাজ-প্রাসাদ আছে।

৩। লিয়ন্স—রোণের তীরস্থিত, এই স্থানে রেশম ও অন্যান্য দ্রব্যের কারখানা আছে।

৪। সেণ্ট ইটিন্স—লিয়ন্সের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত, ফিতা ও লৌহের কারখানার জন্য বিখ্যাত।

৫। রুয়েন্—সীন নদীর তীরস্থিত, ইহা ফরাসীদিগের তূলার ব্যবসায় স্থান।

৬। লীল—উত্তরাংশে স্থিত, এই স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

৭। ক্যাম্ব্রে—উত্তরাংশে স্থিত, এই স্থান হইতে কিম্‌ব্রিক কাপড়ের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

৮। মার্শেল্‌স—ভূমধ্যস্থসাগরের তীরস্থিত, ইহা একটী অতিশয় প্রাচীন সহর ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রধান বন্দর স্থান।

৯। বোর্ডো—গেরোন নদীর তীরস্থিত, এই স্থান হইতে ওয়াইন্, ব্র্যাণ্ডী, তৈল ও নানা প্রকারের ফল আমদানী হয়।

১০। ন্যান্‌টস্—লয়ার নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানে বাণিজ্য বহুবিস্তৃত।

১১। হেবার—সীন নদীর অভিমুখে স্থিত, ইহা ফ্রান্সের একটী প্রধান বন্দরস্থান।

১২। ক্যালে—ডোবর প্রণালীর তীরে অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল।

১৩। ডান্‌কার্ক
১৪। বুলোন
১৫। ডীপ্ } ইংলিশ প্রণালীর তীরস্থিত, এইগুলি বন্দরস্থান।

১৬। লা-রোশেল—বিস্কে উপসাগরের তীরস্থিত।

১৭। টুলোন্—ভূমধ্যস্থসাগরের তীরস্থিত।

১৮। ব্রেষ্ট—অ্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগরের তীরস্থিত, এই স্থানে রণতরী থাকিবার প্রধান আড্ডা।

১৯। শেরবার্গ—প্রণালীর তীরস্থিত, রণতরীর প্রধান আড্ডা।

২০। রিম্‌স্—উত্তর পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থানে একটী গির্জ্জা আছে; যে স্থানে ফ্রান্সের রাজারা পূর্ব্বে অভিষিক্ত হইতেন।

২১। সীডেন্—মিউস্ নদীর তীরস্থিত, এই স্থানে ৩য় নেপোলিয়ান্ তাঁহার সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে প্রুষিয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

২২। এমিন্স—সোম নদীর তীরস্থিত, এই স্থানের কারুকার্য্য ও উপাসনা-গৃহ অতি প্রসিদ্ধ।

২৩। অর্লিয়েন্স—লয়ার নদীর তীরস্থিত, ১৪২৮ খৃঃ অব্দে

জোয়ান্ অব্-আর্কর শাসনসময়ে এই স্থান ইংরাজেরা আক্রমণ করেন, তজ্জন্যই ইহা বিখ্যাত।

২৪। টুর—লয়ার নদীর তীরস্থিত, ৭৩২ অব্দে চার্লস্ মার্টেল্ সারেসন্‌দিগকে পরাস্ত করেন।

২৫। টুলুজ—গেরোনের তীরস্থিত, ১৮১৪ অব্দে ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন্ ফরাসী দিগকে পরাস্ত করেন।

২৬। বেয়ন—দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত, এই স্থানে বন্দুকের সঙ্গীন প্রথম প্রস্তুত হয়।

২৭। আবিনন্—রোন নদীর তীরস্থিত. ইহা এক সময়ে পোপের অধিবসতিস্থান ছিল।

২৮। পো
২৯। মণ্টপিলার
৩০। নিস্ } দক্ষিণাংশে স্থিত, এই স্থানের জলবায়ু অত্যুত্তম।

৩১। কর্সিকা—ইহা ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত, একটী দ্বীপ, ভূমধ্যস্থ সাগরের মধ্যস্থিত, ইটালীর উপকূল ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যস্থিত।

৩২। অ্যাজেসিও—কর্সিকা দ্বীপের প্রধান নগর, ইহা পশ্চিম উপকূলের তীরস্থিত; এই স্থানে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জন্ম হয়।

ফ্রান্সের বৈদেশিক অধিকার।

১। অ্যাল্‌জিরিয়া—উত্তর আফ্রিকায় স্থিত।

২। সেনিগ্যাল্—পশ্চিম আফ্রিকায় স্থিত।

৩। কীন্—দক্ষিণ আমেরিকায় স্থিত।

৪। বোরবঁ দ্বীপ—ভারত মহাসাগরে স্থিত।

৫। পণ্ডিচারি ইত্যাদি—ভারতবর্ষে স্থিত।

৬। ফ্রেঞ্চ কোচীন চীন
৭। নব-ক্যালিডোনিয়া } প্রশান্ত মহাসাগরে স্থিত।

৮। টিউনিস্—উত্তর আফ্রিকায় স্থিত।

এই অধিকারের পরিমাণ ফল—৩,৮০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৯০,০০,০০০।

সুইজর্ল্যাণ্ড।

সীমা—উত্তরে—জর্ম্মনি, পূর্ব্বে—অষ্ট্রীয়া, দক্ষিণে—ইটালি ও পশ্চিমে—ফ্রান্স।

পরিমাণ ফল—৮,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,৭৫,০০০।

সুইজর্ল্যাণ্ডের অধিবাসী দিগকে সুইস্ বলে। ইহা ২২শভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে ক্যাণ্টন কহে; সেই সমুদায় মিলিত হইয়া এক সভা স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ডায়ট কহে।

১। বল বা বেসল—রাইনের তীরস্থিত, এই স্থানে বাণিজ্য বহু বিস্তৃত।

২। বারণ—আর নদীর তীরস্থিত, সুইজর্ল্যাণ্ডের রাজধানী; এই স্থানে ডায়ট সভার অধিবেশন হয় ও ইহা গবর্ণমেণ্টের অধিবসতি স্থান।

৩। জুরিক— স্বনামখ্যাত হ্রদের তীরস্থিত, এই স্থানে তূলা ও রেশমের কারখানা আছে।

৪। নিউসাটেল্ বা নিউক্যাসল্ } পশ্চিমাংশে স্থিত, স্বনামখ্যাত হ্রদের তীরস্থিত।

৫। জেনেবা—হ্রদের মোহানায় অবস্থিত, ইহা একটি প্রধান নগর ও ট্যাক্‌ঘড়ীর জন্য বিখ্যাত।

স্পেন।

সীমা—উত্তরে—বিস্কে উপসাগর ও ফ্রান্স, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে—ভূমধ্যস্থসাগর ও পশ্চিমে—অ্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগর ও পর্টুগ্যাল।

পরিমাণ ফল—৯৬,৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১,৬০,০০,০০০।

স্পেনের অধিবাসীদিগকে স্প্যানিয়ার্ড কহে, এই স্থানে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত, কিন্তু দেশ অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত। এই স্থানের শিক্ষাপ্রণালী অতি কদর্য্য।

১। ম্যাড্রিড্—টেগস্ নদীর শাখা ম্যাঞ্জনারস নাম্নী নদীর তটে অবস্থিত, ইহা স্পেনের রাজধানী।

২। বার্শিলোনা—দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে স্থিত, এই স্থানের দুর্গ অতি সুদৃঢ় ও বাণিজ্য বহুবিস্তৃত।

৩। ভ্যালেন্সীয়া
৪। আলিকণ্ট
৫। মালেগা } এইগুলি ভূমধ্যস্থসাগরের তীরের বন্দর স্থান।

৬। ক্যাডিজ্—অ্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত, ইহা একটী প্রাচীন বাণিজ্য স্থান, ও দুর্গ দ্বারা সুদৃঢ়রূপে পরিবেষ্টিত।

৭। শিবাইল—গাডল্‌কুইবারের তীরস্থিত, এই স্থানে একটী সুন্দর গির্জা ও তামাকের কারখানা আছে।

৮। কর্ডোবা—গাডল্‌কুইবারের তীরস্থিত, শূরদিগের পূর্ব্ব-রাজধানী, দশম শতাব্দীতে ইহা ইউরোপের মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল ও সেই সময়ে বিদ্যা-লোচনা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল।

৯। গ্র্যানেডা—দক্ষিণাংশে স্থিত, ইহা মূরদিগের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহা এক সময়ে স্পেনের মধ্যে রমণীয় নগর ছিল।

১০। আলহাম্‌ব্রা—এই স্থানে এক সময়ে মূর-বংশীয় রাজা-দিগের ঐশ্বর্য্যযুক্ত প্রাসাদ ছিল।

১১। টলিডো—টেগস্ নদীর তীরস্থিত, ইহা একটী প্রাচীন রাজধানী, পূর্ব্বে এই স্থান উৎকৃষ্ট তরবারির জন্য বিখ্যাত ছিল।

১২। সালামঙ্কা—ম্যাড্রিডের উত্তর-পশ্চিমাংশে স্থিত, এক সময়ে এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের মধ্যে প্রধান ছিল।

১৩। বাল্লীডোলিড্—সালামঙ্কার উত্তর-পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থানেও একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

১৪। সারাগোসা—ইব্রো নদীর তীরে অবস্থিত, ফরাসীদগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করণের জন্য ইহা বিখ্যাত।

১৫। করুণা
১৬। সন্তন্দর
১৭। বীল্‌বাও
} এই গুলি অ্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগরস্থিত বন্দর স্থান।

১৮। বদাজোস্—গোয়াডিয়ানার তীরস্থিত, ইহা ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক অধিকার করা হয়।

১৯। মার্শিয়া—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থান শিল্প কার্য্যের জন্য বিখ্যাত।

২০। কার্টাজিনা—দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে স্থিত, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় অস্ত্রাগারের জন্য বিখ্যাত, ইহা কার্থিজীয়ান্‌দিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

২১। জীব্রল্‌টার—দক্ষিণাংশে স্থিত, এই স্থানে পর্ব্বতোপরি একটী দুর্গ আছে যাহা ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত, ইহা ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়।

২২। বালেন্সিয়া—গাডলকুইবারের তীরস্থিত, রেশমের কারখানার জন্য বিখ্যাত।

২৩। ম্যাজোর্কা
২৪। মিনর্কা
২৫। ইবিসা
} ভূমধ্যস্থসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ।

স্পেনের বৈদেশিক অধিকার।

১। কিবা
২। পোর্টোরিকো
} কারিব সাগরের অন্তর্গত।

৩। ক্যানারি দ্বীপ পুঞ্জ—অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে।

৪। ফিলিপাইনপুঞ্জ
৫। ল্যাড্রোনপুঞ্জ } প্রশান্ত মহাসাগরে।

পরিমাণ ফল—৬৩,০০০, বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৯০,০০,০০০।

পর্টুগ্যাল।

সীমা—উত্তর-পূর্ব্বে—স্পেন, দক্ষিণে—ভূমধ্যস্থসাগর ও পশ্চিমে অ্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগর।

পরিমাণ ফল—১৭,৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪০,০০,০০০।

এই দেশের অধিবাসীদিগকে পর্টুগীশ কহে, ইহারা সুনীতি বিষয়ে অতি নিকৃষ্ট।

১। লিস্‌বন—পর্টুগ্যালের রাজধানী, টেগাস নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানে বাণিজ্য বহুবিস্তৃত। ১৭৫৫ অব্দে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া ১০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

২। অপর্টো—ডাউরো নদীর নিকটবর্ত্তী, পোর্ট নামক মদিরার জন্য বিখ্যাত।

৩। সেতুবল—দক্ষিণাংশে স্থিত, ইহা একটী বর্দ্ধনশীল বন্দর-স্থান।

৪। কোইম্ব্রা—এই স্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৫। সাইন্স—দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত, এই স্থানে ভাস্কো-ডে গামা জন্মপরিগ্রহ করেন।

পর্টুগ্যালের বৈদেশিক অধিকার।

১। অ্যাজোরপুঞ্জ
২। ম্যাডিরাপুঞ্জ
৩। কেপবার্ডপুঞ্জ
} অ্যাটল্যাণ্টিক্ মহাসাগরের অন্তর্গত। অ্যাজোর—কমলা লেবুর জন্য বিখ্যাত।

৪। অ্যাঙ্গোলা
৫। মোজম্বিক্
} আফ্রিকার অন্তর্গত।

৬। গোয়া—ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

৭। মেকাও—চীনের অন্তর্গত।

পরিমাণ ফল—৩,৫০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪০,০০,০০০,

ইটালী।

সীমা—উত্তরে—সুইজর্ল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া, পূর্ব্বে—অ্যাড্রিয়াটীক্ সাগর, দক্ষিণে—ভূমধ্যস্থসাগর ও ফ্রান্স।

পরিমাণ ফল—৫৭,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,৮০,০০,০০০।

এই দেশের অধিবাসীদিগকে ইটালিয়ান বলে,ইহারা রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। পুরাকালে ইহা রোমরাজ্যের রাজধানী ছিল। এক্ষণে রোম্যান ক্যাথলিক মঠের প্রধান আচার্য্য পোপ এই স্থানে অবস্থিতি করেন তজ্জন্যই ইহা বিখ্যাত। অ্যাপিনাইন পর্ব্বত দ্বারা ইহা পূর্ব্ব, পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত। এই দেশে তিনটী বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি আছে, যথা সিসিলী

দ্বীপস্থ এটনা, নেপ্লসের অন্তর্গত বিসুবিয়স ও লিপারি দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত স্ত্রম্বোলি। এই দেশের দক্ষিণাংশে সময়ে সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এই দেশে ৬৯টী জেলা আছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান প্রদেশগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

১। পিডমণ্ট—ইটালীর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ইহা অ্যাল্পস্ পর্ব্বত ও ভূমধ্যস্থসাগরের মধ্যস্থিত; ইহার পশ্চিম সীমা—ফ্রান্স।

২। টুরিন্—পিডমণ্টের রাজধানী, পো নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানে রেশমের কারখানা আছে।

৩। জেনোয়া—উপকূলের তীরস্থিত, এই স্থানে পূর্ব্বে সাধারণ-তন্ত্রের রাজধানী ছিল, ইহা ইটালীর বন্দরস্থান, এই স্থানের নিকটে কলম্বসের জন্ম হয়, এই স্থানে রেশম ও মখমলের কারখানা আছে।

৪। সার্ডিনিয়া—ইহা ভূমধ্যস্থসাগরের একটী প্রধান দ্বীপ, ইহা জঙ্গলাবৃত, কিন্তু স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড আছে।

৫। কাগ্লিয়ারি বা কালীয়ারি } সার্ডিনিয়া দ্বীপের প্রধান নগর।

৬। লম্বার্ডি—অ্যাল্পস্ পর্ব্বত ও পো নদীর মধ্যে অবস্থিত।

৭। মিল্যান—পো নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানে একটী সুন্দর উপাসনা-গৃহ আছে।

৮। পেভিয়া—মিল্যানের দক্ষিণাংশে স্থিত, লঙ্গোবার্ড নামক জর্ম্মণ জাতীয়ের রাজধানী ছিল, ১৫২৫ অব্দে ফ্রান্সের ১ম ফ্রান্সীস্ এই স্থানে পরাজিত ও বন্দী হন।

৯। লোডি—পো নদীর শাখা অ্যাড্ডার তীরস্থিত, এই স্থানে নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়ানেরা পরাজিত হন।

১০। বিনিসিয়া—লম্বার্ডি ও বিনিস্ উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

১১। বিনিস্—বিনিসিয়া প্রদেশের রাজধানী, বিনিস্ উপসাগরের তীরে অবস্থিত; এই নগর ৩৩০ সেতুর দ্বারা সংযোজিত ও অশীতি দ্বীপের উপরিভাগে নির্ম্মিত।

১২। প্যাডুয়া—বিনিসের পশ্চিমে অবস্থিত, এই স্থানে একটী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

১৩। সাণ্টুয়া—বিনিসের প্রধান নগর।

১৪। ইমিলিয়া—লম্বার্ডি ও বিনিসিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত।

১৫। বোলোনিয়া—ইটালীর মধ্যে, এই স্থানে একটী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

১৬। পার্ম্মা } এই দুইটী পার্ম্মা ও মোডেনা ডাচির রাজ-
১৭। মোডেনা } ধানী ছিল।

১৮। রাবেনা—অ্যাড্রিয়াটীকের নিকটবর্ত্তী, ইহাই রোমান সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানী।

১৯। স্যান মেরিনো—রাবেনার দক্ষিণে অবস্থিত।

২০। টাস্ক্যানি—ইমিলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত, ইহা পূর্ব্বে গ্র্যাণ্ড ডাচি ছিল।

২১। ফ্লরেন্স—আর্ণোর তীরে অবস্থিত, এই নগর চিত্র ও স্থপতিবিদ্যার প্রধান স্থান।

২২। পীজা—এই স্থানে গ্যালিলিওর জন্ম হয়।

২৩। লেগ্‌হরন—ইহা একটী প্রধান বন্দরস্থান।

২৪। রোম—ইটালীর প্রধান নগর, টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানেব সেণ্টপিটারের গির্জা সমধিক প্রসিদ্ধ, আরও অন্যান্য গির্জা আছে।

২৫। চেবিটা-বেকিয়া—রোমের বন্দবস্থান।

২৬। অ্যান্‌কোনা—অ্যাড্রিয়াটীক্ নদীর তীরস্থিত। ইহা পাপল রাজ্যের বন্দব ছিল।

২৭। নেপল্‌স—ইটালীর মধ্যে প্রধান নগর, এই নগর বহু জনাকীর্ণ ও বাণিজ্য বহুবিস্তৃত।

২৮। ক্যাপুয়া—নেপল্‌সেব উত্তরে অবস্থিত।

২৯। ব্রিণ্ডিজী—অ্যাড্রিয়াটীক্ নদীর তীরস্থিত, ইহা একটী প্রাচীন বন্দর স্থান।

৩০। সিসিলি—ইহা ভূমধ্যস্থসাগরের মধ্যে একটী প্রধান দ্বীপ, ইহাকে পূর্ব্বে ইটালীব শস্যাগার বলিত, কারণ ইহা অত্যন্ত উর্ব্বরা স্থান ছিল।

৩১। পালার্মো—উত্তর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, ইহা একটী রাজধানী, এই স্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৩২। মেসিনা—মেসিনা প্রণালীর তীরে অবস্থিত, ইহা একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৩৩। শিরা কিউজ্—দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত, ইহা সিসিলীর প্রাচীন রাজধানী।

৩৪। গির্জ্জেণ্টী—দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত, এই স্থান হইতে গন্ধক আমদানী হয়।

৩৫। ক্যাটেনিয়া—এ টনার নিকটস্থিত, ইহা সিসিলির প্রধান নগর।

৩৬। মল্টা—সিসিলির দক্ষিণে অবস্থিত, ইহা এক্ষণে ব্রিটনের অন্তর্গত।

৩৭। ভ্যালেটা—মল্টার রাজধানী, ১৮০০ অব্দে ইহা ব্রিটিশদিগের দ্বারা অধিকার করা হয়।

গ্রীস্।

সীমা। উত্তরে—ইউরোপীয় তুরস্ক, দক্ষিণ ও পশ্চিমে—ভূমধ্যস্থসাগর, পূর্ব্বে—ইজিয়্যান্ সাগর।

পরিমাণফল—১২,৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,০০,০০০।

১। এথেন্স—গ্রীসের রাজধানী, পূর্ব্বে এই স্থানে বিখ্যাত সদ্বক্তার, দর্শনিকের, চিত্রকরের ও খোদকারীর জন্ম হইয়াছিল।

২। লারিশা—থিসালীর প্রধান নগর।

৩। লিপাণ্টো—লিপাণ্টো উপসাগরের উত্তরে অবস্থিত, এই স্থানে ১৫৭১ খ্রীঃঅব্দে অষ্ট্রীয়ার ডনজুয়ান্ কর্ত্তৃক তুরস্করণতরীর ধ্বংস হয় তজ্জন্য ইহা বিখ্যাত।

৪। কোরিন্থ—কোরিন্থ যোজকের তীরস্থিত, ইহা এক সময়ে মনোহারী নগর ছিল।

৫। পাট্রাস—কোরিন্থ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী, ইহা একটী বন্দরস্থান।

৬ নপ্লিয়া—নপ্লিয়া উপসাগরের নিকটবর্ত্তী, ইহা কিয়ৎ দিনের জন্য আধুনিক গ্রীসের রাজধানী ছিল।

৭। আর্গস্—নপ্‌লিয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত, ইহা গ্রীসের একটী অতিশয় প্রাচীন সহর।

৮। স্পার্টা—দক্ষিণাংশে অবস্থিত, এথেন্সের পরবর্ত্তী রাজধানী ছিল, ইহা গ্রীস দেশের একটী বিখ্যাত প্রাচীন সহর। এই দেশকে পূর্ব্বে ল্যাসিডেমন্ বলিত, লাইকার্গশ্ এই স্থানের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।

৯। নবঋণো—ভূমধ্যস্থসাগরের তীরে অবস্থিত, ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজ, ফরাসী ও রুষীয় রণতরীর দ্বারা তুরুস্ক-রণতরীর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

১০। সীরা—সাইক্লেডিস্ দ্বীপের প্রধান নগর।

১১। আইওনিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ—গ্রীসের পশ্চিমাংশে অবস্থিত, এই দ্বীপের অন্তর্গত অনেকগুলি দেশ আছে, তন্মধ্যে কর্ফু, ইথাকা, সিফেলোনিয়া ও জান্তী এই কয়েকটী প্রধান।

ইউরোপীয় তুরস্ক।

সীমা।—উত্তরে—অষ্ট্রীয়া, সার্বিয়া ও রুমেনিয়া, পূর্ব্বে—কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে—গ্রীস ও পশ্চিমে—অ্যাড্রিয়াটিক্ সাগর।

পরিমাণ ফল—৬৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৯০,০০,০০০।

তুরস্কে সামান্য বিদ্যালয় অনেক আছে, মধ্যে মধ্যে মাদ্রাসা সংস্থাপিত আছে। ইহার রাজার নাম সুল্‌তান। তুরস্ক অনেক ভাগে বিভক্ত, এক এক বিভাগে এক এক জন শাসনকর্ত্তা

আছেন তাঁহাদিগকে পাশা কহে। ১৮৭৭।৭৮ সালে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে মণ্টিনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমেনিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে।

১। কনষ্ট্যাণ্টিনোপল—তুরস্কের রাজধানী, ইহা স্বনামখ্যাত প্রণালীর তীরে অবস্থিত, পূর্ব্বে এই দেশকে ইস্তাম্বৌল কহিত। ইহার অন্য একটী নাম রুম্, সেইজন্য ইহাকে কখন কখন রুমরাজ্য বলে।

২। গ্যালিপোলি—ডার্ডেনেলিশের তীরে অবস্থিত, ইহা একটী রণতরীর প্রধান আড্ডা।

৩। অ্যাড্রিয়নোপল্—এই স্থানে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল, এখনও ইহা সমৃদ্ধিতে দ্বিতীয় বলিয়া গণ্য।

৪। সালোনিকি—সালোনিকী উপসাগরের নিকটবর্ত্তী, ইহা একটী বন্দরস্থান।

৫। স্কুটারি
৬। ইরানিনা } আল্‌বেনিয়ার প্রধান নগর।

৭। শুম্‌লা—ইহা একটী দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত নগর।

৮। ভার্ণ—কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত, ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান।

৯। শীলিষ্ট্রীয়া—দানবী নদীর তীরস্থিত, রুষিয়াদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করণের জন্য ইহা বিখ্যাত।

১০। তীর্ণোবা—ইহা একটী রাজধানী।

১১। সোফিয়া—পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

১২। ফিলিপোপোলিশ্—পূর্ব্ব-রুমেলিয়ার রাজধানী।

১৩। ক্যাণ্ডিয়া—উত্তরদিকে অবস্থিত, ইহা একটী প্রধান নগর।

তুরস্কের অধিকার।

১। এসিয়াটীক তুরস্ক।
২। আরবের কিয়দংশ।
৩। মিসর।
৪। ত্রিপলী।
৫। ফেট্।
৬। টুনিস্।
৭। ক্রীটদ্বীপ।
৮। রোডসদ্বীপ ও কতিপয়দ্বীপ পুঞ্জ।

} তুরস্কের সুলতানের অধিকৃত।

ইউরোপের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

১। ইংল্যাণ্ড—কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র, উত্তমোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, গ্লাস, শুষ্কমৎস্য, বিয়ার নামক মদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়।

২। স্কটল্যাণ্ড—বস্ত্র, হুইস্কি মদ্য, সামন্ মৎস্য ও গো, মেষ ইত্যাদি।

৩। আয়ার্ল্যাণ্ড—অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্য, হুইস্কি মদ্য, লিনু কাপড়, আলু, বৃহৎ বৃহৎ ষাঁড় ও অনেক জাতীয় শস্য।

৪। রুষিয়া
৫। সুইডেন্ } অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্য, উর্ণা, চর্ম্ম, গর্জ্জন তৈল, চর্ব্বি, লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্তম্ভ।

৬। নরওয়ে—নবনীত, ফট্ কিরি, গর্জ্জন তৈল, শুষ্ক মৎস্য ও তাম্র।

৭। হল্যাণ্ড—হেরিংমৎস্য, মাডর নামক এক প্রকার রঙ্, কড্‌মৎস্য ও হোয়েল মৎস্যের চর্ব্বি।

৮। ফ্রান্স—ব্র্যাণ্ডি, রেসম, মখ্‌মল, পসমি কাপড়, গ্লাস, ও অনেক প্রকার ফলের মোরোব্বা।

৯। স্পেন্—পসম, বাদাম, কমলালেবু, ডুম্বুর ও অনেক প্রকারের মদ্য।

১০। ইটালি—রেসম, অত্যুৎকৃষ্ট মার্ব্বেল প্রস্তর ও অনেক জাতীয় ফল।

১১। তুরস্ক—কার্পেট, চর্ম্ম, ডুম্বুর, ও অনেক প্রকারের ঔষধ।

১২। পোল্যাণ্ড—গম ও লবণ।

দশম অধ্যায়।

আফ্রিকা।

সীমা—উত্তরে—ভূমধ্যস্থসাগর, পূর্ব্বে, লোহিতসাগর ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে—দক্ষিণ মহাসাগর ও পশ্চিমে—অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণফল—৬০,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,০০,০৩,০০০

আফ্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

উত্তরে—ইজিপ্ত, নিউবিয়া, ত্রিপলী, টুনিস্, অ্যাল্‌জিরিয়া ও মরক্কো।

৭। হল্যাণ্ড—হেরিংমৎস্য, মাডর নামক এক প্রকার রঙ্, কড্‌মৎস্য ও হোয়েল মৎস্যের চর্ব্বি।

৮। ফ্রান্স—ব্র্যাণ্ডি, রেসম, মখ্‌মল, পসমি কাপড়, গ্লাস, ও অনেক প্রকার ফলের মোরোব্বা।

৯। স্পেন্—পসম, বাদাম, কমলালেবু, ডুম্বুর ও অনেক প্রকারের মদ্য।

১০। ইটালি—রেসম, অত্যুৎকৃষ্ট মার্ব্বেল প্রস্তর ও অনেক জাতীয় ফল।

১১। তুরস্ক—কার্পেট, চর্ম্ম, ডুম্বুর, ও অনেক প্রকারের ঔষধ।

১২। পোল্যাণ্ড—গম ও লবণ।

দশম অধ্যায়।

আফ্রিকা।

সীমা—উত্তরে—ভূমধ্যস্থসাগর, পূর্ব্বে, লোহিতসাগর ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে—দক্ষিণ মহাসাগর ও পশ্চিমে—অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণফল—৬০,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,০০,০৩,০০০

আফ্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

উত্তরে—ইজিপ্ত, নিউবিয়া, ত্রিপলী, টুনিস্, অ্যাল্‌জিরিয়া ও মরক্কো।

মধ্যস্থলে—অ্যাবিসিনিয়া, সাহারা বা মহামরুভূমি ও সূদন।

পশ্চিমে—সেনিগ্যাম্বিয়া, উচ্চ-গিনী ও নিম্ন-গিনী।

দক্ষিণে—কলোনি দ্বীপ ও ন্যাটেল।

পূর্ব্বে—সোফালা, মৌজাম্বিক ও জানজীবর।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। সকোট্রা—গার্ডাফুই অন্তরীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

২। ম্যাডেগ্যাসকার—আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে স্থিত। টানানারিক ও টামাটের এই দুইটী প্রধান নগর।

৩। কমরো—ম্যাডেগ্যাসকার ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত।

৪। বোরবোঁ বা রি-ইউনিয়ান্—ম্যাডেগাস্কারের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এই স্থানে চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ফরাসীদিগের অধিকৃত।

৫। মরিশাস্—ম্যাডেগ্যাস্কারের পূর্ব্বাংশে স্থিত, এই স্থানের রাজধানী পোর্ট-লুইশ, ইহা ইংরাজদিগের অধিকৃত। এই স্থান হইতে আবলুস কাষ্ঠ আইসে।

৬। সেশিল ও অ্যামিরিয়্যাণ্টী দ্বীপপুঞ্জ—মরিশাসের উত্তরে অবস্থিত।

৭। সেণ্ট হেলেনা—অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত, এই স্থানে নেপোলিয়ান বোনাপার্টী নির্ব্বাসিত হন, ১৮২১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় ও ১৮৪০ অব্দে তাঁহার মৃত শরীর প্যারিস নগরে স্থানান্তরিত করা হয়।

৮। অ্যাসেনসেন—আফ্রিকা ও ব্রেজিলের মধ্যস্থিত।

৯। ফার্ন্যাণ্ডো-পো—বিয়াফ্রার ক্ষুদ্রোপসাগরের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ।

১০। ভার্ডদ্বীপ পুঞ্জ—ভার্ড অন্তরীপের পশ্চিমে অবস্থিত। রাজধানী সেণ্ট জ্যাগো, পর্টুগ্যালের অধিকৃত এই স্থান হইতে লবণ ও ছাগ চর্ম্ম অন্যান্য দেশে নীত হয়।

১১। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ—মরক্কোর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। স্পেনের অধিকৃত, রাজধানী টেলিরিফ্।

১২। স্যাণ্টাক্রুজ—টেনিরিফের অন্তর্গত।

১৩। ম্যাডিরা—ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের উত্তরাংশে অবস্থিত এই স্থান মদ্যের জন্য বিখ্যাত। পর্টুগ্যাল দিগের অধিকৃত, রাজধানী—ফাঞ্চেল।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

উত্তর দিকে।

১। বন
২। রসলক্রণ
৩। ব্ল্যাঙ্কো

} টুনিশের উত্তরাংশে অবস্থিত।

দক্ষিণদিকে।

৪। গুডহোপ
৫। আগলহাস্

} দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

পূর্ব্বদিকে।

৬। কোরিয়েণ্টিজ
৭। ডেল্‌গোডা

} মজম্বিক প্রণালীর উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত

৮। গার্ডাফুই .....পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

৯। অ্যাম্বাবি } ম্যাডেগাস্কর দ্বীপের উত্তর দক্ষিণে
১০। সেণ্টম্যারি } অবস্থিত।

পশ্চিমদিকে।

১১। স্পার্টেল্ } মরক্কোর অন্তর্গত।
১২। নন }

১৩। বোজ্যাডার—সাহারার অন্তর্গত।

১৪। বার্ড—সেনিগাম্বিয়ার পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

১৫। পামাশ }
১৬। ফরমোজা } গিনীর অন্তর্গত।
১৭। লোপেজ }
১৮। ফ্রিণ্ড }

আফ্রিকার প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। অ্যাট্‌লাস্—অফ্রিকার উত্তর ভাগে।

২। মিলষ্টীন্—মরক্কোর দক্ষিণ ভাগে, ইহা উচ্চতাতে ৭,৬০০ হস্ত।

৩। কঙ্—উচ্চগিনীর অন্তর্গত।

৪। ক্যামিরুনস্—বিয়াফ্রার অন্তর্গত।

৫। নিউবেল্ড } কলোনি অন্তরীরপের অন্তর্গত।
৬। স্নিউবার্জ্জেন }

৭। ড্রেকেন্‌বার্গ—ন্যাটেলের পশ্চিম দিকে।

৮। লুপেটা—মোজাম্বিকের পশ্চিমদিকে।

৯। কিলিমঞ্জারো
১০। কিনিয়া
} জেন্‌জিবারের পশ্চিমদিকে কিলিমঞ্জারো পর্ব্বত, উচ্চতাতে দুই ক্রোশ।

১১। অ্যাবিসিনিয়ান্—আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। সিড্‌রা—ত্রিপলির দক্ষিণ দিকে।

২। কেবিশ্—টুনিশের পূর্ব্বদিকে।

৩। গিনী—পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চিম।

৪। সেণ্ট্ হেলেনা
৫। টেবল
৬। ফলস
৭। অ্যাল্‌গোয়া
} আফ্রিকার দক্ষিণদিকে।

৮। মোজাম্বিক প্রণালী—আফ্রিকা ও ম্যাডেগ্যাস্কারের মধ্যে অবস্থিত।

৯। ডেলাগোয়া
১০। সোফালা
} দক্ষিণপূর্ব্বদিকে।

১১। এডেন্—আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে।

১২। লোহিত সাগর—আফ্রিকা ও আরবের মধ্যে অবস্থিত।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। চ্যাদ্—মধ্য-আফ্রিকার অন্তর্গত।

২। ডেম্বিয়া
৩। সানা
} অ্যাবিসিনিয়ার অন্তর্গত।

৪। মেল্‌গিগ্‌—অ্যাল্‌জীরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে।

৫। উনিয়ামেশি বা নিয়াশী } মোজাম্বিকের পশ্চিম-দিকে

৬। বিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা
৭। অ্যাল্‌বার্ট্‌ নায়েঞ্জা
৮। টাঙ্গানিকা
৯। ব্যাংউইয়লো } পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান নদী।

নদী	যে স্থানে পতিত।
১। নীল	ভূমধ্যস্থসাগরে।
২। সেনিগ্যাল	অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্‌ মহাসাগরে।
৩। গ্যাম্বিয়া	অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্‌ মহাসাগরে।
৪। নীজর	গিনি উপসাগরে।
৫। চাদ্দা	গিনি উপসাগরে।
৬। কঙ্গো	অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্‌ মহাসাগরে।
৭। অরেঞ্জ	অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্‌ মহাসাগরে।
৮। জ্যাম্‌বেশী	ভারত মহাসাগরে।
৯। লিবুমা	ভারত মহাসাগরে।
১০। লুফিজী	ভারত মহাসাগরে।
১১। যাব্‌	ভারত মহাসাগরে।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান দেশ।

১। ইজিপ্ত—ফেরো, আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া, রোসেটা, দামেটা ও সুয়েজ্‌।

২। নিউবিয়া—খার্তুম্‌, সেণ্ডী, শিনার ও মাণ্ডুয়া।

৩। অ্যাবিসিনিয়া—গোণ্ডার, এডোয়া, অক্সাম্‌ ও অ্যাঙ্কোবর।

৪। মরক্কো—মরক্কো, মোগাডোর, ফেজ্‌ ও টাঙ্গির।

৫। অ্যাল্‌জিরিয়া—অ্যাল্‌জিয়ার্শ, কনষ্ট্যাণ্টাইন ওরান্‌ ও বোনা।

৬। টুনিস্‌—টুনিস্‌ ও কার্থেজ্‌।

৭। ত্রিপলী, মুজুক ও বেঙ্ঘাজী।

৮। সুদন্‌—সেগো, তিম্বক্টো, সকটু ও বুশা।

৯। সেনিগ্যাম্বিয়া—গোরী, সেণ্টলুইশ্‌ ও বথার্ষ্ট।

১০। উচ্চগিনী—কুমেষী, অ্যাবোমী ও মন্‌রোবিয়া।

১১। নিম্নগিনী—লোয়াঙ্গো, সেও-সাল্‌বাদার।

১২। কলোনি দ্বীপ—কেপ্‌ টাউন্‌ ও গ্রেহামটাউন্‌।

১৩। ন্যাটেল্‌—দার্ব্বান্‌ ও পিটারমেরিজ্‌বর্গ।

১৪। মোজাম্বিক্‌—মোজাম্বিক্‌, সিনা ও সোফালা।

১৫। জেন্‌জিবর বা জেন্‌ঞ্জবর } জেন্‌জিবর।

১৬। ম্যাডেগ্যাস্কার—টানানারিবো।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-প্রণালী।

১। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম—পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত,অ্যাবিসিনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত কলোনি অন্তরীপ।

২। মুসলমানধর্ম্ম—সমুদায় উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার কিয়দংশ।

৩। জড়োপাসনা—আফ্রিকার অনেক স্থানে।

আফ্রিকার শাসন প্রণালী।

আফ্রিকার সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচার প্রণালীতে শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায়।

উত্তর-আফ্রিকা বা নদীমাতৃক দেশ।

আফ্রিকার ঈশান কোনে ভূমধ্যস্থসাগরের দক্ষিণ লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে যে দেশ দৃষ্ট হয় তাহাকে উত্তর আফ্রিকা কহে। এই দেশের যাবতীয় কৃষিকার্য্য নীল নদীর দ্বারা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য ইহাকে নদীমাতৃক দেশও বলে। ইহা নিম্ন লিখিত কয়েকটী দেশে বিভক্ত।

১। নদী-মাতৃক-দেশ—ইজিপ্ত, নিউবিয়া ও অ্যাবিসিনিয়া।

২। বার্ব্বরিরাজ্য—মরক্কো, অ্যাল্‌জিরিয়া, টুনিস্ ত্রিপলি ও বার্কা।

৩। সাহারা—সাহারা।

ইজিপ্ত।

সীমা—উত্তরে—ভূমধ্যস্থসাগর, দক্ষিণে—নিউবিয়া, পূর্ব্বে—সুয়েজখাল, ও লোহিত সাগর, পশ্চিমে—মহামরুভূমি। পরিমাণফল—১,৭০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৫০,০০,০০০।

এই দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না কেবল নীল নদীর দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই স্থানে গম, চিনি, কার্পাস, নীল, তামাক, খেজুর, পেয়াজ ও শসা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই দেশে আরব, কপ্‌ট, তুরস্ক ও ইহুদি এইচারি জাতী বাস করে, এই স্থানের প্রচলিত ভাষা—আর্ব্বি।

ইজিপ্তের প্রধান প্রধান দেশ।

১। কায়রো—নীলনদীর তীরে অবস্থিত ইজিপ্তের রাজধানী, আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগর। ইহা ৯১০ অব্দে আরবদিগের দ্বারা স্থাপিত হয়, ১১৭৬ অব্দে শালাদীন কর্ত্তৃক দুর্গ বা গড় নির্ম্মিত হয়; ১২৫০ হইতে ১৫০৭ অব্দ পর্য্যন্ত ম্যামিলুকেশ্বরের রাজধানী ছিল।

২। আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া—ভূমধ্যস্থসাগরের তীরে অবস্থিত, ইহা একটী বন্দর ও বহুতর বাণিজ্য স্থান। ইহা মহাবীর আলেক্‌জ্যাণ্ডার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়; এক সময়ে ইহা রোম রাজ্যের অদ্বিতীয় নগর ছিল, এই দেশ হইতে ৭॥০ সাড়ে সাত ক্রোশ অন্তরে আবুকীর উপসাগরে নেল্‌সন্ ১৭৯৮ অব্দে নাইলের যুদ্ধ জয় করেন।

৩। রসেটা
৪। ডামিয়েটা } এই দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর স্থান।

৫। সুয়েজ—লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত, ইহা একটী খালের দ্বারা সংলগ্ন করা হইয়াছে, এই স্থান দিয়া ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে যাইতে হয়; এই খাল লেসেপ নামক এক জন ফরাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

৬। সাউট্—নীলনদীর তীরে অবস্থিত, ইহা উচ্চ ইজিপ্তের রাজধানী।

৭। কোসের—লোহিতসাগরের তীরস্থিত একটি ক্ষুদ্র বন্দর-স্থান।

৮। গেনে—ইহা কায়রো হইতে ১৫০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

৯। এস্নে—ইহা কায়রো হইতে ১৮০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

১০। আসুয়ান্—ইহা নীল নদীর জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী ও কায়রো হইতে ২২০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান গ্রেনাইট্ প্রস্তরের আকরের জন্য বিখ্যাত।

১১। মিজে—কায়রো হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানের নিকটে পিরামিড্ স্তম্ভ আছে তজ্জন্যই ইহা বিখ্যাত।

১২। মেম্ফিস্—ইহা একটি প্রাচীন রাজধানী।

১৩। থিবস্—উচ্চ ইজিপ্তের অন্তর্গত ও কায়রো হইতে ১৭৫ ক্রোশ অন্তরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

নিউবিয়া।

ইজিপ্তের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত ভূ-ভাগকে ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা নিউবিয়া বলিয়া থাকেন। এই দেশে যব, কার্পাস, তামাক ও নীল উৎপন্ন হয়। হস্তি, গণ্ডার, নদী-ঘোটক, কুম্ভীর, সিংহ ও জীরেফা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

১। খার্টুম—নিউবিয়ার রাজধানী, ইহা দাস ব্যবসায়ের প্রধান স্থান।

২। সেণ্ডী—উত্তর পূর্ব্বে ৪৮ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

৩। ইপ্‌সম্বল—নিউবিয়ার উত্তরে অবস্থিত, এই স্থান প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

৪। সেন্নার—বার-এল্-অ্যাজরেকের তীরে অবস্থিত ও খার্টুম হইতে ৭৭ ক্রোশ অন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

৫। এল্-ওবিয়েদ্—সেন্নার হইতে ১২৫ ক্রোশ অন্তরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত, কর্ডোফ্যানের রাজধানী।

৬। মশুয়া—খার্টুম হইতে ২৫০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান।

৭। শুয়াকিন্—উত্তরে ১৫০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, যাত্রিগণ মক্কায় যাইবার জন্য এই স্থানে জাহাজে আরোহণ করে।

অ্যাবিসিনিয়া।

পরিমাণফল——৮০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা-৩০,০০,০০০।

নিউবিয়ার দক্ষিণ হইতে লোহিত সাগরের তীর পর্য্যন্ত ভু-ভাগকে অ্যাবিসিনিয়া কহে। ইহারা আপনাদের দেশকে সর্ব্বদা আবেজী কহে, আরবেরা হাবেশ কহে। এই দেশে সণ্ট শাল্য নামে এক প্রকার পতঙ্গ অতি ভয়ানক তাহার যন্ত্রণায় পশুরাজ সিংহ অস্থির হয়। এই দেশে আমহারা, টী-গ্রে ও শোয়া এই তিনটী বিভাগ আছে।

অ্যাবিসিনিয়ার প্রধান প্রধান নগর।

১। গণ্ডের—ডেম্বিয়া হ্রদের উত্তরে, সাহারার প্রধান নগর।

২। ম্যাগ্‌ডালা—অ্যাবিসিনিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে। থিয়োডোর নামক অ্যাবিসিনিয়ার রাজা কতকগুলি ইংরাজকে বন্দী করিয়া রাখেন, তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য সার রবার্ট নেপিয়ার যুদ্ধ যাত্রা করেন; ১৮৬৮ অব্দে থিওডোরকে ম্যাগডালার যুদ্ধে হত্যা করা হয়, তদবধি ইহা ইংরাজদিগের করতলগত হইয়াছে।

৩। অ্যাডোয়া—টীগ্রের বর্ত্তমাণ রাজধানী।

৪। অক্‌সাম্—টীগ্রের পূর্ব্ব-রাজধানী।

৫। অ্যাঙ্কোবর—শোওয়ারের রাজধানী।

বার্ব্বরী রাজ্য।

ভূমধ্যস্থসাগরের দক্ষিণে অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্ব তীর হইতে ইজিপ্তের পশ্চিম প্রান্তকে বার্ব্বরি রাজ্য বলিয়া থাকে। দক্ষিণ দিকেও সাহারা মরুর কতক অংশ বার্ব্বরির অন্তর্গত। এ স্থানে বর্ব্বর, মূর, আরব, ইহুদি, তুরস্ক ও কাফ্রি এই কয়েক জাতী

বাস করে। এই রাজ্য মরকো, অ্যাল্‌জিরিয়া, টুনিস্ ও ত্রিপলী এই চারি ভাগে বিভক্ত।

মরকো বিভাগ।

১। মরকো—ইহা মরকোর রাজধানী।

২। মোগ্যাডোর—ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান।

৩। ফেজ্—মরকোর উত্তর পূর্ব্বদিকে, ইহা মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ।

৪। মেকুইনেজ্—ফেজের নিকটবর্ত্তী, এই স্থানে একটী মনোহর প্রাসাদ আছে।

৫। কিউটা—স্পেনের অন্তর্গত।

অ্যাল্‌জিরিয়া বিভাগ।

পরিমাণ ফল—১,২৯,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা-২,০০,০০০।

১। অ্যাল্‌জিরিয়া—ভূমধ্যস্থসাগরের তীরে অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা সমুদ্রোপরি ডাকাতির জন্য বিখ্যাত ছিল, এই দেশ ১৮১৬ অব্দে লর্ড এক্সমাউথ্ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়, ইহা ১৮৩০ অব্দে ফরাসী কর্ত্তৃক জয় করা হয়।

২। কনষ্ট্যাণ্টাইন্—ইহা অ্যাল্‌জিরিয়া হইতে ১০০ ক্রোশ অন্তরে, মহাবীর কনষ্ট্যাণ্টাইনের নামানুসারে এই দেশের নাম অভিহিত হইয়াছে।

৩ ওরাণ—পশ্চিম দিকস্থিত বন্দর স্থান।

৪। বনা—ইহা পূর্ব্ব দিকস্থিত একটী বন্দর স্থান, এই স্থান পলা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

টুনিস্।

পরিমাণ ফল—২৩,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,০০,০০০।

১। টুনিস্—অ্যাল্‌জিরিয়ার পূর্ব্ব দিকে, টুনিসের রাজধানী

২। মুসা
৩। কেবিস্ } টুনিসের প্রধান নগর।

৪। কোরোয়াল—টুনিসের প্রধান নগর, এই স্থানে একটী উৎকৃষ্ট মস্‌জিদ আছে, ইহা মুসলমানদিগের মহা তীর্থ।

৫। কার্থেজ্—ইহা টুনিস্ ও বন্ অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত।

ত্রিপলী।

পরিমাণ ফল—১,৭০,০০০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১০,০০,০০০।

১। ত্রিপলী—টুনিসের পূর্ব্বে অবস্থিত, এই স্থান দিয়া সার্থ বাহরেরা আফ্রিকাখণ্ডে গমনাগমন করে।

২। গ্যাডেম্‌স—ত্রিপলির দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ১২০ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

৩। ফিজ্যান্—ত্রিপলির দক্ষিণ দিকে।

৪ মুজুর্ক্—ইহা একটী প্রধান নগর।

৫। বেনুঘাজী—বার্কার প্রধান নগর,ইহা একটী বাণিজ্য স্থান।

সাহারা।

সীমা—উত্তরে—বার্ব্বরি, পূর্ব্বে—নীল অববাহিকার অন্তর্গত পাশ্চাত্য পর্ব্বত, দক্ষিণে—মধ্য-আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী সূদন ও পশ্চিমে—অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর।

এই মরু পৃথিবীর অন্যান্য সকল মরু অপেক্ষা বৃহৎ এই স্থানে দিবসে অতিশয় গ্রীষ্ম ও রাত্রিকালে অতিশয় শীত হয়। ইহার মধ্যস্থিত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডকে ওয়েসিস্ বলে। অন্যান্য ওয়েসিস্ মধ্যে কেজান অতি বিখ্যাত।

মধ্য আফ্রিকা।

সূদন বা নাগ্রেশিয়া।

সীমা—উত্তরে—সাহারা, পূর্ব্বে—ইজিপ্তাদি নদীমাতৃক দেশ, দক্ষিণে—চন্দ্রগিরি ও পশ্চিমে—সেনিগ্যাম্বিয়া ও উত্তরগিনী।

এই দেশের অধিবাসী নিগ্রো জাতীয়, দাস বিক্রয় করিব সময় এই জাতীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটন হইয়া থাকে। এই দেশে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজ্য আছে।

১। বাম্বারা
২। টিম্বাক্টো } উচ্চ নাইজারের তীরে অবস্থিত।

৩। গ্যাণ্ডু—নিম্ননাইজারের তীরে অবস্থিত।

৪। সকটু—গ্যাণ্ডুর পূর্ব্বদিকে।

৫। বর্ণু—চাদ হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে।

৬। বাগীর্ম্মী—চাদ হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে।

৭ ওয়াদাই—পূর্ব্ব-পশ্চিমে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। মেগো—বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী।

২। টিম্বাক্টু—নাইজারের নিকটবর্ত্তী, ইহা একটী প্রধান নগর, এই স্থান দিয়া বহু সংখ্যক সার্থ বাহরেরা গমনাগমণ করিয়া থাকে।

৩। সাকাটু—সুদনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগর।

৪। কুকা—চাদ হ্রদের নিকটবর্ত্তী, বর্ণুর রাজধানী।

পূর্ব্ব আফ্রিকা।

পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূল ভাগ যথাকথঞ্চিৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই উপকূল বাবেলমণ্ডব প্রণালীর তীর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে গার্ডাফিউ অন্তরীপের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ডেলাগোয়া সাগরের তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই স্থানে সোমালিস্ জাতীর বাস তজ্জন্য ইহাকে সোমালিস্ দিগের দেশ কহে, ইহা এডেন ও আজান এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই দেশে আল্‌বার্ট-নায়েঞ্জা, বিক্টোরিয়া-নায়েঞ্জা,

টাঙ্গানিগা, বাংউইওলো ও নিয়াসা এই কয়েকটী প্রধান প্রধান হ্রদ আছে ও জেমবেশী নামক একটী বিখ্যাত নদী আছে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। বর্ব্বরা—এডেনের প্রধান নগর, এই স্থানে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে, এই মেলায় প্রায় ১০ সহস্র লোক সমাগত হয়।

২। জাঞ্জিবার
৩। মোজাম্বিক
৪। সোপালা
৫। মগাডকেসা
৬। উজিজি
৭। সোমালি
৮। আজান্

} এই কয়েকটী প্রধান নগর।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

আফ্রিকার পশ্চিমে—ডেগুস্ উপসাগর, পূর্ব্বে—ডেলাগোয়া উপসাগর, এই দুইটী উপসাগর এক সরল রেখায় সংযুক্ত হইলে সেই রেখাই দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর সীমা। এই দেশের পশ্চিমদিকে হটেণ্টস্ জাতী ও পূর্ব্বদিকে ফাকের ও জুলু জাতী বাস করে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। কেপকলোনি
২। কাফ্রেরিয়া
৩। নেটেল বন্দর

} দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এই তিনটি প্রসিদ্ধ দেশ।

৪। কেপ টাউন—অন্তরীপ উপনিবেশের প্রধান নগর।

৫। গ্রেহাম টাউন
৬। এলিজাবেথ বন্দর } এই দুইটী প্রধান নগর।

পশ্চিম আফ্রিকা।

সাহারা মরুর বায়ুকোন হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ালিস্ উপসাগরের ১৭০ ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত আটল্যাণ্টিক মহাসাগরের সমুদয় উপকূল ভাগকে পশ্চিম আফ্রিকা কহে। সেনিগ্যাম্বিয়া, উত্তরগিনী ও দক্ষিণগিনি এই তিন ভাগে বিভক্ত।

সেনিগ্যাম্বিয়া।

১। গোরী—ভার্ড অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী।

২। সেণ্টলুইস—সেনিগ্যাল নদীর অভিমুখে অবস্থিত।

৩। বথাষ্ট—গ্যাম্বিয়া নদীর অভিমুখে অবস্থিত।

উত্তরগিনি।

১। সিরালিয়োন্
২। সশ্যোপকূল
৩। হস্তিদন্তোপকূল } এই কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত।
৪। স্বর্ণোপকূল
৫। দাসোপকূল

৬। অ্যাশাণ্টী—স্বর্ণোপকূলের উত্তরদিকে, প্রধান নগর—কুমাশী

৭। ডেহিম—অ্যাশাণ্টীর পূর্ব্ব দিকে, প্রধান নগর—অ্যাবোমি
ইহা ইংরাজদিগের করতলগত হইয়াছে।

৮। ফ্রি টাউন্—শিরালিয়নের রাজধানী।

৯। লিবেরিয়া—শিরালিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে।
১০। মনরোরিয়া—লিবেরিয়ার রাজধানী, ইহা আমেরিকা-বাসী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।
১১। অ্যাবিওকুটা—ডেহমির পূর্ব্ব দিকে।
১২। বেনিন্ } গিনি উপসাগরের উত্তর দিকে।
১৩। কলাবার }

দক্ষিণ গিনি।

১। লোয়াঙ্গো }
২। কঙ্গো }
৩। অ্যাঙ্গোলা } দক্ষিণ-গিনি এই কয়েকটী ভাগে বিভক্ত।
৪। বেঙ্গোলা }

দ্বাদশ অধ্যায়।

আমেরিকা।

আমেরিকা একটী মহাদ্বীপ, এই মহাদ্বীপকে নূতন মহাদ্বীপ কহে। ইহা প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিম, এজন্য কেহ কেহ পশ্চিম মহাদ্বীপও বলিয়া থাকে। ১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলম্বস্ নামক এক ব্যক্তি স্পেনের রাজ-মহিষী ইজাবেলার সাহায্যে কয়েক খানি জাহাজ লইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করণ মানসে গমণ করেন। প্রথমতঃ তিনি কারীব সাগরীয় গোয়ানাহানি দ্বীপে গমণ করেন, প্রত্যাগমণ সময়ে কিউবা হাটী দ্বীপ আবিষ্কার

করেন। ২য় বারে জেমেকা দ্বীপ, ৩য় বারে ট্রিনিড্যাড্ ও অরিনকো নদীর মোহণার সমীপবর্ত্তী দ্বীপ ও পরিশেষে মেক্সিকো উপসাগরের কিয়দংশ দেখিয়া আসেন। কলম্বস্‌কে এইরূপে যাতায়াত করিতে দেখিয়া ১৪০৭ খৃঃ অব্দে তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ইংল্যাণ্ডের ৭ম হেনেরির সাহায্যে উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে আমেরিগো ভেসপুকি ঐ নবাবিষ্কৃত ভূ-ভাগে প্রথম গমণ করেন, এবং আপন নামানুসারে উহার নাম আমেরিকা রাখেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ইউরোপীয় জাতিরা যাইয়া কোন না কোন দেশ অধিকার করিলেন। আমেরিকা দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকা। সমস্ত আমেরিকার পরিমাণ ফল—৮০,০০,০০০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১০,০০,০০,০০০।

উত্তর আমেরিকা।

সীমা—উত্তরে—উত্তরমহাসাগর, পশ্চিমে—প্রসান্তমহাসাগর, দক্ষিণে—প্রসান্তমহাসাগর, পানেমা যোজক ও মেক্সিকো উপসাগর ও পূর্ব্বে—অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক্ মহাসাগর। পরিমাণ ফল—৪৫,০০,০০০ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৭,২০,০০,০০০।

উত্তর আমেরিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশ আছে।

১। ব্রিটিশ আমেরিকা।
২। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ } উত্তর আমেরিকার উত্তরদিকে।

৩। মেক্সিকো।
৪। গোয়াটিমালা
৫। স্যাল্‌ভেডর।
৬। হণ্ডুরস্।
৭। নিকারাগুয়া
৮। কোষ্টারিকা।
৯। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ

} উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ দিকে।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। গ্রীন্‌ল্যাণ্ড—উত্তর-পূর্ব্বদিকে।
২। সাউথ্যাম্পটন্
৩। ককবারণ
৪। মেলবিল দ্বীপপুঞ্জ
৫। কাম্বার্ল্যাণ্ড

} বফিন্ ও হাড্‌সন্ উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী।

৬। নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ড
৭। অ্যাণ্টীকোষ্টী
৮। কেপ্ বৃটন
৯। প্রিন্স এড্‌ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ

} সেণ্ট লরেন্স উপসাগরের অন্তর্গত।

১০। বার্মুডাস্—ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের পূর্ব্বদিকে, ইংল্যাণ্ডের শাসনাধীনে।

১১। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থিত।

১২। ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ—প্যাটাগোনিয়ার পূর্ব্বদিকে।

১৩। ভ্যাঙ্কুবর
১৪। কুইন্ কার্লোট্ দ্বীপপুঞ্জ } ব্রিটীশ-আমেরিকার পশ্চিম দিকে।

১৫। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্
১৬। প্রিন্স আল্‌বার্ট ল্যাণ্ড
১৭। ব্যাঙ্কস্ ল্যাণ্ড } উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত।

১৮। সিটকা
১৯। অ্যালিউশ্যান বা ফক্স দ্বীপপুঞ্জ } রুষিয় আমেরিকার পশ্চিমে।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান উপদ্বীপ।

১। নবস্কোশীয়া—ফাণ্ডী উপসাগরের ও অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত।

২। ল্যাব্রেডর—হাড্‌সন্ ও লরেন্স উপসাগরের মধ্যস্থিত।

৩। ফ্লোরিডা—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

৪। ইউকেটন—মেক্সিকোর দক্ষিণ।

৫। কেলিফর্ণিয়া—কেলিফর্ণিয়া উপসাগরের পশ্চিম দিকে।

৬। আলেস্কা—রুষিয় আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম।

৭। বুথিয়া—হাড্‌সন্ উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম দিকে।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান যোজক।

১। পেনামা—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত সংযোজিত।

২। টেহুয়ান্‌টেপেক্—ক্যাম্পিচি উপসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরের মধ্যস্থিত।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। লিসবারণ
২। ব্যাবো
৩। বথাষ্ট
} উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত।

৪। ফেয়ার ওয়েল—গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণ দিকে।

৫। কাড্‌লেঘ্
৬। চার্লস
} ল্যাব্রেডরের অন্তর্গত।

৭। রেস্—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণ দিকে।

৮। সেবল্—নবস্কোশীয়ার দক্ষিণ দিকে।

৯। কড্
১০। হাট্‌বস
} ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের পূর্ব্বদিকে।

১১। স্যান অ্যাণ্টোনিও—ক্যুবার পশ্চিমদিকে।

১২। ক্যাটোক্—ইউকেটনের পূর্ব্বদিকে।

১৩। গ্রিশিয়াশ্ এডিয়স্—মস্কিটোর পূর্ব্বদিকে।

১৪। স্যান্‌রোক্
১৫। ফিও
} ব্রেজিলের পূর্ব্ব দিকে।

১৬। কোরীয়েণ্টীশ্—লাপ্লেটার পূর্ব্বদিকে।

১৭। ফ্রেওয়ার্ড
১৮। হর্ণ
} দক্ষিণ দিকে।

১৯। স্যান্ লুকাশ্—ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণদিকে।

২০। মেণ্ডোসিনো—ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের পশ্চিম দিকে।

২১। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্—বেরিংপ্রণালীর অন্তর্গত।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। আলিঘ্যানি বা অপলাচিয়্যান। } ইউনাইটেডষ্টেটসের অন্তর্গত।

২। রকি } ইউনাইটেডষ্টেটসের অন্তর্গত।

৩। সেণ্টইলিয়াশ্ } ইউনাইটেডষ্টেটসের অন্তর্গত।

৪। পপকেটি পেট্‌ল } মেক্সিকোর অন্তর্গত, এই দুইটী

৪। ওরিজেবা } আগ্নেয় পর্ব্বতের মধ্যে পরিগণিত।

উত্তর-আমেরিকার প্রধান প্রধান সাগর।

১। কারিব সাগর—উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। বফিন্ } উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্ব।

২। হাডসন } উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্ব।

৩। সেণ্টলরেন্স—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডদ্বীপ ও আমেরিকার মধ্যস্থিত।

৪। মেক্সিকো—ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের দক্ষিণ দিকে

৫। ক্যালিফোর্ণিয়া—মেক্সিকোর উত্তর-পশ্চিম।

৬। ফাণ্ডী—নবাস্কোশীয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম।

৭। চেসাপীক্ }
৮। ডেলাওয়ের } ইউনাইটেডষ্টেটের পূর্ব্ব দিকে

৯। ক্যাম্পিচি—মেক্সিকো উপসাগরের দক্ষিণ দিকে।

১০। হণ্ডুরস }
১১। মাস্কিটো } পশ্চিম দিকে।

১২। সান-মেটীয়াস্ }
১৩। সেণ্ট জর্জ্জ } প্যাটেগোনিয়ার অন্তর্গত।

১৪। ওয়াকুইল—ইকুয়েডর ও পিরুর মধ্যস্থিত

১৫। পেনামা—গ্র্যানেডার উত্তর-পশ্চিম।

১৬। কুইন কার্লোট সাউণ্ড—ভ্যাঙ্কুবর দ্বীপের পূর্ব্বদিকে।

১৭। ডিক্সন্ এণ্ট্রান্স—কার্লোট দ্বীপের উত্তরে।

১৮। বেরিংপ্রণালী—আমেরিকা ও এসিয়ার মধ্যস্থিত।

উত্তর আমেরিকা প্রধান প্রধান প্রণালী।

১। ডেবিস প্রণালী—বেফিন্ উপসাগর ও অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত।

২। হডসন্ প্রণালী—হডসনউপসাগর ও অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত।

৩। বেল-ইল—ল্যাব্রেডর ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মধ্যস্থিত।

৪। বেরিংপ্রণালী—আমেরিকা ও এসিয়ার মধ্যস্থিত।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। সুপিরিয়ার
২। হিউর‍্যান্
৩। ইরি
৪। মিসিগ্যান্
৫। অণ্টেরিও
} ব্রিটীশ আমেরিকার দক্ষিণভাগে।

৬। অ্যার্থেবাস্কা
৭। গ্রেট শ্লেব
৮ গ্রেট বেয়ার
} ব্রিটীশ আমেরিকার উত্তর পশ্চিমভাগে।

৯। উইনিপেগ—সুপিরিয়ার হ্রদের উত্তর-পশ্চিম।
১০। বৃহৎলবণ হ্রদ—রকিপর্ব্বতের পশ্চিম।
১১। নিকারেগোয়া—মধ্য-আমেরিকার অন্তর্গত।
১২। টিটিকাকা—পেরু ও বোলিবিয়ার মধ্যবর্ত্তী।
১৩। পেটস্
১৪। মীরিস্
} ব্রেজিলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান নদী।

নদীর নাম।	উৎপত্তির স্থান।	পতন স্থান।
১। মেকেঞ্জি...	ব্রিটীশ আমেরিকা—	উত্তর মহাসাগর।
২। নেল্‌সন...	ঐ ...	হাডসন উপসাগর।
৩। সেণ্টলরেন্স...	ক্যানেডা...	সেণ্টলরেন্স উপসাগর।

৪। হাডসন্...ইউনাইটেডষ্টেটস্...আটল্যাণ্টিক মহাসাগর।
৫। সাসকুইহ্যান্না... ঐ ... চেসাপীক উপসাগর।
৬। মিসিসিপি ..ইউনাইটেডষ্টেটস্...মেক্সিকো উপসাগর।
৭। ওহিও .. ঐ ... মিসিসিপি।
৮। লোহিত নদী... ঐ ঐ
৯। অ্যাবাকেন সাস্...ঐ ঐ
১০। রিও কলোরডা...মেক্সিকো...ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর।
১১। রিওগ্র্যাণ্ডী... ঐ ...মেক্সিকো উপসাগর।
১২। কলম্বিয়া ..ইউনাইটেডষ্টেটস্...প্রসান্ত মহাসাগর।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান নগর।

১। ব্রিটীশ আমেরিকা—মণ্ট্রীল, ক্যুবেক্[১] টরণ্টো[২], হামিণ্টন ওটাওয়া,[৩] কিংষ্টন্, সেণ্ট্-জন[৪], নব-ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার[৫] সেণ্টজন্স[৬], ও হ্যালিফ্যাক্স্[৭]।

১। ক্যুবেক—পূর্ব্বে নিম্ন-ক্যানেডার রাজধানী ছিল, ইহা বানিজ্যের একটী প্রধান স্থান।
২। টরণ্টে —পূর্ব্বে উচ্চ-ক্যানেডার রাজধানী ছিল, এইস্থানে একটী বিশ্ব-বিদ্যালয আছে।
৩। ওটাওয়া—ক্যানেডার রাজধানী, ইহার নিকটে চুম্বক প্রস্তর পাওয়া যায়।
৪। সেণ্টজন্—নব ব্রান্সউইকের রাজধানী।
৫। নব-ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার—ব্রিটীশ কলম্বিয়ার রাজধানী।
৬। সেণ্টজন্স—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের রাজধানী।
৭। হ্যালিফ্যাক্স—নবস্কোশীয়ার রাজধানী, ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান

২। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্—ওয়াশিংটন[১], বোষ্টন, নব-ইয়র্ক[২], ফিলেডেল্ফিয়া, বাল্টিমোর; রিচ্-মণ্ড, চার্লষ্টন, সেণ্টলুইশ, সিন্সিনেতি, পিটস্বর্গ ও চিক্যাগো[৩]।

৩। মেক্সিকো—মেক্সিকো, ভেরাক্রুজ, পিয়েব্লা ও ওয়াডা-লাক্ জারা।

৪। মধ্য-আমেরিকা—নব-গুয়াটিমালা, সান্সাল্বেডর ও বেলাইজ্[৪]।

৫। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ—হবন্না, হেটীন্, সেণ্ট-ডমিঙ্গো ও কিংষ্টন।

৬। ড্যানিশ্ আমেরিকা বা গ্রীনলণ্ড। } জুলিয়েন্স্ হব, ফ্রেড্রিক শব, গডহেবন্ ও অপর নাবিক।

ব্রিটীশ আমেরিকা।

সীমা—উত্তরে—উত্তরমহাসাগর, পূর্ব্বে——অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে—ইউনাইটেডষ্টেটস ও পশ্চিমে—প্রশান্ত মহাসাগর।

১। ওয়াশিংটন—সভা করিবার স্থান ও সভাপতির বাসস্থান।

২। নব ইয়র্ক—ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৩। চিক্যাগো—পৃথিবীর ধান্য ব্যবসায়ের ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান।

৪। বেলাইজ্—ব্রিটীশ হণ্ডুরসের রাজধানী, এই স্থান হইতে মেহগিনি কাষ্ঠ রপ্তানি হয়।

পরিমাণফল—১৫,১২,৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা ৪০,৫০,০০০।

ক্যানেডা।

ক্যানেডার রকি ভিন্ন উচ্চপর্ব্বত সেণ্ট-লরেন্স ও অটয়া ভিন্ন বড় নদী আর নাই। ক্যানেডার পূর্ব্বভাগ ফরাসীদিগের অধিকৃত ছিল, ১৭৬৩ অব্দে ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। এক জন গবর্ণর এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা, তথায় এক পার্লিয়ামেণ্ট আছে তাহা দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ সেনেট ও অন্য ভাগ হাউস অব্ কমন্স।

ক্যানেডার প্রধান প্রধান নগর।

১। মণ্ট্রীল—সেণ্টলরেন্স নদীর একটী দ্বীপের উপরিভাগে অবস্থিত, ব্রিটীশ আমেরিকার একটী প্রধান বানিজ্য স্থান।

২। ক্যুবেক্—সেণ্টলরেন্স নদীর তীরবর্ত্তী, এই স্থানে একটী প্রধান দুর্গ আছে, এই স্থানকে আমেরিকার "জিব্রল্টার" বলে।

৩। টরণ্টো—অণ্টেরিও হ্রদের উপরিভাগে অবস্থিত, এই স্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় ও কতিপয় বিদ্যালয় আছে।

৪। হ্যামিল্টন্—আণ্টেরিও হ্রদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, ইহা একটী উন্নতশালী বাণিজ্য স্থান; এই স্থান ক্যানেডিয়ান্ রেলওয়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

৫। অটোবা—অটোবা নদীর তীরে অবস্থিত, ক্যানেডিয়ান রাজ্যের আধুনিক রাজধানী।

৬। কিংষ্টন্—আণ্টেরিও হ্রদের তীরে অবস্থিত, ইহা প্রধান সৈন্য-স্থান।

৭। লণ্ডন—ইরাই হ্রদের উত্তরে অবস্থিত।

৮। ফ্রেড্রিকটন্—নবব্রান্সউইকের অন্তর্গত, ইহা ব্রান্স-উইকের রাজধানী, এই স্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৯। সেণ্টজন—সেণ্টজন নদীর তীরে অবস্থিত, এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জাহাজ নির্ম্মাণ হয়।

১১। হ্যালিফাক্স—নবাস্কোশীয়ার অন্তর্গত, উত্তর আমেরিকা-স্থিত গ্রেট ব্রিটনের প্রধান রনতরীর আড্ডা।

১২। কারলোটটাউন—প্রিন্সএড্ওয়ার্ড দ্বীপের অন্তর্গত, ইহা এই প্রদেশের রাজধানী; ইহা একটী সুন্দর বন্দর ও বাণিজ্য স্থান।

১৩। নবওয়েষ্টমিনিষ্টার—ব্রিটীশ কলোম্বিয়ার অন্তর্গত ফ্রেজার নদীর অভিমুখের অনতিদূরে অবস্থিত।

১৪। বিক্টোরিয়া—ভ্যাঙ্কুবর দ্বীপের প্রধান নগর, ব্রিটীশ কলোম্বিয়ার রাজধানী।

১৫। উইনিপেগ্—অ্যাসিনিবোন ও লোহিত সারের মধ্যস্থিত, ম্যানিটোবার রাজধানী।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্।

সীমা—উত্তরে—ব্রিটীশ-আমেরিকা, পূর্ব্বে—আটলাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে—মেক্সিকো উপসাগর ও পশ্চিমে—প্রসান্ত মহাসাগর।

পরিমাণ ফল—১৮,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৪,৪০,০০,০০০।

ইউনাইটেড্ষ্টেটস্ ৩৯টী সাধারণ তন্ত্রে ও ১০টী প্রদেশে বিভক্ত। এই দেশ আলিগিণী ও রকি পর্ব্বত দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত, এই বৃহৎ রাজ্যের শাসনের নিমিত্ত কনগ্রেস্ নামে এক সভা সংস্থাপিত আছে। এই প্রদেশে পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক নদী আছে।

প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। ন্যাণ্টুকেট ... মশাচ্যুসেটের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

২। লং
৩। ষ্টেটন্ } নবইয়র্কের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। কড্
২। মে
৩। হাত্তিরাস্
৪। টঙ্কা বা সেবল্ } পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

৫। কন্‌সেপ্‌সিয়ন্‌
৬। মেণ্ডোসিনো
৭। ফ্ল্যাটারি
} পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

৮। নিউয়েন্‌ হ্যাম
৯। প্রিন্স অব ওয়েলস্‌
১০। আইসি
১১। ব্যারো
} অ্যালাস্কার তীরোভাগে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। রকি পর্ব্বতমালা—পশ্চিমাংশে অবস্থিত।
২। অ্যাপেলে চীয়ান্‌
৩। আলিঘ্যানি পর্ব্বতমাল
} পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। মসাচ্যুশেট্‌—মসাচ্যুশেটের পূর্ব্বাংশেস্থিত।
২। ডেলাওয়ে—ডেলাওয়ের ও নবজার্শির মধ্যস্থিত।
৩। চেশাপীক্‌—মেরিল্যাণ্ড ও বার্জিনিয়ার মধ্যস্থিত।
৪ মণ্টিরি।
৫। স্যানফ্র্যানসিস্‌কো
৬। হাম্বোল্‌ট
} ক্যালিফোর্ণিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান নদী।

নদীরনাম।	উৎপত্তিরস্থান।	যেস্থানে পতন।
১। হাড্‌সন্	... চ্যাপালেহ্রদ	... নবইয়র্ক উপসাগর।
২। ডেলাওয়ের	... নবজের্শি	... ডেলাওয়ের উপসাগর
৩। সাস্‌কুইহান্না	...পেন্‌শিলবেনিয়া	... চেস্‌পীক উপসাগর।
৪। পটোম্যাক্	... বার্জিনিয়া ও মেরিল্যাণ্ডের	ঐ।

মধ্যস্থল।

৫। মিসিসিপি	... মিন্নেসোটা	...	মেক্সিকো উপসাগর।
৬। রিও-গ্র্যানেডি-ডেল্ নর্টি	ইউনাটেড্ রাজ্য ও মেক্সিকোর মধ্যস্থল		ঐ
৭। রিওকলোরেডো	... ইউটা	...	ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর।
৮। স্যাক্রেমিণ্টো	... অরিগ্যান ও ক্যালিফোর্ণিয়া		স্যান্‌ফ্রান্‌সিসকোউপসাগর।
৯। কলোম্বিয়া	...রকি পর্ব্বতমালা...		প্রশান্তমহাসাগর।

প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। মিচিগ্যান্—উত্তরাংশে অবস্থিত।

২। চ্যাম্‌প্লেন্—নব ইয়র্ক রাজ্য ও ভার্মণ্টের মধ্যস্থিত।

৩। গুরুলবণহ্রদ—ইউটার অন্তর্গত।

প্রধান প্রধান নগর।

১। পোর্টল্যাণ্ড—মেনের অন্তর্গত, ইহা প্রসিদ্ধ বানিজ্যস্থান।

২। পোর্টস্মাউথ্—নব হেম্পসায়ারের অন্তর্গত, ইহা রণতরীর আড্ডা।

৩। বোষ্টন—মশাচ্যুসেটের অন্তর্গত, ইহা ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্মস্থান, বিদ্যালোচনার জন্য বিখ্যাত; ইহা একটী রাজধানী।

৪। লোয়েল্—মশাচ্যুসেটের অন্তর্গত, এইস্থানে তুলার কারবার বহু বিস্তৃত তজ্জন্য ইহাকে আমেরিকার "ম্যান্‌চেষ্টার" বলে।

৫। প্রভিডেন্স—ব্রোড দ্বীপের অন্তর্গত, ইহা একটী উন্নতশালী বানিজ্য স্থান। ইহা একটী রাজধানীর মধ্যে পরিগণিত।

৬। হার্টফোর্ড—কনেক্টিকাটের অন্তর্গত, এইস্থানে বন্দুক ও যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্র প্রস্তুত হয়, ইহা একটী রাজধানী

৭। নবইয়র্ক—ইউনাইটেডষ্টেটের প্রধান বানিজ্যস্থান।

৮। ব্রুকলিন্—লংদ্বীপে অবস্থিত, এইস্থান একটী সেতুর দ্বারা নবইয়র্কের সহিত সংলগ্ন করা হইয়াছে।

৯। ফিলেডেল্‌ফিয়া—পেন্‌সিল্‌ভিয়ার অন্তর্গত, এই স্থান সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিখ্যাত।

১০। পিটস্‌বর্গ—পেন্‌সিলভিয়ার অন্তর্গত, লৌহের কারখানার জন্য ইহাকে আমেরিকার "বার্মিংহ্যাম" বলে।

১১। ব্যাল্টিমোর—মেরিল্যাণ্ডের অন্তর্গত, এই স্থান হইতে শস্য ও তামাক প্রচুরপরিমাণে রপ্তানি হয়।

১২। ওয়াশিংটন্—কলাম্বিয়ার অন্তর্গত, ইহাই ইউনাইটেড্ রাজ্যের রাজধানী।

১৩। অ্যালব্যানি—ইহা নবইয়র্কের রাজধানী।

১৪। রিচ্‌মণ্ড—পূর্ব্ব ভার্জ্জিনিয়ার অন্তর্গত, এই স্থান গৃহ বিচ্ছেদের সময় একদলভুক্ত শাসনের রাজধানী ছিল।

১৫। রেলেঘ্—উত্তর কেরোলিনার রাজধানী।

১৬। চার্লস্টন—দক্ষিণ কেরোলিনার অন্তর্গত, এই স্থানেই ১৮৬১ অব্দের ১১ই এপ্রেলে প্রথম গৃহ বিচ্ছেদ উত্থিত হয়। ইহা একটী রাজধানী।

১৭। সাভেন্না—জার্জিয়ার অন্তর্গত, এই স্থান হইতে তুলা ও তামাক প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

১৮। মোবিলি—অ্যালাবমোর অন্তর্গত, ইহা তুলা বোঝাইয়ের বন্দর স্থান।

১৯। নব অর্লিয়্যান্—লুইশিয়ানার অন্তর্গত, এই স্থানে তুলার প্রসিদ্ধ বাজার আছে কিন্তু এই স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ইহা একটী রাজধানী।

২০। স্যানফ্রান্সিস্কো—ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত, এই স্থান হইতে স্বর্ণ ও ময়দা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

২১। সেক্রামেণ্টো—ইহা একটী রাজধানী।

২২। মিলকি—উইস্কোসিনের অন্তর্গত, এই স্থানে সুন্দর চিত্রওবিচিত্র ইষ্টক প্রস্তুত হয় তজ্জন্য ইহাকে "ক্রিম্‌সিটী" বলে।

২৩। সিন্‌সিন্নাটি—ওহিওর তীরস্থিত, এইস্থানে একটী বাজার আছে, যাহাতে শূকর-মাংশ এত অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয় যে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সে প্রকার বিক্রয় হয় না।

২৪। চিক্যাগো—ইল্লিনোইশ্‌ নদীর তীরস্থিত, এই স্থানে সস্যের প্রধান বানিজ্য স্থান।

২৫। ন্যাসভাইল—টেন্নিসি নদীর তীরস্থিত, এই স্থানে অনেক প্রকার কল প্রস্তুত হয়। ইহা একটী রাজধানী।

২৬। সেণ্টলুইশ্‌—মিশুরি নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা সৈন্য দিগের একটী প্রধান আড্ডা।

মেক্সিকো।

সীমা—উত্তরে—ইউনাইটেড্‌রাজ্য, পূর্ব্বে—মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারিবিয়্যান সাগর, দক্ষিণে—প্রশান্ত মহাসাগর ও মধ্য-আমেরিকা ও পশ্চিমে—প্রশান্ত মহাসাগর।

পরিমাণ ফল—৪, ১৬, ৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৯০, ৭৫,০০০।

প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। ক্যাম্পিচি—মেক্সিকো উপসাগরের দক্ষিণ।

২। ক্যালিফোর্ণিয়া—নিম্ন ক্যালিফোর্ণিয়ার পূর্ব্বদিকে।

প্রধান প্রধান নদী।

১। রিও-গ্র্যাণ্ডি-ডেলনর্ট—মেক্সিকো ও ইউনাইটেড্‌রাজ্যের মধ্যস্থিত।

২। রিওগ্র্যাণ্ডি-ডি-স্যাণ্টিয়াগো } প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম
৩। কুলিয়াকান্ } দিকে পতিত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। মেক্সিকো—ইহা এই প্রদেশের রাজধানী, এই স্থান অতি মনোরম।

২। পিউব্লা—এই স্থানে অতিশয় শিল্প কার্য্যের আলোচনা হয়।

৩। গুয়াডালাক্‌জারা—সেণ্টিয়াগোর তীরস্থিত, এই স্থানে তুলা, শাল ও মৃন্ময় পাত্র নির্ম্মিত হয়।

৪। গুয়ানাক্‌জুয়াটো—এই স্থানের নিকটে স্বর্ণের খনি আছে।

৫। কিউরেটারো—এই স্থানে ১৮৬৭ অব্দের ১৯শে জুনে সম্রাট-ম্যাক্‌সীমিলিয়ান্ কে গুলি করা হইয়াছিল।

৬। ভিবাক্রুজ—মেক্সিকো উপসাগরের তীরস্থিত, ইহা প্রধান বন্দর স্থান ও এই স্থানে বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত; কিন্তু এই স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

মধ্য-আমেরিকা।

এই প্রদেশ মেক্সিকোর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিকের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়াতে ইহাকে মধ্য-আমেরিকা বলে।

পরিমাণ ফল—১,০০,৯৪৫ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা-২০,৫০,০০০।

এই প্রদেশে নিম্ন লিখিত পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য আছে।

১। গুয়েটী মালা। ২। স্যান্‌স্যাল্‌ভেডর্‌। ৩। হণ্ডুরস্‌।
৪। নিকারাগুয়া ৫। কোষ্টারিকা।

প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। হণ্ডুরস্‌—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

[২। নিকোয়া
[৩। ডুল্‌শী } পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান নদী।

১। সিগোবিয়া।
২। ব্লু-ফিল্ডস্‌।
৩। স্যানজুয়ান্‌। } ক্যারিবিয়ান সাগরের পূর্ব্ব দিকে পতিত

প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। নিকারেগুয়া
২। ম্যানাগুয়া } এই দুইটী নিকারেগুয়া রাজ্যের অন্তর্গত।

প্রধান প্রধান নগর।

১। নিউগুয়াটিমালা—মধ্য আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান নগর, এই দেশে ৬৭ ক্রোশ দীর্ঘ ও ২০ ক্রোশ বিস্তৃত "নিকারাগোয়া" নামে একটি হ্রদ আছে, এই হ্রদ হইতে সঞ্জোয়ান নামে একটী নদী বহির্গত হইয়াছে

অল্প দূর খনন করিলেই ঐ নদী দ্বারা প্রশান্ত ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পরস্পর সংযুক্ত হয়, এই স্থানের অধিবাসীরা আদীম আমেরিক, শুক্ল কৃষ্ণবর্ণ ও শঙ্কর জাতী।

২। ওল্ড-গুয়াটি মালা—ইহা পুর্ব্বে রাজধানী ছিল, এই স্থান ভূমিকম্পে দুইবার ধ্বংশ হয় কিন্তু তথাপিও ইহা একটী প্রধান নগর।

৩। স্যালভেডর—ইহা একটী প্রধান নগর।

৪। স্যান্ জোশ্—কোষ্টারিকার রাজধানী।

৫। বেলাইজ্—ব্রিটীশ হণ্ডুরসের রাজধানী, ১৬৭০ অব্দে ইহা ইংল্যাণ্ডের অধিকার ভুক্ত হয়, এই স্থানের প্রধান রপ্তানি—মেহগিনিকাষ্ঠ ও বাহাদূরী কাষ্ঠ।

৬। ট্রুহিল্লিও—ক্যারিবিয়ান্ সাগরের তীরে অবস্থিত।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া বা কারিবসাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জ।

কারিব সাগরের গর্ব্ভে উত্তর আমেরিকার ফ্লরিডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনা পর্য্যন্ত যে দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহাকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া বা কারিব সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জ কহে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত যথা:—বাহামা ও অ্যাণ্টিলিশ্, অ্যাণ্টিলিশ্ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা:—গুরু অ্যাণ্টিলিশ্ ও লঘু অ্যাণ্টিলিশ্।

পরিমাণ ফল—৩৬,৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা ৪০,০০,০০০।

বাহামা পুঞ্জ—গুরুবাহামা, গুরুএবেকো, অ্যাগ্‌স্, নিউ প্রবিডেন্স ও স্যান্‌স্যাল্‌ভেডর।

প্রধান নগর—ন্যাস্=নিউ প্রবিডেন্সের অন্তর্গত।

গুরু অ্যাণ্টিলিশ্—কিউবা, জেমেকা, হেটি বা সেণ্ট ডমিঙ্গো ও পোর্টোরিগো।

প্রধান নগর—হবন্না=কিউবার অন্তর্গত, এই স্থান তামাক ও চুরটের জন্য বিখ্যাত। স্প্যানিশটাউন্—এই স্থান পূর্ব্বে জেমেকা রাজ্যের রাজধানী ছিল। কিংষ্টন—ইহা একটী আধুনিক রাজধানী। সেণ্ট ডমিঙ্গো—হেটীর অন্তর্গত।

লঘু অ্যাণ্টিলিশ্—এই দ্বীপ পোর্টরিকোর সমীপ হইতে বৃত্তাকারে প্যারিয়া উপসাগর পর্য্যন্ত যে সকল দ্বীপ ব্যাপিয়া আছে তাহাদিগকে লঘু অ্যাণ্টিলিশ্ কহে। ইহাতে ভর্জিন দ্বীপ পুঞ্জ, সেণ্টক্রাইষ্টোফর, অ্যাণ্টিগুয়া, গুয়াডালোপ, মার্টিনিক্, সেণ্ট লুশিয়া, সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট্, গ্র্যানেডা, বার্ব্বেডোশ্, টোবাগো, ট্রিনিড্যাড্ মার্গ্যারিটা, ব্যুয়েন্ আইয়ার ও কিউরেকোয়া এই কয়েকটী দ্বীপ আছে।

প্রধান নগর—সেণ্টজন্—অ্যাণ্টিগুয়ার অন্তর্গত। কিংষ্টন্—সেণ্ট ভিন্‌সেণ্টের অন্তর্গত। ব্রিজটাউন্—বার্ব্বেডোসের অন্তর্গত। পোর্ট অব্ স্পেন—ট্রিনিড্যাডের অন্তর্গত।

কারীব সাগরীয় অন্যান্য দ্বীপ।

১। হেটী—ইহা স্বাধীন।

২। সেণ্টবার্থলমিউ—সুইডেনের অধিকৃত।

৩। স্যাণ্টাক্রূজ—ডেন্মার্কের অন্তর্গত।

৪। সেণ্টজন
৫। সেণ্টটমস্ } ইউনাইটেড ষ্টেটের অধিকৃত।

৬। কিউরেগোয়া।
৭। সারা।
৮। সেণ্টইউষ্টেসস্।
৯। সেণ্টমার্টিনিকের দক্ষিণাংশ। } হল্যাণ্ডের অধিকৃত।

১০। কিউবা—স্বাধীন, সাধারণ তন্ত্র।

১১। গোয়াডেলোপ্।
১২। ডেসিড্রেড্।
১৩। মার্টিনিক।
১৪। সেণ্টমার্টিনিকের উত্তরাংশ। } ফ্র্যান্সের অধিকৃত।
১৫। ওসেণ্টস্।

১৬। পোর্টরিকো—স্পেনের অধিকৃত।

১৭। বর্ম্মুডাস্ পুঞ্জ—বাহমা পুঞ্জের ২ ক্রোশ উত্তরে ইংরাজদিগের অধিকৃত।

১৮। টেরাডেল্ ফিউগো—ইহা ৭টী প্রধান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত।

দক্ষিণ আমেরিকা।

সীমা—উত্তরে—কারিব সাগর ও অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর পূর্ব্বে—অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে—দক্ষিণ সাগর ও পশ্চিমে—প্রসান্ত মহাসাগর।

পরিমাণফল—৩২,১০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,৮০,০০,০০০।

এই প্রদেশ নিম্নলিখিত দ্বাদশটি ভাগে বিভক্ত।

১। কলম্বিয়া। ৫। ব্রেজিল্। ৯। লাপ্লাটা।
২। ইকুয়েডর। ৬। পেরু। ১০। উরুগুয়ে।
৩। ভেনিজুলা। ৭। বোলিবিয়া ১১। চিলি।
৪। গায়েনা। ৮। প্যারাগুয়ে ১২। প্যাটাগোনিয়া।

প্রধান প্রধান দ্বীপ।

১। ফকল্যাণ্ড—প্যাটাগোনিয়ার পূর্ব্বদিকে।
২। টেরাডেলফিউগো—ম্যাগিল্যান্ প্রণালীর পূর্ব্ব-দক্ষিণে।
৩। ষ্টেটন্—টেরাডেল্‌ফিউগোর পূর্ব্বদিকে।
৪। মেডর ডি-ডিত্ত।
৫। ওয়েলিংটন।
৬। চিলোই। } চিলিয়্যান প্যাটাগোনিয়ার পশ্চিম দিকে।
৭। জুয়ানফার্ণাণ্ডিশ—চিলির পশ্চিমদিকে।
৮। চিঙ্কা—পেরুর পশ্চিম দিকে।
৯। গ্যালাপেগাস্‌দ্বীপপুঞ্জ—ইকুয়েডরের পশ্চিমদিকে।

প্রধান প্রধান অন্তরীপ।

১। সেণ্টরোক্। } ব্রেজীলের পূর্ব্বদিকে।
২। ব্র্যাঙ্কো। }
৩। হরণ—টেরাডেলফিউগোর দক্ষিণে।
৪। ট্রেস্‌মণ্টীস্—চিলিষান্ প্যাটাগোনিয়ার পশ্চিম।
৫। অ্যাগুজাপয়েণ্ট। } পেরুর উত্তর-পশ্চিমদিকে।
৬। পেরিনা। }

প্রধান প্রধান পর্ব্বত।

১। অ্যাণ্ডিশ—হরণ অন্তরীপ হইতে পেনামা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
২। পেরিম পর্ব্বতমালা—অ্যাম্যাজন ও ওরিনকোর মধ্যস্থিত।
৩। অ্যাকোন্‌কেগুয়া—চিলির মধ্যস্থিত।

আগ্নেয় পর্ব্বত।

অ্যাণ্ডিস্ পর্ব্বতে প্রায় ত্রিশটী আগ্নেয়গিরি আছে, তন্মধ্যে কোটাপাক্সী, পিচিঞ্চা ও অ্যাণ্টিসানা প্রধান, সকলগুলিই ইকুয়েডর প্রদেশে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। ডেরিন্—কলম্বিয়ার উত্তর-পশ্চিমদিকে।
২। মারাকেবো—ভেনিজুয়েলার উত্তর পশ্চিমদিকে।
৩। অ্যাম্যাজন মোহানা—ব্রেজীলের উত্তর-পূর্ব্বদিকে।

৪। লাপ্লাটামোহাণা—উরুগুয়েও আর্য্যাণ্টাইনের মধ্যস্থিত।

৫। পেনামা উপসাগর—পেনামা যোজকের দক্ষিণদিকে।

প্রধান প্রধান প্রণালী।

১। ম্যাগিল্যান প্রণালী—চিলিয়ান প্যাটাগোনিয়া ও টেরা-ডেলফিউগোর মধ্যস্থিত।

২। লিমেয়ার প্রণালী—টেরাডেলফিউগো ও ষ্টেটন দ্বীপের মধ্যস্থিত।

প্রধান প্রধান নদী।

১। ম্যাগডেলিনা—কলম্বোর অন্তর্গত, কারিব সাগরে পতিত।

২। ওরিনোকো—ভেনিজুলার অন্তর্গত।

৩। এসিকুইবো—ব্রিটীশ গায়েনার অন্তর্গত।

৪। অ্যাম্যাজন বা ম্যারান্যান্ } ব্রেজিলের অন্তর্গত, ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নদী।

৫। স্যান্-ফ্রান্সিস্কো—ব্রেজিলের অন্তর্গত।

৬। রিভ-ডি-লাপ্লাটা—আর্য্যেণ্টাইনের অন্তর্গত (সমস্ত নদী-গুলিই অ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরে পতিত)

প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। ম্যারাকেবো—ভেনিজুলার অন্তর্গত।

২। টিটিকাকা—বোলিভিয়া ও পেরুর অন্তর্গত।

৩। পাটোস্—ব্রেজিলের অন্তর্গত।

প্রধান প্রধান নগর।

১। কলম্বিয়া—বগোটা, কার্টিজিনা, পেনামা ও অ্যাস্‌পিন্‌-ওয়াল্‌।

২। ইকুয়েডর—কিটো ও গুইয়াকীল্‌।

৩। ভেনিজুলা—কারাকাস্‌, মারাকিবো ও ভেলেন্‌সিয়া।

৪। গায়েনা—জর্জ্জটাউন্‌, প্যারামারিবো ও কেইন্‌।

৫। ব্রেজিল্‌—রিওডিজেনেরো, বেহিয়া ও পার্ণাবিউকো।

৬। পেরু—অ্যারাকিপা, কুজ্‌কো ও পঙ্কো।

৭। বলিবিয়া—চুকুইসাকা, লাপাজ, কোচাম্বা ও পটোসি।

৮। প্যারাগুয়ে—অ্যাজাম্‌সন্‌ বা অ্যাসান্‌স্যান।

৯। লা-প্লাটা—বোনাস্‌ এরিজ্‌, মণ্টিবিডিও ও অ্যাসান্‌স্যান।

১০। উরুগুয়ে—মণ্টিভিডিও।

১১। চিলি—স্যান্‌টীয়াগো, ভ্যাল্‌প্যারিসো, কোকিম্বো ও চিলোয়া।

১২। প্যাট্যাগোনিয়া—পুণ্টাএরিনস্‌।

কলম্বিয়া।

সীমা—উত্তরে—কারিবসাগর, পূর্ব্বে—গায়েনা ও ব্রেজিল, দক্ষিণে—পেরু ও পশ্চিমে—প্রসান্ত মহাসাগর।

পরিমাণফল—২, ৫০, ০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৩০, ০০, ০০০।

অ্যাণ্ডিস্‌ পর্ব্বত দ্বারা এই দেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইভাগে

বিভক্ত, এই দেশে কোটাপাক্সি নামে একটী প্রসিদ্ধ আগ্নেয় গিরি আছে।

১ বগোটা—কলম্বিয়ার রাজধানী, ইহার জল বায়ু উৎকৃষ্ট, এই প্রদেশের নিকটে টেকু এণ্ডামা নামক একটী জলপ্রপাত আছে।

২। কার্টেজিনা—ইহা ম্যাল্‌ডেলেনা নদীর অভিমুখে অবস্থিত, ইহা একটী প্রধান বন্দরস্থান।

৩। পেনামা—প্রসান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত।

৪। স্যাণ্টামার্টা—ম্যাগডেলেনা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, ইহা একটী বন্দর স্থান।

৫। অ্যাস্‌পিনওয়াল্—কাবির সাগরের তীরে অবস্থিত।

ইকুয়েডর।

সীমা—উত্তরে—কলম্বিয়া ও দক্ষিণে—পেরু।

পরিমাণ ফল—১, ১০, ০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—১৩, ০০, ০০০।

১। কিটো।—ইকুয়েডরের রাজধানী, এই স্থানে বসন্ত চির বিরাজমান।

২। গুয়েকিল—ইকুয়েডরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ইহা একটী প্রধান বন্দর স্থান।

বেনিজুলা।

এই প্রদেশ কলম্বিয়ার পূর্ব্বদিকে কারিব সাগর ও ব্রেজিলের মধ্যে অবস্থিত। এইস্থান হইতে কাফি ও তুলা আমদানি হয়, এই দেশ ১৮১৯ অব্দে স্বাধীন হইয়াছিল ও কলম্বিয়ার সাধারণ তন্ত্র গঠণের জন্য ইহা নবগ্র্যানেডাও ইকুয়েডরের সহিত সংমিলিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩১ অব্দে উক্ত সমিতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া তিনটী স্বতন্ত্র সাধরাণ তন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

পরিমাণ ফল—১, ৮৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০, ০০, ০০০,

প্রধান প্রধান নগর।

১। কারাক্কাস্—ইহা বেনিজুলার রাজধানী, দক্ষিণ উপকূলের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে বানিজ্য ও বহু বিস্তৃত। ইহা ১৮১২ অব্দের ভূমি কম্পে ধ্বংশ হইয়াছিল।

২। কুমানা।
৩। গুয়েরা।
৪। ম্যারাকিবো।

এই কয়েকটী বেনিজুলার বন্দর স্থান। কুমানা ১৮৫৩ অব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংশ হইয়াছিল।

৫। মেরিডা
৬। ভ্যালেন্সীয়া

এই দুইটী উত্তর উপকূলের নিকটবর্ত্তী মেরিডা ১৮২২অব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংশ হইয়াছিল।

গায়েনা।

সীমা—উত্তরে—অ্যাট্‌ল্যাটিক মহাসাগর, দক্ষিণে—ব্রজিল ও পশ্চিমে—বেনিজুলা।

পরিমাণ ফল—৭৫,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২,০০,০০০

ওরিনকো ও অ্যামেজন নদীর সমীপবর্ত্তী ভূ-ভাগকে গায়েনা কহে, ইহার অর্দ্ধেক ব্রেজিলের, $\frac{1}{4}$ এক চতুর্থাংশ বেনিজুলার অন্তর্গত অবশিষ্ট ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ দিগের অধিকৃত।

এই দেশ আবার তিন ভাগে বিভক্ত, এই দেশের পূর্ব্ব দিককে ফ্রেঞ্চ গায়েনা, মধ্য অংশকে ডাচ গায়েনা ও পশ্চিম দিককে ব্রিটিশ গায়েনা বলে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। জর্জ্জটাউন্—ইহা ব্রিটীশ গায়েনার রাজধানী, এই নগর ডিমেরেরা নদীর অভিমুখে অবস্থিত, এই স্থান হইতে চিনি, রম নামক মদ্য, তুলা ও কাফি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

২। প্যারাম্যারিবো—সুরিনম্ নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা ডাচ্ গায়েনার রাজধানী।

৪। কেয়িন্—ইহা ফ্রেঞ্চ গায়েনার রাজধানী জন্য বিখ্যাত।

ব্রেজিল।

সীমা—উত্তরে—বেনিজুলা ও গায়েনা, পূর্ব্বে—অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে—ইউরেগোয়া ও পশ্চিমে—প্যারাগোয়া, বলিভিয়া ও পেরু।

পরিমাণ ফল—১৬,৩৭ ৫০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা।—১,২০,০০,০০০,।

এইস্থানে ব্রেজা নামে এক প্রকার কাষ্ট পাওয়া যায় তাহারই নামানুসারে ইহাকে ব্রেজিল কহে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। রি-ডে জেনারো—ইহা ব্রেজিলের রাজধানী, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এই স্থানের বানিজ্য বহু বিস্তৃত।

১। বেহিয়া বা স্যানশ্যাল্‌ভেডর } অল্‌সেণ্ট উপসাগরের তীরে অবস্থিত, ইহা পূর্ব্বে রাজধানী ছিল।

৩। পার্ণাম্‌বিউকো।
৪। মারানহেয়া।
৫। পারা।
৬। কায়েবা।
৭। মটোগ্রশো বা ভিল্লাবেল্লা
৮। সিয়োপালো।

} এই কয়েকটী প্রধান নগর

পেরু।

সীমা—উত্তরে—ইকুয়েডর, পূর্ব্বে—ব্রেজিল, দক্ষিণে—বলিবিয়া ও পশ্চিমে—প্রসান্ত মহাসাগর।

পরিমাণফল—২,৫০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসির সংখ্যা—৩০,০০,০০০।

প্রধান প্রধান নগর।

১। লিমা—পেরুর রাজধানী, পেরুর তোতা স্পেনদেশোদ্ভব পিজ্যারো ১৫৩৫ অব্দে এই নগর সংস্থাপিত করেন; ইহা রিমাক্ নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে সর্ব্বদাই ভূমিকম্প হইয়া থাকে তজ্জন্য এই স্থানের গৃহ সকল একতলা।

২। কেলাও—লিমানগরের বন্দর স্থান।

৩। এরিকিপা—ইহা একটী প্রধান নগর।

৪। কুজ্‌কো—ইহা পেরুর প্রাচীন রাজধানী, এই নগর সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৭৫০০ ক্রোশ উর্দ্ধে অবস্থিত।

৫। পস্কো—লিমার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত, এই নগরের চতুর্দ্দিকে রৌপ্যের আকর আছে।

বলিবিয়া।

সীমা—উত্তরে—পেরু ও ব্রেজিল, পূর্ব্বে—ব্রেজিল ও প্যারা, গোয়া, দক্ষিণে—লাপ্লাটা ও চিলি ও পশ্চিমে—প্রসান্ত মহাসাগর।

পরিমাণ-ফল—২,২৫,০০০, বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—— ২০,০০,০০০।

এই দেশ পটোসীর রজত-খনির জন্য বিখ্যাত, ইহা এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে ধনশালী ছিল, এই দেশের উদ্ধার-কর্ত্তা সেনাপতি বোলিভারের মাণ্যের জন্য এই দেশকে বলিবিয়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রধান প্রধান নগর।

১। চুকুইসাকা—বলিবিয়ার রাজধানী।

২। পটোসী—পূর্ব্বে এই নগর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থানে এত রৌপ্য পাওয়া যাইত যে, প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে এই স্থানের রজত পর্ব্বত হইতে ২,৫০,০০,০০,০০০, টাকা মূল্যের রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল।

৩। লাপাজ্—টিটিকাকা হ্রদের পূর্ব্ব-দক্ষিণে, ইহা লৌহ বর্ত্ম দ্বারা উক্ত হ্রদের সহিত সংমিলিত হইয়াছে।

৪। কোচাবাম্বা—রিওগ্র্যানেড্ নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে গ্লাস্ ও তুলার কারখানা আছে,

---

লাপ্লাটা।

সীমা—উত্তরে—বলিবিয়া, ঈশান কোনে—প্যারাগোয়া, পূর্ব্বে—ইউরেগোয়া নদী ও অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগর ও পশ্চিমে—চিলীয় অ্যাণ্ডিস্।

পরিমাণ ফল—৫,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—— ৩০,০০,০০০।

পূর্ব্বে এই দেশ স্পেনের অধীন ছিল কিন্তু ১৮১০ অব্দে ইহা স্বাধীন হইয়াছে, এক্ষণে ইহা ১৪শ স্বস্ব প্রধান সাধারণ তন্ত্রে বিভক্ত।

প্রধান প্রধান নগর।

১। বোনাস্ আইরিশ্—ইহা আর্জ্জেণ্টাইন সাধারণ তন্ত্রের রাজধানী। এই স্থান বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত, এই নগর লাপ্লটা নদীর তীরে অবস্থিত।

২। মণ্টিবিদিও—লাপ্লাটা নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা উরুগুয়ের রাজধানী, বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত।

৩। অ্যাসান্শ্যান্—ইহা প্যারাগোয়ার রাজধানী, এইস্থানে চাম্ড়া, তামাক্, বাহাদূরী কাষ্ঠ ও চা প্রভৃতির ব্যবসায় হয়।

৪। পারানা।
৫। কোরিয়েণ্টিজ।
৬। কর্ডোবা।
৭। মোণ্ডোজা।
৮। সল্টা।

} এই কয়েকটী প্রধান নগর।

চিলি।

সীমা—উত্তরে— বলিবিয়া, পূর্ব্বে—অ্যাণ্ডিস পর্ব্বত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে—প্রসান্ত মহাসাগর।

পরিমাণ ফল—৭০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—২০,০০,০০০।

চিলি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, এই স্থানের ভূমি অনুর্ব্বরা, এইদেশ শীতাতপে কাশ্মীর স্বরূপ। এইদেশ স্পেনীয় দিগের দ্বারা ১৫৪১ অব্দে অধিকৃত হয় কিন্তু ১৮১৭ অব্দে ইহা পুনরায় স্বাধীন হয়,ইহা দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অত্যন্ত উন্নতশালী দেশ।

প্রধান প্রধান নগর।

১। স্যাণ্টিয়াগো—ইহা চিলির রাজধানী, এই স্থানের জলবায়ু অত্যুৎকৃষ্ট এই দেশে সুদৃশ্য অনেক অট্টালিকা আছে।

২। ভ্যালপেরিশো—স্যাণ্টিয়াগোর বন্দর স্থান,ইহা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

৩। কোকিম্বো—উত্তর দিকে অবস্থিত, এই দেশ তাম্রের জন্য বিখ্যাত।

পেটাগোনিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত,এই স্থানের অধিবাসীগণ অতিশয় দীর্ঘাকার কিন্তু পর্ব্বত ও দ্বীপের অধিবাসীরা খর্ব্বাকার ও হীনাবস্থাপন্ন। এই স্থানের "টেরা ডেলফিউগো নামক

কতকগুলি দ্বীপ এই দেশ হইতে ম্যাগিলান প্রণালীর দ্বারা বিভিন্ন হইয়াছে।

পরিমাণ ফল ৩,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা—৬০,০০০

আমেরিকার সমীপবর্ত্তী দ্বীপ।

১। গ্রীনল্যাণ্ড—উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্ত, বেফিন্ উপসাগরের তীরে গ্রীনল্যাণ্ড। এই স্থানে শীল নামক মৎস্যই প্রধান। এই স্থানের অধিবাসীগণ ইহার মাংস ভক্ষণ করে ও চর্ম্ম পরিধান করে; এমন কি তাহারা মনে করে যে, এই মৎস্যের অভাবে অন্যদেশীয়েরা কিরূপে জীবনধারণ করে। এই স্থানের অধিবাসীরা স্কুইমো জাতীয়; এই দ্বীপ দিনামারদিগের অধিকৃত।

২। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড—এই দ্বীপ ব্রিটিশ আমেরিকার সন্নিহিত। ইহা ইংরাজদিগের অধিকৃত। এই স্থানে মৎস্যের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত, ইহার নিকটে কেপ্ ব্রটন, প্রিন্সএডওয়ার্ড ও অ্যাণ্টিকষ্টি দ্বীপ প্রধান; এই দ্বীপের প্রধান নগর সেণ্টজন্।

ওশেনীয়া।

প্রসান্ত মহাসাগরই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান, ইহা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাতে কতক গুলি দ্বীপ বেষ্টন করিয়া যে মহাবিভাগ গঠিত হইয়াছে তাহাকে

ওশেনীয়া কহে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত যথা—পশ্চিমে ম্যালেসিয়া, দক্ষিণে - অষ্ট্রেলেসিয়া ও পূর্ব্বে—পলিনেসিয়া।

পরিমাণ ফল—২০,০০,০০০ বর্গক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা —৪,০০,০০,০০০।

ম্যালেসিয়া।

ম্যালেসিয়াতে কতকগুলি দ্বীপ আছে যাহা এসিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত, ইহা সাধারণতই পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ সমষ্টি বলিয়া পরিচিত। এই বিভাগে কতকগুলি ম্যালেয়া জাতীর বাস থাকাতে ইহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। এসিয়াস্থিক দ্বীপপুঞ্জ স্বর্ণ, হীরক, কর্পূর ও বিশেষতঃ মূল্যবাণীয় মসলার জন্য বিখ্যাত হইাতে কতকগুলি দ্বীপ আছে যথাঃ—দক্ষিণ পশ্চিমে --সাণ্ডা দ্বীপপুঞ্জ, মধ্যস্থলে—বোর্ণিত, উত্তরে—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব্বে সিলিবিশ ও মালক্কা দ্বীপপুঞ্জ। উক্ত দ্বীপগুলি সাধারণতই পর্ব্বতময়, উত্তম জলধুক্ত ও উর্ব্বরা, এই স্থানের বড় বড় দ্বীপগুলিতে চিনি, কাফি, ধান্য, সাগু, তামাক, নীল ও তুলা উৎপন্ন হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ, আদা, জায়ফল ও অন্যান্য মসলার জন্য বিখ্যাত। এই স্থানের দ্বৈপিক বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

(ক) সাণ্ডাদ্বীপ—ইহাতে ভর্ণিও, জাবা ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

১। সুমাত্রা—ম্যালেয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

২। পিডাং। ৩। বেনকুলেন্। } এই দুইটী পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত, এই স্থান গোলমোরিচের জন্য বিখ্যাত।

৪। বাঙ্কা।—সুমাত্রার পূর্ব্ব দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত, ইহা দিনেমারদিগের অধিকার ভুক্ত। এই স্থান মূল্য বাণীয় টীনের খণির জন্য বিখ্যাত।

(খ) জাবা—ইহা সাণ্ডা প্রণালীর দ্বারা সুমাত্রা হইতে বিভিন্ন হইয়াছে, এই দ্বীপের মধ্য দিয়া একটী পর্ব্বত মালা গিয়াছে যাহাতে প্রায় বিংশতিটী আগ্নেয় গিরি আছে এই স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা। কাফি, ধান্য, চিনি ও গোলমরিচ এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

১। ব্যাটেবিয়া—উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, ইহা একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান, এই স্থানে দিনেমারদিগের শাসনকর্ত্তা অধিবসতি করেন। এক সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল কিন্তু এক্ষণে মুসলমান ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতেছে।

২। শমরং। ৩। শুরবায়া। } এই দুইটী উত্তর উপকূলবর্ত্তী উন্নতশালী নগর।

৪। বাল্লি।
৫। শ্যামবোয়া।
৬। স্যাণ্ডেল উড্দ্বীপ।
৭। ফ্লোর্শ।
৮। টীমোর। } এই কয়েকটী জাবার পূর্ব্বদিকস্থিত দ্বীপপুঞ্জর শ্যামবোয়া টমবোরোর আগ্নেয় গিরীর জন্য বিখ্যাত।

(গ) বোর্ণিও—ইহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ দ্বীপ, জাবার উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বোর্ণিওতে যে সুলতান আছেন তাহা কেবল নামমাত্র, কতকগুলী সামান্য জমিদার ইহার প্রকৃত শাসন কর্ত্তা।

১। সারাওয়াক্—উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, ইহা একটী ইংরাজ রাজার শাসনাধীনে।

২। লেবুয়ান্—ইহা বোর্ণিওর নিকটস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ব্রিটেনের অন্তর্গত।

৩। পণ্টীয়ানা—ইহা পশ্চিম দিকে অবস্থিত, দিনেমারদিগের শাসনাধীনে।

(ঘ) ফিলিপাইন্ দ্বীপ পুঞ্জ—বোর্ণিওর উত্তর-পূর্ব্বাংশে যে কতিপয় দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহাকে ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জ বলে। এই দ্বীপ ১৫২১ খৃঃ অব্দে ম্যাগিলেন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, স্পেনের ২য় ফিলিপের নামানুসারে ইহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা কেবল নাম মাত্র স্পেনের শাসনাধীনে।

১।—লুজন্—উত্তর দিকে অবস্থিত, ইহার অধিকাংশ অধিবাসী বর্ব্বরজাতীয়।

২। মিণ্ডানাও—দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

৩। পালয়ান্—দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, চাউল, তামাক, চিনি, শন ও পাট এই স্থান হইতে আমদানি হয়।

৪। ম্যানিলা—লুজনের অন্তর্গত, ইহা স্পেনীয় দিগের রাজধানী; চুরটের জন্য বিখ্যাত।

২। অষ্ট্রেলীয় অ্যাল্‌পস্—বিক্টোরিয়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, ইহা অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত।

প্রধান প্রধান উপসাগর।

১। কার্পেণ্টেরিয়া।
২। ক্যাম্‌ব্রিজ্। } উত্তর দিকে অবস্থিত।

৩। এক্‌সমাউথ্।
৪। শার্ক। } পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

৫। গুরু অষ্ট্রেলীয়বাইট্।
৬। স্পেন্সার।
৭। এন্‌কাউণ্টার। } দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

৮। বোট্যানি।
৯। মোরিটন্।
১০। হার্ব্বি।
১১। হালিফ্যাক্স। } পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

প্রধান প্রধান নদী।

১। মারে—পশ্চিম দিকে পতিত হইয়াছে।

২। ম্যাকুয়েরি।
৩। ডার্লিং।
৪। লাক্‌লান্।
৫। মারাম্বিজি। } এই কয়েকটী মারে নদীর শাখা।

৬। শুয়ান্।
৭। মুর্চ্চিসন্ } পশ্চিম উপকূলে পতিত হইয়াছে।
৮। ব্রিস্‌বেন্—মোরিসন্ উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান হ্রদ।

১। টরেন্স।
২। গার্ডনার। } এই গুলি দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত।
৩। আইয়ার।

প্রধান প্রধান নগর।

১। নিউ-সাউথ—ওয়েল্‌স্—সিড্‌নি, মেট্‌ল্যাণ্ড, প্যারামেটা বাথার্ষ্ট ও নিউক্যাসল্।
২। বিক্টোরিয়া—মেলবোরণ, বাল্লারাট, গীলং, ক্যাসল্‌মেন্ ও উইলিয়মষ্টাউন্।
৩। কুইন্সল্যাণ্ড—ব্রিজবেন্ ও ইপ্‌স-উইচ্।
৪। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—অ্যাডিলেড্, কুরিঙ্গা, ওয়াল্লারু ও মুণ্টা।
৫। পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া—পার্থ, ফ্রিম্যাণ্টল্ ও আল্‌বানী।

নবজীল্যাণ্ড।

নবজীল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত, ইহা ১৬৪২ অব্দে ট্যাস্‌ম্যান্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, ১৭৭০ অব্দে কাপ্তেন্ কুক্ নামক এক ব্যক্তি এই দ্বীপ প্রথম জরীপ করেন, ১৮৪০

অব্দে এই স্থানে ব্রিটীশ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপ নামে দুইটী বৃহৎ দ্বীপ আছে যাহা ত্রিষষ্টী কাউণ্টীসে বিভক্ত, তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত ৯টী প্রধান।

উত্তর দ্বীপ।			প্রধান প্রধান নগর।
১।	আক্‌ল্যাণ্ড	... ...	আকল্যাণ্ড।
২।	টারানকী	... ...	নব-প্লাই-মাউথ্‌।
৩।	ওয়েলিংটন্‌	... ...	ওয়েলিংটন্‌।
৪।	হকিবে	... ...	নেপিয়ার।

দক্ষিণ দ্বীপ।			প্রধান প্রধান নগর।
৫।	নেল্‌সন্‌	... ...	নেল্‌সন্‌।
৬।	মারল্‌ বোরোঘ	... ...	ব্লেন্‌হীম্‌।
৭।	ক্যাণ্টারবারি	... ...	ক্রাইষ্ট চার্চ্চ।
৮।	ওট্যাগো	... ...	ডানিডিন্‌।
৯।	ওয়েষ্টল্যাণ্ড	... ...	হোকিটিকা।

নবগিনী।

নবগিনী অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে অথবা নিরক্ষ বৃত্তের ঠিক দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশ পর্ব্বতময়, ইহা সুদৃশ্য স্বর্গ বিহঙ্গমের জন্য বিখ্যাত, এই দ্বীপ ১৬০৬ অব্দে পর্ত্তুগীজ্‌ বংশোদ্ভূত টরেশ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বদিকে মাউণ্ট ওইন ষ্ট্যানলী নামক একটী পর্ব্বত আছে যাহার উচ্চতা ১৩,২০৫ ফিট। এই স্থানের অধিবাসীগণের কোকড়া চুল তজ্জন্য ইহাকে পেপুয়া বলে।

ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে কতকগুলি দ্বীপ আছে যাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। নব আয়ার্ল্যাণ্ড। ৩। নব হিব্রাইড্‌স্। ৫। ফিজী দ্বীপপুঞ্জ
২। নব ব্রিটেন। ৪। নব ক্যালিডোনিয়া।

পলিনেসিয়া।

ইহাতে অধিক সংখ্যক দ্বীপ থাকাতে ইহাকে পলিনেসিয়া বলিয়া থাকে। ইহা ম্যালেসিয়া ও অষ্ট্রেলেসিয়ার পশ্চিম ও আমেরিকার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহাতে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী দ্বীপ আছে।

১। ফ্রেণ্ডলি দ্বীপপুঞ্জ।
২। শ্যাথোয়া ন্যাবিগেটর দ্বীপপুঞ্জ।
৩। সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ।
৪। হার্ব্বি দ্বীপ।
৫। কুক-দ্বীপ।
৬। আটষ্ট্রাল্।
৭। মার্কুয়েসস্ পুঞ্জ।
৮। স্যাণ্ডুইচ পুঞ্জ।
। লেড্রোনা বা মেরিন্ পুঞ্জ।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

প্রথম পরিশিষ্ট।

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নদী সকলের দৈর্ঘ্য ও তত্তীরস্থিত প্রধান প্রধান নগর।

নদীর নাম।	অবস্থিতি স্থান।	কত মাইল দৈর্ঘ্য।	তীরস্থিত প্রসিদ্ধ নগর।
১। মিসিসিপি	আমেরিকা।	৪,৩০০	নব অর্লিন্স্, নাচেস্ ও সেণ্টলুই।
২। আমেজন	ঐ।	৪,০০০	সান্তারেম্, রাইনিগ্রো ও নৌতা।
৩। নীল	আফ্রিকা।	৪,০০০	স্কেন্দ্রিয়াসেটা, ডামিয়েটা, বৌলাককায়রো, বেণিসায়ুএফ্, সায়ুট্, ঘেন্নে, ডেণ্ডুরাথীবস্ ও এস্নে।
৪। ইয়াংসিকিয়াং	এসিয়া	৩,৩০০	ন্যান্‌কিন্।
৫। ইনিসি	এসিয়া	৩,১০০	ইহার এক শাখার তীরে ইর্থটস্ক।
৬। কঙ্গো	আফ্রিকা	২,৯০০	... ...
৭। হোয়াংহো	এসিয়া	২,৮০০	... ...
৮। ওবি	ঐ	২,৭০০	আর্টিশ্ নাম্নী শাখার তীরে টোবলস্ক ও মস্ক।

নদীর নাম।	অবস্থিতি স্থান।	কত মাইল দৈর্ঘ্য।	তীরস্থিত প্রসিদ্ধ নগর।
৯। লীনা	এসিয়া	২,৬০০	ইয়ার্ঘটস্ক।
১০। নীজার	আফ্রিকা	২,৫০০	বৌসা, টিম্বক্টু, জেন্নে ও সিগো।
১১। আমুর	এসিয়া	২,৩০০	স্যাঘেলিয়েন্।
১২। লাপ্লাটা	আমেরিকা	২,৩০০	মণ্টপিডো, বিউয়েন্ আয়ার, পারানা, কোরিয়েণ্টস্ ও অ্যাসেন্সন্।
১৩। বল্গা	ইউরোপ	২,২০০	অ্যাষ্ট্রাকান্, সারাটব, কাজান্, নিজ্নি নবগোরোদ, কষ্ট্রোমা, জারোশ্লাব ও বরা।
১৪। সেণ্টলরেন্স	আমেরিকা	২,১০০	কুবেক্ ও মণ্টরিল্।
১৫। মেকেঞ্জী	ঐ	২,১০০	... ...
১৬। নেল্সন্	ঐ	১,৯০০	... ...
১৭। রিওগ্র্যাণ্ডি ডেল্নর্টি	ঐ	১,৮০০	... ...
১৮। সিন্ধু	এসিয়া	১,৮০০	কবাঞ্জি, হায়দ্রাবাদ।
১৯। ব্রহ্মপুত্র	এসিয়া	১,৮০০	গৌহাটী, গোয়ালপাড়া ও নসিরাবাদ।
২০। মিকিং	এসিয়া	১,৮০০	... ...
২১। ইউফেটীশ্	ঐ	১,৭০০	বসোরা, হিল্লা, টাইগ্রীশের তীরে-বোগ্দাদ, মোসল ও ডারবেকার।

নদীর নাম।	অবস্থিতি স্থান।	কত মাইল দৈর্ঘ্য।	তীরস্থিত প্রসিদ্ধ নগর।
২২। দানবী	ইউরোপ	১,৭০০	বেল্‌গ্রেড্‌, প্রেস্‌থ্‌, বুডা, কোকন ও বায়েনা।
২৩। গঙ্গা	এসিয়া	১,৫৬০	কলিকাতা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, ত্রিবেণী, হুগলী, শান্তিপুর, কাল্‌না, নবদ্বীপ, কাঁটোয়া, মুর্শীদাবাদ, রাজমহল, ফতেপুর, কানপুর, ফতেগড়, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, হাজীপুর বারানসী, মির্জাপুর, এলাহাবাদ ও হরিদ্বার।
২৪। ওরিনকো	আমেরিকা	১,৫০০	আঙ্গষ্টার।
২৫। স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো	ঐ	১,৫০০	... ...
২৬। জেম্‌বেসী	আফ্রিকা	১,৫০০	... ...
২৭। আমু-ডেরিয়া	এসিয়া	১,৩০০০	... ...
২৮। কলম্বিয়া	অমেরিকা	১,২০০	... ...
২৯। সার্ডেরিয়া	এসিয়া	১,১০০	... ...
৩০। ইরাবতী	এসিয়া	১,১০০	... ...
৩১। ক্যাণ্টন্‌	এসিয়া	১,১০০	... ...
৩২। নিপার	ইউরোপ	১,১০০	চর্শন, খীব, মঘলিবওস্মলে, নস্ক।
৩৩। কলোরেডো	আমেরিকা	১,০০০	... ...
৩৪। অরেঞ্জ	আফ্রিকা	১,০০০	... ...

নদীর নাম।	অবস্থিতি স্থান।	কত মাইল দৈর্ঘ্য।	তীরস্থিত প্রসিদ্ধ নগর।
৩৫। সেনিগ্যাল্	আফ্রিকা	১,০০০	সেণ্টলুই, পোডর ও বাকেল।
৩৬। ডন্	ইউরোপ	১,০০০	টাগানগর, রষ্টব ও চর্কাস্ক।
৩৭। গোদাবরী	এসিয়া	৯০০	নাসিক্, রাজমান্দ্রী ও নসীপুর
৩৮। পেচোরা	ইউরোপ	৯০০	... ...
৩৯। যমুনা	এসিয়া	৮৫০	ইটোয়া, মথুরা, আগরা ও দিল্লী
৪০। সেণ্টডুইনা	ইউরোপ	৮০০	... ...
৪১। নর্ম্মদা	এসিয়া	৮০০	জব্বলপুর, হুসেঙ্গাবাদ।
৪২। কৃষ্ণা	ঐ	৮০০	... ...
৪৩। রাইন্	ইউরোপ	৭০০	লীডের, ইউট্রেক্ট, নাইমোজিন্ কলোন্, মেঞ্জ, ওয়ার্মজ, কার্লশ্রুহ ও ষ্ট্রাশবার্ঘ।
৪৪। এল্ব	ইউরোপ	৬৯০	অ্যাণ্টোলা, হ্যামবার্ঘ, ম্যাগডী বার্ঘ, উটেন বার্ঘ, ও ড্রেসডেন্।
৪৫। গ্যাম্বিয়া	আফ্রিকা	৬৫০	বাথার্ষ্ট. ফোর্টজেম্স, পিসেনিয়া।
৪৬। ভিষ্টুলা	ইউরোপ	৬৩০	ড্যান্জিগ্, এল্বিঙ, থরন ওয়ার্শাও ক্র্যাকো।
৪৭। লয়ার	ঐ	৫৭০	ন্যাণ্টস্, অর্লিয়েন্স্।
৪৮। মহানদী	এসিয়া	৫৫০	কটক ও সম্ভলপুর।
৪৯। টেগস্	ইউরোপ	৫১০	লিস্বন্, সান্তারেম্, অ্যালক্যাণ্টারা ও টলিডো।

নদীর নাম।	অবস্থিতি স্থান।	কত মাইল দৈর্ঘ্য।	তীরস্থিত প্রসিদ্ধ নগর।
৫০। রোন্	ঐ	৪৯০	আর্লস, টারস্কন, বোকেয়ার ও বালেন্স।
৫১। কাবেরি	এসিয়া	৪৭০	শ্রিরঙ্গপত্তন্ ও ত্রিঙ্কিনপল্লী।
৫২। পো	ইটালি	৪৫০	কোবা, ম্যাঞ্জুবা, ক্রিমোল, পায়েসঞ্জা, ক্যাসল্ ও টুরিন্।
৫৩। তাপ্তী	এসিয়া	৪৪০	বুর্হানপুর ও সুরাট।
৫৪। সিন্	ইউরোপ	৪৩০	হেবর, রুবেন্, প্যারিস্ ওট্রয়।
৫৫। টেম্‌স	ঐ	২১০	বিয়ার্ণেশ, গ্রেবসেণ্ড, উল উইচ্, গ্রীন উইচ্, ডেপ্ট-ফোড্, লণ্ডন, রিচ্‌মণ্ড, কিং-ষ্টন্, উইণ্ডসর ও অক্সফোর্ড।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পর্ব্বত সকলের উচ্চতা।

(* এই প্রকারের চিহ্নিত পর্ব্বতগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত)

পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম।	কোন কোন পর্ব্বতের অন্তর্গত।	কোন কোন মহাদেশে অবস্থিত।	কত ফিট উচ্চতা।
১। এভারেষ্ট	হিমালয়	এসিয়া	২৯,০০২,।
২। কিথ্	কারাকোরম	এসিয়া	২৮,২৭৮।
৩। কাঞ্চনজঙ্ঘা	হিমালয়	এসিয়া	২৮,১৬০।
৪। ধবলাগিরী	হিমালয়	এসিয়া	২৬,৮২৬।

পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম।	কোন কোন পর্ব্বতের অন্তর্গত।	কোন কোন মহাদেশে অবস্থিত।	কত ফিট উচ্চতা।
৫। সরোটা	অ্যাণ্ডিজ্ (বোলিবিয়া)	আমেরিকা	২৪,৮১৮।
৬। অ্যাকোন্	কেগুয়া (চিলি)	ঐ	২৩,৯৪৪।
৭। হাইয়েষ্টপিক্	কিউন্‌লেন্	এসিয়া	২২,০০০।
৮। চিম্বোর‍্যাজো,	অ্যাণ্ডিজ্ (ইকুয়েডর)	আমেরিকা	২১,৪০০।
৯। হাইয়েষ্ট পিক্,	থিয়েনশ্যান্	এসিয়া	২১,০০০।
১০। কিলি মঞ্জারো	...	আফ্রিকা	২০,০০০।
১১। অ্যাণ্ডিসানা,*	অ্যাণ্ডিজ্ (ইকুয়েডর)	আফ্রিকা	১৯,১৩৭।
১২। কোটাপাক্সী,*	অ্যাণ্ডিজ (ইকুয়েডর)	আফ্রিকা	১৮,৮৭৫।
১৩। এল্‌বর্জ্জ	ককেসস্	ইউরোপ	১৮,৫৭২।
১৪। ডিমাভেণ্ড,	এলবর্জ্জ	এসিয়া	১৮,০০০।
১৫। কেনিয়া	...	আফ্রিকা	১৮,০০০।
১৬। মাউণ্টসেণ্ট ইলিয়স্		আমেরিকা	১৭,৯০০।
১৭। পপোকোটাপেটল		আমেরিকা	১৭,৮০০।
১৮। অ্যারারাট,	আর্ম্মেনিয়া	এসিয়া	১৭,০০০।
১৯। মাউণ্ট হুকার,	রকিমাউণ্ট	আমেরিকা	১৬,৭৫০।
২০। র‍্যাসডেচিন্	...	আফ্রিকা	১৬,০০০।
২১। ক্লিউচেবস্ক*	ক্যামস্ক্যাট্‌কা	এসিয়া	১৫,৮০০।
২২। ব্ল্যাঙ্ক	অ্যালপ্স (ফ্রান্স)	ইউরোপ	১৫,৭৮৪।
২৩। অত্যুচ্চ পিক্	ক্যাস্‌কেড্	আমেরিকা	১৫,৭৫০।
২৪। রোষা	অ্যাল্‌পস্ (সুইজর্ল্যাণ্ড)	ইউরোপ	১৫,২১৭।
২৫। মৌণাকিয়া*	হওয়াই	ওশেনিয়া	১৩,৯৫৩।

পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম।	কোন কোন পর্ব্বতের অন্তর্গত।	কোন কোন মহাদেশে অবস্থিত।	কত ফিট উচ্চতা।
২৬। মৌণালোয়া	হওয়াই	ওশেনিয়া	১৩,৮৬০।
২৭। ক্যামিরুন্স্	পশ্চিম আফ্রিকা,	আফ্রিকা	১৩,৭৬০।
২৮। কিনিবালু	বোর্ণিও	ওশেনিয়া	১৩,৬৯৮।
২৯। গ্র্যাণ্ড প্যারাডিশ্,	অ্যাল্পস্ (ইটালি)	ইউরোপ	১৩,৩০০।
৩০। ওইন্-ষ্ট্যান্লী	নবগিনী	ওশেনিয়া	১৩,২০৫।
৩১। মাউণ্টকুক্	নবজীল্যাণ্ড	,,	১৩,২০০।
৩২। অটলারস্পিজ্	অ্যাল্পস্ (অষ্ট্রীয়া)	ইউরোপ	১২,৭৮৯।
৩৩। আর্জ্জিশ্ ডাঘ্	টরাস্	এসিয়া	১২;৬০০।
৩৪। ইরিবাশ্ *	অ্যাণ্টার্কটিকা	ওশেনিয়া	১২,৪০০।
৩৫। ফুসিয়ামা	জাপান	এসিয়া	১২,২৮৮।
৩৬। টেনিরিফ্	ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ	আফ্রিকা	১২,১৮০।
৩৭। মূল্হাসেন্	শিরান্নেবোদা	ইউরোপ	১১,৬৭৮।
৩৮। মিণ্ট্সিন্	অ্যাট্লাশ্	,,	১১,৪০০।
৬৯। তক্ত-ই-সুলেমন্,	সুলেমন্	এসিয়া	১১,৩১৭।
৪০। মলাদেওয়া	পীরেনিশ্	ইউরোপ	১১,১৬৮।
৪১। বিলুচা	অল্টাই	এসিয়া	১১,০০০।
৪২। এট্না *	সিসিলী	ইউরোপ	১০,৮৪০
৪৩। কাথ্কিন্	ড্রেকেন্বার্গ	আফ্রিকা	১০,৩৫৭।
৪৪। লেবানন্	লেবানন্	এসিয়া	১০,০৬১।
৪৫। রিলো-দাঘ	ডেমপটো (তুরস্ক)	ইউরোপ	৯,৯৪২।
৪৬। ওফির্	সুমাত্রা	ওশেনিয়া	৯,৯৪০।
৪৭। জুগ্স্পিজ্	ব্যাভেরিয় অ্যাল্পস্	,,	৯,৭১৬।

পর্ব্বতশৃঙ্গের নাম।	কোন কোন পর্ব্বতের অন্তর্গত।	কোন কোন মহাদেশে অবস্থিত।	কত ফিট উচ্চতা।
৪৮। কর্ণো	অ্যাপিনাইন্স্	ওশেনিয়া	৯,৫৪৩।
৪৯। অত্যুচ্চপিক্	ট্র্যান্‌সিবেনিয় অ্যাল্‌পস্,	ইউরোপ	৯,৫২৮।
৫০। অ্যাঙ্কারাট্	ম্যাডেগ্যাস্কার	আফ্রিকা	৯০০০।
৫১। অত্যুচ্চপিক্	সিনাই	এসিয়া	৮,৮৩৭।
৫২। ব্লু পর্ব্বত	জেমেকা	আমেরিকা	৮,৮১৫।
৫৩। দোদাবেত্তা	নিলগিরী	এসিয়া	৮,৭৬০।
৫৪। গল্‌ধোপিগ্	ডোবরফিল্ড	ইউরোপ	৮,৫৪৪।
৫৫। অত্যুচ্চপিক্	সিনাই	এসিয়া	৮,৫৩৬।
৫৬। পিদ্রোতালাগাল	, সিলোন্	,,	৮,২৯৫।
৫৭। কোশিয়েস্কো	অস্ট্রেলিয়া	ওশেনিয়া	৭,১৭৬।
৫৮। ব্ল্যাক্‌ডোম্	আলিঘেনিশ্	আমেরিকা	৬,৭০৭।
৫৯। অ্যাবু	আরাবালি	এসিয়া	৫,৬৫০।
৬০। টোল্‌-পোশ্	ইউর‍্যাল	,,	৫,৪৩০।
৬১। হেক্লা *	আইশ্‌ল্যাণ্ড	ইউরোপ	৫,২০০।
৬২। বেন্‌-নেবিশ্	স্কট্‌ল্যাণ্ড	,,	৪,৪০৬।
৬৩। বিশুবিয়শ্ *	নেপল্‌স্	,,	৪,০১০।
৬৪। স্নোদন্	ওয়েল্‌শ	,,	৩,৫৭০।
৬৫। টেবল মাউণ্ট	কলোনী অন্তরীপ্,	আফ্রিকা	৩,৫৫০।
৬৬। স্কফেল্	ইংল্যাণ্ড	ইউরোপ	৩,২২৯।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রধান দেশ, দ্বীপ, ও নদী প্রভৃতি।

১। দেশ—রুষিয়া। ৩। নদী—আমেজন। ৫ দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়া।

২। পর্ব্বত—হিমালয়।৪। উপদ্বীপ—আফ্রিকা

৬। হ্রদ। ... ... } ক্যাস্পিয়ান্ ও নির্ম্মল জল বিশিষ্ট হ্রদ-সুপিরিয়ার।

৭। সাগর—ভূমধ্যস্থ সাগর।

পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান দেশ, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, উপদ্বীপ, যোজক, অন্তরীপ, সাগর, ও প্রণালী ইত্যাদি।

১। দেশ—রুষিয়া, চিন, ভারতবর্ষ, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্, সভ্যতানুসারে ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ জর্ম্মনিও ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্।

২। পর্ব্বত—হিমালয়াস্থ এভারেষ্ট, আল্টাই, অ্যাণ্ডিজ্ ও অ্যাল্পস্।

৩। নদী—অ্যামেজন্, মিসিসিপি, নীল, ইয়াংট্সিকিয়াং, ইনিসি ও হোয়াং-হো।

৪। হ্রদ—সুপিরিয়ার, ক্যাস্পিয়ান্, ভিক্টোরিয়া নায়েন্জা ও অ্যায়েল।

৫। দ্বীপ—অষ্ট্রেলিয়া, পোলেনেসিয়া, স্যাণ্ডহুইজ্পুঞ্জ, ওয়েষ্ট-ণ্ডিয়া, আইওনিয়ান্, আর্কিপিলেগো ও জাপান দ্বীপ পুঞ্জ।

৬। উপদ্বীপ—আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, আরব, দাক্ষিণাত্য স্পেন্, পোর্ত্তুগ্যাল, সাইবিরিয়া ও স্ক্যাণ্ডিনেবিয়া।

৭। যোজক—পানেমা।

৮। অন্তরীপ—আমেরিকার দক্ষিণাংশে-হরণ ও আফ্রিকার দক্ষিণাংশে উত্তমাশা।

৯। সাগর—ভূমধ্যস্থসাগর, আরবসাগর, কারিবসাগর, ক্যামেস্কট্‌কাসাগর, চীনসাগর, বঙ্গসাগর ও ব্যাল্টিক সাগর।

১০। প্রণালী—বেরিংপ্রণালী, মাগিলন্ ও জীব্রল্‌টার।

১১। মালভূমি—মধ্য-এসিয়া, (অল্টাই ও হিমালয়ের মধ্যে) আফ্‌গানিস্থান, পারস্য, দাক্ষিণাত্য, আর্মেনিয়া, রাবণহ্রদ, ফ্রান্সে—আবর্ণ, বাবেরিয়া, মেক্সিকো, পেরুদেশে-পাস্কো, দক্ষিণ আমেরিকায়-কিটো কাষ্টিল, স্পেন উপদ্বীপের বৃহৎ অংশ—চিটিকাকা ও পটোসী।

চির প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয় পর্ব্বত সকলের অবস্থিতির স্থান। } ক্যামস্কট্‌কা, কিউরাইল্ দ্বীপ, জাপান, লুচু, ফর্ম্মোজা, ফিলিপাইন. মলক্কস্, ইহার দক্ষিণস্থ দ্বীপ, সুমাত্রা, যাবা, সাণ্ডা, আইস্‌লণ্ড, নেপল্‌স, সিসিলি, ক্যানেরিদ্বীপ, মেক্সিকো, ক্যালিফোর্ণিয়া, অ্যাণ্ডিস্ ও নবগিনি।

১৩। পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান সমতল ও নিম্নক্ষেত্র। } গঙ্গা ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী প্রান্তর, চীনদেশীয় প্রান্তর, সাইবিরীয় প্রান্তর, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তর, ইটালিতে লাম্বার্ডী ও নেপল্‌স প্রান্তর, মেক্সিকো

হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বৃহৎ প্রান্তর, ওরিনকো ও আমেজনের মধ্যবর্ত্তী লেন্স প্রান্তর, ইউরোপীয় রুষিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক ও স্বাধীন তাতারের নিকট-বর্ত্তী ষ্টেপিজ্ প্রান্তর, উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ ঘাস যুক্ত প্রেরি বা সাবানা প্রান্তর, ও দক্ষিণ আমেরিকায় লাপ্লাটা দেশে সমতল পাপপাক্ষেত্র।

১৪। পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান মরুভূমি। } আরব দেশের মরু, মধ্য এসিয়ার গোবী, পারস্যের কুবীর, ইউরোপীয় রুসিয়ায় ষ্টেপিজ্, আফ্রিকার সাহারা ও নীল নদীর উত্তর-পশ্চিম লিবিয়ান্ মরু।

১৫। প্রধান প্রধান ওয়েসিস্—সাহারায় ফেজান, গাডেজ্ ও টোয়াট।

১৬। প্রধান প্রধান রাজধানী—পারিস্, লণ্ডন, এডিন্‌বর্গ, ড্রেস্‌ডেন্, বিয়েনা, বার্লিন্, সেণ্টপিটার্সবর্গ, কনষ্ট্যা-ণ্টিনোপল্, ওয়াশিংটন্, পিকিন ও কলিকাতা।

১৭। প্রধান প্রধান প্রস্রবন...ফ্রান্সে—লঙ্গিডক্ ও কোল্‌মার ইংলণ্ডে—টোর্বে ও বক্সটন্, স্পেনে-গিলিসিয়া, আইস্‌লণ্ডে—গয়েসর,বেণীজুয়েলায় টিঞ্চিয়া,জাপান-দ্বীপে অরিজিনো ও আয়ারলণ্ডে—হোলিওয়েল্।

১৮। প্রধান প্রধান রণভূমি—গ্রীশদেশে থর্ম্মাপলি, নিউমিডি-য়ায় জামা, স্পেনের দক্ষিণে জীব্রাল্‌টার, বেল্‌জীয়মে ওয়াটারলু, বঙ্গদেশে—পলাসী, দিল্লীতে কুরুক্ষেত্র ও ফ্রান্সে সিডান্।

পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান বন্দর স্থান।

নগরের নাম।	যে২ মহাদেশে অবস্থিত।	যে২ প্রদেশে অবস্থিত।
১। মান্দ্রাজ,	এসিয়া ;	ভারতবর্ষ।
২। বোম্বাই	,,	,,
৩। কারাচি,	,,	,,
৪। গেল,	,,	সিলোন্।
৫। এডেন্,	,,	আরব।
৬। ইস্‌মির্ন্,	,,	তুরস্ক।
৭। ক্যান্‌টন্,	,,	চীন।
৮। আলেক্‌জেণ্ড্রীয়া,	আফ্রিকা ;	ইজীপ্ত।
৯। কেপ্টাউন্,	,,	কেপকলোনী।
১০। মার্শীলিশ্,	ইউরোপ ;	ফ্রান্স।
১১। ক্যালে,	,,	,,
১২। হেবর,	,,	,,
১৩। ডোবর,	,,	ইংলণ্ড
১৪। লিবরপুল্,	,,	,,
১৫। স্যাউদ্যাম্‌টন্,	,,	,,
১৬। অ্যাবার্ডিন্,	,,	স্কটলণ্ড
১৭। কর্ক,	,,	আয়ারলণ্ড।
১৮। অস্‌টেণ্ড,	,,	বেল্‌জিয়ম্।
১৯। লেভেন্,	,,	হলণ্ড।
২০। ড্যান্‌জিক্,	,,	প্রুসিয়া।
২১। ক্রনষ্ট্যাড্,	,,	রুসিয়া।

নগরের নাম।	যে২ মহাদেশে অবস্থিত।	যে২ প্রদেশে অবস্থিত
২২। শিবষ্টপোল,	ইউরোপ ;	ক্রিমিয়া।
২৩। জেনোয়া,	”	ইটালী।
২৪। নেপল্‌স্‌,	”	”
২৫। বিনিশ,	,,	,,
২৬। ব্রিণ্ডিশী,	”	”
২৭। ট্রিষ্টী,	”	অস্ত্রীয়া।
২৮। হালিফ্যাক্স,	আমেরিকা	নবাস্কোটীয়া।
২৯। বোষ্টন্‌,	”	ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্‌।
৩০। নিউ-ইয়র্ক,	”	”
৩১। ফিলেডেল্‌ফিয়া,	”	”
৩২। বেরাক্রুজ্‌,	”	মেক্সিকো।
৩৩। বাহিয়া,	”	ব্রেজিল্‌।
৩৪। রিওজেনিরো,	”	”
৩৫। মণ্টীভিডিও,	”	উরুগুয়ে।
৩৬। ভ্যাল প্যারাইজো,	”	চিলি।
৩৭। সিড্‌নী,	অষ্ট্রেলিয়া ;	নিউ সাউথ্‌ ওয়েলস্‌।

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গমনের পথ।

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইতে হইলে নিম্নলিখিত পথে যাইতে হইবে। প্রথমতঃ—বঙ্গোপসাগর তৎপরে ভারত মহাসাগর তৎপরে দক্ষিণ মহাসাগর তৎপরে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর তৎপরে উত্তমাশা অন্তরীপ তৎপরে বিস্কে উপসাগর ও

তৎপরে সেণ্টজর্জ্জ প্রণালী এই পথ অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য পোত যাতায়াত করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ—বঙ্গোপসাগর তৎপরে ভারত মহাসাগর হইয়া সিংহল দ্বীপস্থিত গিলী তৎপরে আরবসাগর তৎপরে লোহিতসাগর হইয়া এডেন তৎপরে সুয়েজ যোজক তৎপরে ভুমধ্যস্থসাগর তৎপরে জীব্রল্‌টার প্রণালী তৎপরে বিস্কে উপসাগর ও তৎপরে সেণ্টজর্জ্জ প্রণালী হইয়া ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশের বাণিজ্যস্থান সাউধ্যাম্‌টনে পৌছে এই পথদিয়া ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বদাই মেল ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে।

চতুর্থ পরিশিষ্ট।

পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান পশু, পক্ষী, মৎস্য ও বৃক্ষ ইত্যাদি।

১। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও গণ্ডার প্রভৃতি পশু আফ্রিকা ও এসিয়ার অরণ্যে পাওয়া যায়। সকল দেশের সিংহ অপেক্ষা আফ্রিকা খণ্ডের সিংহ দেখিতে সুন্দর। সকল দেশের ব্যাঘ্র অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের ব্যাঘ্র দেখিতে অতি ভয়ানক।

২। ঈগল পক্ষী—ইউরোপের উত্তরাংশে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৩। উট্‌পক্ষী—আফ্রিকা খণ্ডে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

৪। প্যারাডাইজ পক্ষী—ইহার পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর. পুচ্ছ ও

গাত্রের বর্ণ অতি মনোরম, ইহা গিনি ও পাপুয়া দ্বীপে পাওয়া যায়।

৫। বেওবেবরক্ষ—মধ্য আফ্রিকা।

৬। বট বৃট—ভারতবর্ষ।

৭। ম্যাগনোলিয়া—এই বৃক্ষ অতি সুন্দর ইউনাইটেড ষ্টেটে পাওযা যায।

৮। হোয়েলওসিল্—গ্রীন্‌লণ্ড ও নবওয়ের মধ্যস্থিত সাগবে পাওযা যায়।

৯। মেহগিনি আবলুস্—ইহা ওয়েষ্ট ইণ্ডিসদ্বীপে পাওয়া যায়;

পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশু।

১। বলগা হবিণ—ল্যাপলণ্ডবাসীরা ইহাব দুগ্ধ পান করে, ইহা দ্বাবা শকটের কার্য্য সমাধা করে ও ইহার চর্ম্মে তাম্বু প্রস্তুত করে।

২। উষ্ট্র—আববদিগের প্রধান উপকারী। উষ্ট্র বহু দিবস জল না খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পাবে, ইহার সাহায্য ব্যতিত আরবেরা মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে পাবে না, তাহারা ইহাব দুগ্ধ পান করে, মাংস ভক্ষণ করে, চর্ম্মে তাম্বু প্রস্তুত করে ও লোমে বস্ত্র প্রস্তুত কবে।

৩। অশ্ব—তাতারীযদিগের বিশেষ উপকারী।

৪। গাভি—হিন্দুরা ইহাকে অতি পবিত্র জ্ঞানকরে ও যথোচিত ভক্তি করে ও ইহার দুগ্ধ পান করে।

পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্য।

১। লৌহ—ওয়েল্‌সের দক্ষিণে, ইংলণ্ডস্থিত ষ্ট্যাফোর্ডে, স্কটলণ্ডে, সুইডেনে, রুসিয়ায়, বেল্‌জীয়মে, ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমাংসে অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণে, স্পেনের উত্তরাংশে, অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। নবস্কোটীয়ায়, ক্যানেডায়ও ইউনাইটেড্‌ষ্টেটে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তন্মধ্যে সুইডিস লৌহ অতি উৎকৃষ্ট।

২। তাম্র—ইংলণ্ডস্থিত কর্ণওয়াল্‌ ও ডিভনে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্‌স্থিত কিউবাতে, দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত চিলিতে, আফ্রিকাস্থিত ন্যান্‌ কিউহাতে ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৩। টীন্‌—ইংলণ্ডস্থিত কর্ণওয়ালে, এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ও অষ্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়।

৪। দস্তা—প্রুসিয়া ও বেলজীয়মে অধিক পাওয়া যায়।

৫। সীস্‌—ইংলণ্ডের উত্তর, স্পেন ও ইউনাইটেড্‌ষ্টেটে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬। স্বর্ণ—ক্যালিফোর্নীয়ায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, পেরুদেশে, চিলি ও সাইবেরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৭। রৌপ্য—মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

৮। হীরক—দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত ব্রেজীলে, বুন্দেল খণ্ডে, ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা, সম্বলপুর ও কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে পাওয়া যায়।

৯। লাল নীল প্রস্তর—পূর্ব্ব উপদ্বীপে।

১০। মুক্তা—পারস্য উপসাগরে ও সিংহ দ্বীপের নিকটবর্ত্তী ম্যানার উপসাগরে।

যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

১। কার্পাস—আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ইজীপ্ত, তুরস্ক ও জাপানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। পসম—অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ।

৩। রেসম—চীন, ভারতবর্ষ, ইটালী ও ফ্রান্স।

৪। পাট ও শন—রুসিয়াস্থিত বাল্টিক সাগরতীরে।

৫। চা—চীন ও ভারতবর্ষস্থিত আসামে।

৬। কাফি—সিংহল দ্বীপে, ব্রেজীলে ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপে।

৭। চিনি—ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে, মরিসসে, ব্রেজীলে ও ইষ্ট ইণ্ডিসে।

৮। তামাক—ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্, কিউবা, লা-প্লাটা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষ।

পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য।

১। বস্ত্র—ম্যাঞ্চেষ্টর ও গ্লাসগো।

২। ছুরী ও কাঁচি—শীফিল্ড।

৩। লেস্—ব্রসেল্‌স।

৪। ট্যাকঘড়ী—জেনেবা।

৫। কার্পেট—পারস্য দেশে।

৬। শাল—কাশ্মীর।

৭। জরীর কার্য্য—বারাণসী।

৮। কার্পাস বস্ত্র—ঢাকা।

৯। রৌপ্যাদির অলঙ্কার—কটক।

পৃথিবীর স্বাভাবিক বিস্ময়জনক পদার্থ।

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম। উত্তর মহাসাগরের বরফরাশি। আইস্‌লণ্ড দ্বীপের উষ্ণপ্রস্রবণ। নরওয়ের পশ্চিম-সমুদ্রে ম্যালষ্ট্রম নামক ভয়ানক আবর্ত্ত। অ্যাল্‌পস্ পর্ব্বতে তুষারক্ষেত্র। নায়েগেরা নদীর জলপ্রপাত। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবালদ্বীপ।

পৃথিবীর আশ্চর্য্য কৃত্রিম পদার্থ।

চীন দেশের প্রাচীর। ন্যান্‌কীন নগরের চীনের বাসনের মৃৎস্তম্ভ। ইলোরার গহ্বর। আগরার তাজমহল। কাশ্মীরের উদ্যান। ইজীপ্তের পিরামিড্। সাইপ্রস্ ও রোডস্ দ্বীপের মনুষ্য মূর্ত্তি। মস্কোনগরের ঘণ্টা ও ক্রেমলিন্ দুর্গ। ইটালীস্থিত পাইজা নগরের দোদুল্যমান মঠ। রোম নগরস্থ সেণ্টপিটারের গির্জ্জা। লণ্ডন নগরের সেণ্টপলের গির্জ্জা। এডিষ্টনের বাতি-গৃহ। টেমস নদীর তলবর্ত্ম। মিনাইয়ের সেতু ও যমুনা নদীর পুল এবং হুগলীস্থ গঙ্গা নদীর জুবিলী সেতু।

ইতি পরিশিষ্ট সমাপ্ত।